চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 133 Friday, 14 April, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১৩৩ সংখ্যা ✱ ৩০ চৈত্র, ১৪২৯, শুক্রবার, ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

গরমের ছুটিতে ক্লাস নষ্ট, এ বার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নির্দেশ রাজ্য সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ স্কুলে গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হলেও অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। গরমের ছুটি এগিয়ে আনার জন্য পঠন-পাঠনের যে সময়সীমা নষ্ট হচ্ছে তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের। তার জন্য স্কুলের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ২ মে থেকে পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকবে। অত্যাধিক গরমের জন্য ছুটি এগিয়ে আনা হলেও অতিরিক্ত ক্লাস করাতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুল খুললেই। গরমের ছুটি নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। এ ছাড়াও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গরমের ছুটি যাতে কার্যকর করা হয়, সেই মর্মে আইসিএসসি, সিবিএসসি বোর্ডের স্কুলগুলিতেও চিঠি দিল রাজ্য সরকার। দু'টি বোর্ডকেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে এই ছুটি নিয়ে। তীব্র গরম। রাজ্যজুড়ে জারি হয়েছে দাবদাহের সতর্কতা। এই পরিস্থিতিতে গরমের ছুটি

এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এবার ২ মে থেকে ছুটি পড়ে যাবে প্রত্যেক সরকারি স্কুলে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই গরমের ছুটি এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর। আগের নির্দেশ অনুযায়ী, মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে গরমের ছুটি পড়ার কথা ছিল। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে পড়ায় ছাত্রছাত্রী ও খুদে পড়ুয়াদের কথা ভেবেই ছুটি এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, এ-ও জানানো হয়েছে, এর মধ্যে যদি বৃষ্টি শুরু হয়, তাহলে ফের স্কুল খুলে দেওয়া হবে। পঠনপাঠনে যাতে কোনও বিঘ্ন না ঘটে, সিলেবাস যাতে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়, সেই বিষয়েও নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী পারদ, তার সঙ্গে চলছে তাপপ্রবাহ, গরমে নাজেহাল অবস্থা কচিকাঁচাদের। ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে ৪২-এর পথে এগোতে চলেছে তাপমাত্রা। সঙ্গে শুকনো গরম হাওয়া। আজ বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়, এমনকি, উত্তরবঙ্গের তিন জেলাতেও তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বাধ্য হয়ে স্কুলের পঠনপাঠন সকালের দিকে এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব বর্ধমান, মালদহের মতো জেলা প্রশাসন। একাধিক জেলায় স্কুলের সময়সূচিতেও বদল আনা ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে।

অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি-সিবিআই

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ কুন্তল ঘোষের চিঠি নিয়ে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই এবং ইডি। এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ, ইডির বিরুদ্ধে লেখা কুন্তলের চিঠি নিয়ে চাইলে অভিষেক এবং কুন্তলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি এবং সিবিআই। আর তা করলে দ্রুত করতে হবে বলেও জানান তিনি। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, একটি সভায় অভিষেক বলেছিলেন তাঁর নাম বলার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে কুন্তল-সহ নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত অন্য ধৃতদের। নিয়োগকাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষও এমন দাবি করেছেন একাধিকবার। এমনকী গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি

সংশোধনাগারের সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগপত্রও পাঠান কুন্তল। এবার এই অভিযোগকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাদ্বয় অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে বলে নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের। আদালতের বক্তব্য, খতিয়ে দেখতে হবে অভিষেকের মন্তব্যের সঙ্গে কুন্তলের চিঠির কোথায় সাযুজ্য রয়েছে। একইসঙ্গে এই প্রথমবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি চলাকালীন এজলাসে সরাসরি নাম উঠল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত ২৯ মার্চ কলকাতার শহিদ মিনারে তৃণমূলের যুব সমাবেশ ছিল। সেখানেই বক্তব্য রাখতে উঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''যবে থেকে সারদা হয়েছিল আক্রমণ ছিল আমার দিকে। মদন মিত্র, কুণাল ঘোষ দীর্ঘদিন কাস্টডিতে ছিলেন। কী বলেছে জানেন এদের? অভিষেকের নাম নাও ছেড়ে দেব। সারদা থেকে শুরু করে নারদা। তারপর হল গরু, কয়লা, এসএসসি। আমার যদি কোথাও যোগসাজশ থাকে, প্রমাণ করতে পারেন আমি যুক্ত, আমার পিছনে ইডি-সিবিআই লাগাতে হবে না। সারদা, নারদা, টেট, এসএসসি, কয়লা, গরু হোক এই শহিদ মিনারের মঞ্চে আমি মৃত্যুবরণ করব। কথা দিয়ে গেলাম।'' এর পরপরই আদালতে তোলার সময় তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত কুন্তল ঘোষ বলেছিলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলানোর জন্য চেষ্টা করছে। কে চেষ্টা করছে বলব না। চিঠি আকারে মহামান্য আদালতকে সবটা জানিয়েছি। এই বক্তব্যকে সামনে রেখে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ করেন কুন্তল। অভিযোগে নাম রয়েছে ইডি, সিবিআইয়ের। এরপর বৃহস্পতিবার প্রথমবার আদালতে নিয়োগ-মামলায় নাম উঠল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অভিষেক যা বলেছেন, সে কথাই কুন্তলের মুখে শোনা গিয়েছে। দু'জনের বক্তব্যে সাযুজ্য রয়েছে। আদালত মনে করছে, অভিষেকের যে মন্তব্য, তাকে বাদ দিয়ে এই তদন্ত করা যাবে না। তাই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, আপাতত ইডি-সিবিআই বিষয়টি দেখবে। প্রয়োজন হলে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''আদালতের অনুমতি ছাড়া আজ থেকে রাজ্যের কোনও থানা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই এবং ইডির আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে পারবে না।'' একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশ, কুন্তলের চিঠির প্রেক্ষিতে পরবর্তী নির্দেশ ছাড়া হেস্টিংস থানা কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। ২৮ এপ্রিল ইডি এবং সিবিআই এ বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেবে। প্রয়োজন মনে করলে তারা জিজ্ঞাসাবাদ ভিডিয়ো রেকর্ডিং করতে পারবে। একইসঙ্গে জনসভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের অংশ সিবিআইয়ের তদন্তের বাইরে রাখা উচিত নয় বলেই মত আদালতের। ২১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রবেশ এবং বাহির পথের। পরবর্তী শুনানিতে তা আদালতেও আনতে হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে কারা গিয়েছিলেন ভিজিটর বুকের আসল কপি জেল কর্তৃপক্ষকে আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

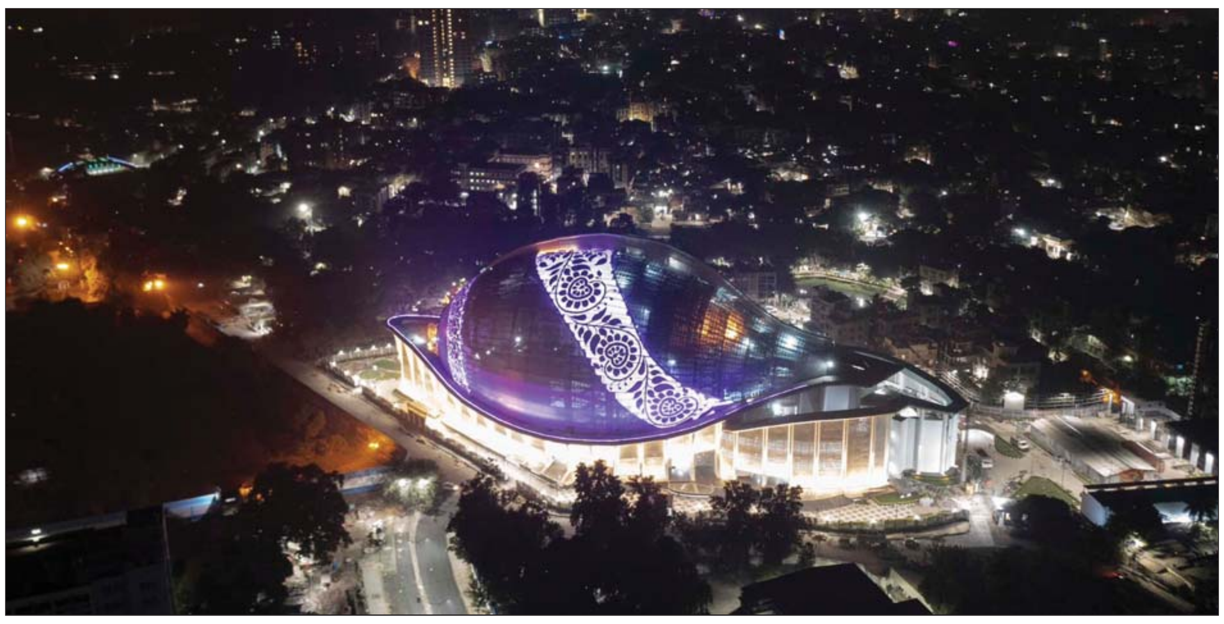

'মানুষ যেন আমাকে ভুল না বোঝে'

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে আবেগে ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ আলিপুরে ধনধান্য অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন ছিল আজ। সেখানেই বিরাট অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করতে এসে বৃহস্পতিবার বার বার স্মৃতিতে ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলায় একের পর এক নয়া প্রকল্প ও পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কার্যত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমার নিজের কিছু নেই। একটাই যেন মানুষ আমাকে ভুল না বোঝে। শুনেছি ২০২৪ পর্যন্ত ওরা টাকা দেবে না। দিল্লির কাছে ভিক্ষা চাইতে যাব না। আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আমরা নিজেদের মধ্যে সমালোচনা করি, ঝগড়া ঝাটি করি, ভাল জিনিস দেখানো হয় না।'' তিনি একইসঙ্গে বলেন, ''সামাজিক কর্মসূচি যা আছে পৃথিবীতে দেখান। আমরা কোনটা করি না? আমি একদিন হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। দেখলাম ডিম ভাত দিচ্ছে ৫ টাকায়। আমি ওদের বললাম একটা করে চামচ দিস। আমাদের প্রশাসন খুব ভাল। আমরা কারও চাকরি খাব না। আমরা হঠাৎ করে তাজমহল উঠিয়ে দেব না। ইতিহাসকে উঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।'' এদিন অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন শেষে মমতা বলেন, ''যাই হোক যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। ৪৪০ কোটি টাকা খরচ করে থ্রি টিয়ার ইনডোর স্টেডিয়াম করেছি। বাংলা জুড়ে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞ চলছে। ইকো পার্ক বিশ্বের এক নম্বর পার্ক হবে একদিন। একটা সময় প্রতিদিন দেখতাম টিন লাগাচ্ছে। আমি ববিকে (ফিরহাদ হাকিম) বলতাম, ওটা আটকা। তারপর আমরা সরকারে

এলাম। তারপর আমি একদিন গেলাম যখন আমাদের সরকার হল। আমি গিয়ে বললাম ১৮০ একর ল্যান্ড আছে। বললাম একটা ওয়াক্স মিউজিয়াম করলে কী রকম হয়। লন্ডনে প্রাইভেটে আছে। এখানে আমরা সরকারের তরফে করব। বাংলায় এত কিছু করা হয়েছে। বাংলার বাইরে যাওয়ার জায়গা নেই।'' এদিন উত্তরবঙ্গের পর্যটনে বিকাশে রাজ্যে উদ্যোগের খতিয়ানও তুলে ধরলেন মমতা। লামাহাট্টায় আজকাল যে বিভিন্ন সিনেমা-সিরিয়ালের শ্যুটিং হয়, সেই প্রসঙ্গে বললেন, ''লামাহাট্টা আমি আবিষ্কার করেছিলাম।'' শুধু তাই নয়, নতুন দার্জিলিং তৈরির ভাবনার কথাও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''আমরা নতুন দার্জিলিং করার কথা ভাবছি। এখন বড় বড় পাঁচতারা হোটেল হয়েছে। দার্জিলিঙে এখন থাকার জায়গা নেই। সেই কারণে প্রত্যেক চা বাগানকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, চা বাগানের ১৫ শতাংশ জমিতে হোটেল, রিসর্ট তৈরি করার জন্য। এতে স্থানীয় লোকজন কাজও পাবে, লোকজন এসে থাকার জায়গাও পাবে।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায় এখন বাংলায় এত কিছু করা হয়েছে যে বাংলার বাইরে আর যাওয়ার দরকার নেই। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি সংরক্ষণ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ও করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি। শুধু তাই নয়, গাজলডোবায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে, পর্যটন যে ঢেলে সাজানো হয়েছে, সেই কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের অফবিট পর্যটনকেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল লামাহাট্টা। যাঁরা দার্জিলিং শহরের ভিড় এড়িয়ে একটু নিরিবিলিতে সময় কাটাতে চান, তাঁদের কাছে অন্যতম পছন্দের জায়গা লামাহাট্টা। সবুজ জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের এক অনন্য সৌন্দর্য দেখা যায় লামাহাট্টায়। বৃহস্পতিবার ধনধান্য স্টেডিয়ামের উদ্বোধনে গিয়ে লামাহাট্টার সেই অপরূপ সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। **ছবি-সৌরভ দত্ত**

সাগরদিঘিতে বন্ধ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা! বিস্ফোরক অধীর চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, সাগরদিঘি, ১৩ এপ্রিলঃ সাগরদিঘি বিধানসভা এলাকাতে বন্ধ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা। তার জেরেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাগরদিঘিতে বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার পরিষদীয় দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সাগরদিঘি বিধানসভা উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের বিধায়ক হন বাইরন বিশ্বাস। আর তার জেরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা গত দুই মাস ধরে পাচ্ছেন না এলাকার মহিলারা। এমনই অভিযোগ তুলেছেন অধীর চৌধুরী। রাজ্য সরকারি টাকা কেন মহিলারা পাচ্ছেন না, তারই প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন অধীর চৌধুরী। প্রসঙ্গত, এপ্রিলের শুরু থেকেই জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকারি শিবির। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই সরকারি কর্মসূচিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর। এবারে দুয়ারে সরকার শিবিরে মোট ৩৩টি প্রকল্প রাখা হয়েছে। তার মধ্যেই এখনও পর্যন্ত ছয়টি প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে। যার মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

৬ ভুল প্রশ্নে মিলবে সম্পূর্ণ নম্বর, ২০১৪-র টেট নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষায় ৬ ভুল প্রশ্ন মামলায় বড় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। টেটের ওই পরীক্ষায় ৬ ভুল প্রশ্নে যদি পরীক্ষার্থীরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে পরীক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। ২০১৮ সালে এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, শুধুমাত্র মামলাকারীরাই ৬ ভুল প্রশ্নে সম্পূর্ণ নম্বর পাবেন। কিন্তু এদিন ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা সমস্ত টেট পরীক্ষার্থীই সম্পূর্ম উত্তর পাবেন। এদিন ২০১৪ সালে টেট ৬ প্রশ্ন ভুল মামলার রায় ঘোষণা করল বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ডিভিশন বেঞ্চের। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষা ২০১৫ সালে হয়। পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন ২২ লক্ষ। পরীক্ষায় বসেন ১২ লক্ষ। টেট উত্তীর্ণ হন ১.২৫ লক্ষ। এদের মধ্যে ১০-১২ টি প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন প্রতিভা মণ্ডল সহ অনেক পরীক্ষার্থী। ২০১৮ সালের অক্টোবরে ওই মামলায় ৬ প্রশ্ন ভুল রায় দেয় বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়। শুধুমাত্র, মামলাকারীরাই ৬ প্রশ্ন ভুলে নম্বর পাবে রায় দেয় সিঙ্গেল বেঞ্চ। ৬ প্রশ্ন ভুলে নম্বর কেন সকল পরীক্ষার্থী পাবেন না, এই নিয়ে মামলা যায় ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মামলাতেই ডিভিশন বেঞ্চ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ৬ প্রশ্ন ভুলে সম্পূর্ণ নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ডিভিশন বেঞ্চ এদিন এই নির্দেশ দেন। এর জেরে টেট ২০১৪ রেজাল্ট আমূল বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সচিবকে আদালতের নির্দেশ, সকল পরীক্ষার্থীকে ৬ প্রশ্ন ভুলে সম্পূর্ণ নম্বর দিয়ে পদক্ষেপ করতে।

প্রচণ্ড গরমের কারণে হল না গ্রুপ সি মামলার শুনানি, অসুস্থ হয়ে পড়লেন পার্থও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ প্রচণ্ড গরম। তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বৃহস্পতিবার মাঝ দুপুরে কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। আর এই মাত্রাতিরিক্ত গরমে নাজেহাল অবস্থা আদালতেও। অতিরিক্ত গরমের কারণে আলিপুর সিবিআই আদালতে এদিন হলই না গ্রুপ সি মামলার শুনানি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী সেলিম রহমান জানাচ্ছেন, এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অসুস্থ বোধ করছেন পার্থও। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ২৪ এপ্রিল ধার্য্য করা হয়েছে। পার্থবাবুর আইনজীবী বলছেন, এদিন আদালতে একই সংক্রান্ত প্রচুর মামলা ছিল। আজ এই গরমের মধ্যে ওই সব মামলার শুনানি চলতে চলতে নাজেহাল অবস্থা। সেই কারণে এই মামলাটি অন্যদিন শোনার জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারক ২৪ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করেছেন। আইনজীবী আরও জানাচ্ছেন, ''দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে-৫টা পর্যন্ত এইভাবে গরমের মধ্যে একটি ছোট্ট ঘরে এতগুলি মামলা, এতজন আইনজীবী, এতজন অভিযুক্ত নিয়ে সামাল দেওয়া খুবই কঠিন কাজ।'' আইনজীবীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও অসুস্থবোধ করছেন কি না। জবাবে তিনি জানান, ''সকলেই অসুস্থ বোধ করছেন। ওনারও বয়স হয়েছে। একটু অসুস্থবোধ তো ওনারও লাগছে।'' তীব্র দাবদাহের মধ্যেই বৃহস্পতিবার আলিপুরে বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হয়েছিল নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের। কিন্তু তীব্র গরমের কারণে গ্রুপ সি সংক্রান্ত মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ওই মামলাটি আজকের পরিবর্তে ২৪ এপ্রিল শুনানির দিন স্থির করা হয়েছে।

নতুন করে করোনার ঢেউ আসতে শুরু করেছে এশিয়ায়, বাদ পড়বে না ভারতও

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফের চোখ রাঙাতে শুরু করেছে করোনাভাইরাস। কেবল ভারত নয়, সমগ্র এশিয়ায় কোভিড-১৯-এর নতুন ঢেউ আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ভারত সহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে নতুন করে করোনা সংক্রমণের রিপোর্ট এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রায় দু-বছর পর ফের ভারত, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণের সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে করোনার এই নতুন ঢেউ স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর নতুন করে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকেই ভারত সহ সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামে করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মার্চের শেষ সপ্তাহে সিঙ্গাপুরে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল চলতি বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভারতেও গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরের পর ফের দৈনিক সংক্রমণের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার প্রায় চারমাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় এবং ভিয়েতনামও করোনা মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, করোনাভাইরাসের মিশ্র প্রজাতি এক্সবিবি ভ্যারিয়ান্ট ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে। করোনাভাইরাসের অত্যন্ত সংক্রমণযোগ্য প্রজাতি ওমিক্রন-এর মিশ্র সাব ভ্যারিয়ান্ট হল এক্সবিবি। বর্তমানে এই প্রজাতিই ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এক্সবিবি-র ভয়াবহতা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। এর জন্য ভ্যাকসিনেশন এবং শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিই মূল কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ভারত সহ এশিয়ার যে সমস্ত দেশে ফের করোনার নতুন ঢেউ আসতে শুরু করেছে, সেই সমস্ত দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশেরই কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়া রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশই আগে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে তাঁদের দেহে করোনা প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে উঠেছে। তবে সময়ে-সময়ে করোনার নতুন ঢেউ আসবে

এবং করোনার সঙ্গে চলতে কোভিডবিধি মেনে চলারই পরামর্শ দিচ্ছে সরকার। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও করোনা মহামারীর ভয়াবহতার সাক্ষ্য হয়েছিল। দৈনিক সংক্রমণের হার যেমন মাত্রাছাড়া হয়ে উঠেছিল, তেমনই বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। হাসপাতালগুলিতে বেড, অক্সিজেনেক সংকুলান প্রকট হয়ে উঠেছিল। তারপর বৃহস্পতিবার ফের দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণের সংখ্যা ১০ হাজার ১৫০ ছাড়াল। যদিও এবার এখনও পর্যন্ত হাসপাতালগুলিতে করোনা রোগীর ভর্তির হার খুবই কম। তবু পরিস্থিতি সামাল দিতে আগাম সতর্কতা নিতে শুরু করেছে কেন্দ্র। চলতি সপ্তাহেই কেন্দ্রের তরফে দেশজুড়ে কোভিড হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার বন্দোবস্ত খতিয়ে দেখতে মহড়া শুরু হয়েছে। অনেক রাজ্যে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সবমিলিয়ে, পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায় সে ব্যাপারে তপর কেন্দ্র। ভারতের মতো সিঙ্গাপুরেও দৈনিক করোনা সংক্রমণের হার ১০ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকেই সিঙ্গাপুরে করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারপর মার্চের শেষে সাপ্তাহিক করোনা সংক্রমণ সর্বোচ্চ ২৮ হাজার পর্যন্ত ওঠে। তবে চলতি সপ্তাহের গোড়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪৬৭। মাস্ক বাধ্যতামূলক করার পরই সংক্রমণ কমতে শুরু করেছে। আবার ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের মতোই চলতি মাসে করোনা সংক্রমণের হার বাড়তে শুরু করেছে। গত বুধবার ইন্দোনেশিয়ায় দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ৯৮৭। এরপর বৃহস্পতিবারই করোনার নতুন ঢেউ আসতে শুরু করেছে বলে দেশবাসীকে সতর্কবার্তা দেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো। করোনার এই ঢেউ মোকাবিলায় দেশবাসীকে দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ নেওয়ারও আবেদন জানান তিনি। তবে পরিস্থিতি এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট উইডোডো। অন্যদিকে, দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ ভিয়েতনামে গত সাতদিনে দৈনিক সংক্রমণ সর্বোচ্চ ৬৩৯-এ পৌঁছেছে, যা গত এক সপ্তাহের মধ্যে চারগুণ। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভিয়েতনামের স্বাস্থ্য মন্ত্রক স্কুল, কলেজ এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে করোনা-নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। গোষ্ঠী সংক্রমণ যাতে না হয়, সেজন্য করোনা আক্রান্ত রোগীদের শনাক্ত করা এবং আইসোলেশনে রেখে চিকিসার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তবে এর মধ্যে ফিলিপিন্সে ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কেবল মার্চে করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।

'সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা চলছে', আনিস-প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ রাজ্যের আসল সমস্যা পুলিশে নিয়োগ না করা। চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা চলছে। সরশুনা থানার বিরুদ্ধে ওঠা একটি মামলার ভিত্তিতে মন্তব্য করেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে মান্থা বলেন, ''রাজ্যের আসল সমস্যা পুলিশে নিয়োগ না করা। ফলে এক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ওপরে ভরসা করতে হচ্ছে।'' প্রসঙ্গত, ২১ মার্চ, গত শুনানিতে ঠিক এই মামলাতেই রাজ্যের আইজি-কে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে গাইডলাইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন মান্থা। হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্য সিভিক ভলান্টিয়ারদের কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয়, সেই ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। আদালতে এ দিন এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়। তার প্রেক্ষিতেই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিচারপতি মান্থা বলেন, ''সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে কাজ চলছে। কনস্টেবল, এএসআই নিয়োগ যতদিন না হবে, ততদিন তাঁদের দিয়েই কাজ চলবে।'' এ ক্ষেত্রে আনিস খানের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা চলছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় আনিস খানের ঘটনাতেও দু'জন সিভিক সেই রাতে ওই বাড়িতে গিয়েছিল। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কারোর পুলিশের নিয়োগের ব্যাপারে যতদিন না উদ্যোগ হবে, ততদিন এই এক বছরের চুক্তি ভিত্তিক লোকেদের দিয়েই নীচু তলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা হবে। সম্প্রতি সরশুনা থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, এক যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরিবারের দাবি, তারপর থেকে আর ওই যুবকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হন যুবকের পরিবার।

জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন, অমিত শাহ নিজেই বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন।জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জানা যায়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর শীর্ষ কর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী উত্তরা বাওকর

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রয়াত জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী তথা মৃণাল সেনের নায়িকা উত্তরা বাওকর। ৭৯ বছর বয়সে চলে গেলেন তিনি। বিনোদন জগতে শোকের ছায়া। উত্তরা বাওকর থিয়েটার, সিনেমা এবং টেলিভিশন- তিনটি মাধ্যমেই সফলভাবে কাজ করেছেন। ১৯১৬ সালের ১৭ মে মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭৮ সালে প্রখ্যাত মারাঠি নাট্যকার জয়ন্ত দালভির 'সন্ধ্যা ছায়া' নাটকটির হিন্দি রূপান্তরের পরিচালনা করেন। ১৯৮৪ সালে হিন্দি থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য তিনি সংগীত নাটক আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড পান। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি দিল্লির 'ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা'-য় অভিনয় শিখেছেন ইব্রাহিম আলকাজির অভিভাবকত্বে।আশির দশকের মাঝামাঝি টেলিভিশনের পর্দায় তিনি শ্যাম বেনেগালের 'যাত্রা' টিভি সিরিজে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম টেলিভিশনের মাধ্যমে আসেন। তারপরের বছরই তিনি গোবিন্দ নিহলানি পরিচালিত টেলিভিশন সিরিজ 'তামস'-এ অভিনয় করেন। তার দুবছর পরেই অভিনয় করেন মৃণাল সেনের হিন্দি ছবি 'একদিন আচানক'-এ। এরপর তিনি মারাঠি ছবি 'দোঘি', হিন্দি ছবি 'রুকমাবতী কি হাভেলি', 'সরদারি বেগম', 'বাস্তু পুরুষ', 'আজা নাচলে', নাগেশ কুকুনুর পরিচালিত 'ডোর' -এর পাশাপাশি হিন্দি ধারাবাহিক 'উড়ান', 'কশ্মাকশ জিন্দেগি কি', অন্তরা, কোরা কাগজ, 'জসসি জ্যয়সি কোই নহি'-র মতো আরও বহু হিন্দি, মারাঠি ছবি ও টেলিভিশন সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। মৃণাল সেনের হিন্দি ছবি একদিন অচেনাকে সেরা পার্শ্বচরিত্রে অভিনযয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন উত্তরা। ওই ছবিতে অধ্যাপক (ডক্টর শ্রীরাম লাগু)-র স্ত্রীর চরিত্রে দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিলেন তিনি।পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় এক বছর অসুস্থ ছিলেন উত্তরা বাওকর। মহারাষ্ট্রের পুনে শহরেই জীবনের শেষ দিন কাটিয়েছেন তিনি। পুণের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানেই বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীরা।

দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে আত্মনির্ভর ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রোজগার মেলার একটি অনুষ্ঠানে নব নিযুক্তদের হাতে প্রায় ৭১ হাজার নিযোগপত্র তুলে দিয়েছেন। ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, স্টেনোগ্রাফার-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদে যোগ দেবেন তাঁরা। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বৈশাখীর এই শুভ দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে ৭০ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। একটি রিপোর্ট অনুসারে, স্টার্টআপগুলি ৪০ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাকরি তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আত্মনির্ভর ভারত দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। খেলনা শিল্পকে উন্নত করা হযেছে, যার ফলে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ৭০ হাজারের বেশি যুবক-যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন, আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন। এনডিএ এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলছে। মধ্যপ্রদেশেই ২২ হাজারের বেশি শিক্ষকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, নতুন ভারতের তরুণ প্রজন্ম নতুন যুগের প্রযুক্তিতে নিযুক্ত হচ্ছে এবং ড্রোন তৈরিতে ও ড্রোন পাইলট হওয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে জড়িত হচ্ছে। পরিকাঠামো প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং যুব শক্তির জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বন্দর সেক্টরেও উন্নয়ন হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেক্টরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠছে। প্রতিটি পরিকাঠামো প্রকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। কৃষি সেক্টরে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গ্রামীণ এলাকায় কাজের সুযোগ বাড়িয়েছে।

নীতীশ কুমারের জানা উচিত ২০২৪ সালের প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নেইঃগিরিরাজ সিং

পাটনা, ১৩ এপ্রিল ঃ বিরোধী জোটের সলতে পাকানোর উদ্দেশে সম্প্রতি সক্রিয় হয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার রাজধানীতেও তাঁর সেই সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এ বার এই প্রসঙ্গে নীতীশ-সহ বিরোধী দলগুলিকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। নীতীশকে কটাক্ষ করে গিরিরাজ বলেছেন, নীতীশ কুমারের জানা উচিত ২০২৪ সালের প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নেই।বৃহস্পতিবার সকালে বিহারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছেন, সবাই প্রধানমন্ত্রী হতে চায়। বেশি দাবিদার নীতিশ কুমার। এই কারণেই তিনি মালিকার্জুন খাড়গে-কে খুশি করছেন এবং রাহুল গান্ধীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন। নীতীশ কুমারের জানা উচিত ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি নেই। উল্লেখ্য, আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনকে 'চোখ' করে বিরোধী জোটগঠনে সক্রিয় হয়েছেন জেডি(ইউ) নেতা নীতীশ। বুধবারই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদবও।

জমি দুর্নীতি মামলাঃঝাড়খণ্ডের আইএএস অফিসারের বিভিন্ন ঠিকানায় ইডি-র তল্লাশি

রাঁচি, ১৩ এপ্রিল ঃ জমি দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ডের আইএএস অফিসার ছাভি রঞ্জনের বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে এই আইএএস অফিসারের বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি। পশ্চিমবঙ্গের দু'টি ঠিকানায়, একটি বিহারে ও বাকি ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর ও রাঁচিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি।আইএএস অফিসার ছাভি রঞ্জন রাঁচির ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। জমি দুর্নীতি মামলায় ইডি-র এই অভিযান। জামশেদপুরের কদমা থানার অন্তর্গত মালকিত হোটেলের কাছে লঙ্গিয়া অ্যাপার্টমেন্টে হানা দেয় ইডি। একই সঙ্গে সকাল থেকেই ডিসি ছাভি রঞ্জনের বাড়িতে ইডি-র অভিযান চালানো হয়। বলা হচ্ছে, বাবা রামদয়াল পণ্ডিত গত ৭ বছর ধরে টাটা স্টিলের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে থাকতেন। ছাভি রঞ্জন এক মাসের শেষ প্রান্তিকে এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। সকাল সাড়ে ছয়টায় যখন ইডি দল পৌঁছয়, তখন ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না। ফ্ল্যাট বন্ধ ছিল। জামশেদপুরের কদমা থানার অন্তর্গত শাস্ত্রীনগরেও পৌঁছেছে ইডি-র দল।

ভারত এখন দক্ষিণ গোলার্ধের প্রতিনিধিত্ব করছে, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেঃপীযূষ গোয়েল

রোম ও নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ ভারতকে উন্নয়নশীল দেশের 'কণ্ঠস্বর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। ইতালির রাজধানী রোমে তিনি বলেছেন, ভারত এখন দক্ষিণ গোলার্ধের প্রতিনিধিত্ব করছে, উন্নয়নশীল দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে ভারত। ইতালির রাজধানীতে বুধবার (স্থানীয় সময়) ভারতীয় ও ইতালীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে গালা ডিনারে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।সেখানে তিনি বলেছেন, ভারত এখন দক্ষিণ গোলার্ধের প্রতিনিধিত্ব করছে, উন্নয়নশীল দেশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলির কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে ভারত। শুধুমাত্র ভারতীয় জনগণকে উন্নত জীবন প্রদানের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য অংশের মানুষের ভাল ভবিষ্যতের জন্যও অবদান রাখছে ভারত। পীযূষ গোয়েল আরও বলেছেন, বিগত এক দশক ধরে সরকার প্রয়োজনীয় মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করেছে। যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও পরিবার..আমাদের এখন প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে।

সমস্ত কর্মীদের জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক করল এইমস দিল্লি, পরিচ্ছন্নতার ওপর দেওয়া হয়েছে জোর

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার সমস্ত কর্মীদের জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক করল এইমস দিল্লি। পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই পুনঃ ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের ফেস কভারসার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ঘন ঘন স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে।ভারতে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনার সংক্রমণ, প্রাণহানির সংখ্যাও বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আগামী ৪ সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে এবার করোনার বাড়বাড়ন্ত রুখতে এবার সমস্ত কর্মীদের জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছে এইমস দিল্লি। প্রসঙ্গত, রাজধানী দিল্লিতে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ।

ফের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ উত্তর কোরিয়ার, গতিপথ নিশ্চিত হতেই নির্দেশিকা তুলল জাপান

পিয়ংইয়ং, ১৩ এপ্রিল ঃ উত্তর কোরিয়া ফের মধ্যম পাল্লার একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপনাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে বলে দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছে। পিয়ং ইয়ং-এর পার্শ্ববর্তী কোনও এলাকা থেকে সেটি কোরীয় উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল বরাবর সমুদ্রে গিয়ে পড়ে বলে জানা গিয়েছে।বৃহস্পতিবার সকালেই জানা গিয়েছে, ফের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। যাকে কেন্দ্র করে চিন্তিত হয়ে পড়েছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। ক্ষেপণাস্ত্রটির গতিপথ না বুঝে উত্তর অঞ্চলের দ্বীপ হোক্কাইডোর বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় টোকিও। পরে ক্ষেপণাস্ত্রটির গতিপথ নিশ্চিত হতেই সেই নির্দেশিকা তুলে নেয় জাপান সরকার। জানা গিয়েছে, ওই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি কোরিয়া উপদ্বীপ ও জাপান সাগরের মাঝে পড়েছে।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ১০,১৫৮, মৃত্যু ১১ জনের

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বাড়তে বাড়তে ১০-হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। উদ্বেগ বাড়িয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১০,১৫৮ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১১ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৪৪,৯৯৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৯ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,০৩৫-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,১০,১২৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭২ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৩২৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৪,৬৫৩ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ২,২৯,৯৫৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ফুল ভাসিয়ে বাংলাদেশের পাহাড়ে শুরু বর্ষবরণ উৎসব

ঢাকাঃ গত বুধবার থেকে পাহাড়ে তিনদিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু, সাংক্রাইন, বিষু, বিহু উৎসব শুরু হয়েছে। উসবের প্রথম দিন নদীতে ফুল ভাসিয়ে দিয়ে পুরাতন বছরের দু ঃখ, কষ্ট, গ্লানি মুছে দিয়ে নতুন বছরের জন্য সুখ শান্তি কামনা করলেন বাংলাদেশের পাহা।িসম্প্রদায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান ১১ ভাষাভাষি ১৪টি ক্ষুদ্র পাহাড়ি জাতিসত্বার ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব হলো বিজু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু। উৎসবটি উচ্চারণগতভাবে বিভিন্ন নামে পালন হলেও এর নিবেদন কিন্তু একই। তাই এ উসবটি আদিবাসী পাহা।িদের শুধু আনন্দের নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐক্য ও মৈত্রী বন্ধনের প্রতীকও বটে। সাধারণত বাংলা বর্ষের শেষ দুদিন ও নতুন বছরের প্রথম দিন এই উসব পালন করেন পাহাড়ি সম্প্রদায়ের লোকজন। নদীতে ফুল ভাসিয়ে পুরাতন বছরের দু ঃখ, কষ্ট মুছে নতুন বছরের জন্য সুখ শান্তি কামনা করেন পাহাড়িরা গত বুধবার উৎসবের প্রথম দিন ভোরে রাঙামাটিতে বিভিন্ন স্থানে দলবেঁধে পাহাড়ি সম্প্রদায়ের শিশু থেকে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ঐতিহ্যবাহী পোশাকে কলাপাতায় বিভিন্ন ফুল সাজিয়ে পানিতে ভাসিয়েছেন। নদীতে ফুল ভাসানোর মধ্য দিয়ে এ উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো। তারা ফুল ভাসিয়ে দিয়ে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন যাতে পুরাতন বছরের সমস্ত দু ঃখ, কষ্ট, গ্লানি মুছে যায় এবং নতুন বছরে তাদের জন্য সুখ শান্তি নিয়ে আসে। ১২ এপ্রিল বধবার সকালের দিকে বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু, বিষু, সাংগ্রাই, বিহু উদযাপন কমিটির উদ্যোগে শহরের রাজবাড়ী ঘাটে নদীতে ফুল ভাসানো হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন সকল স্তরের মানুষ। নারী-পুরুষ সকলে ঐতিহ্যবাহী সামাজিক এ উৎসবের মধ্য দিয়ে পাহা।রে সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ঐক্য ও মৈত্রী বন্ধন প্রত্যাশা করেন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা জানান, পার্বত্যাঞ্চলে সাধারণত বাংলা নববর্ষ ও পুরাতন বছরকে বিদায় দিতে আমরা প্রথম দিনে বিজু উদযাপন করে থাকি। এ দিনে বিভিন্ন সম্প্রদায় ফুল নিয়ে ছা।ছা।িবা নদীতে ফুল ভাসিয়েছেন। আমরাও উদযাপন কমিটির উদ্যোগে এই ফুল নিবেদন করছি। অপরদিকে শহরের গর্জনতলী এলাকায় কানাই হ্রদের ধারে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বয়স্কদের স্নান ও বস্ত্র দান,পানিতে ফুল ভাসানো

ও আলোচনা সভা ছাড়াও ঐতিহ্যবাগী গরিয়া নৃত্য, বৈসুক নৃত্য, পিঠা ও পাঁচন আপ্যায়নের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদার এমপি। উদযাপন কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ শংকর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী ও জেলা পরিষদ সদস্য বিপুল ত্রিপুরা প্রমুখ। দীপংকর তালুকদার এমপি বলেন, সারা বাংলাদেশে যেমন অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা বিকশিত করতে চাই তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামেও অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি চাই আমরা। দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যেমন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের সময়। তাই এ দিনে যদিও একদিকে বৈসাবি উৎসব অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের রোজা। তারপরও রোজায় মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন বৈসাবির র‍্যালিতে যোগদান করেছেন। এ উৎসবের দিনে ইফতারির পর তারা আয়োজনে যোগদান করবেন। এদিকে বৃহস্পতিবার উৎসবের দ্বিতীয় দিন মুল বিজু-তে ঘরে ঘরে চলবে পাজন তরকারীসহ নানান সুস্বাদু খাবারের আয়োজন। উসবের তৃতীয় দিন শুক্রবার গজ্যাপজ্যা বিজু-তে পাহা।রিা সারাদিন ঘরে বসে বিশ্রামসহ বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে আপ্যয়ন ও আর্শীবাদ নেবেন। এই দিনটিকে পাহাড়িরা মনে করে থাকে সারাদিন আনন্দ আর হাসি-খুশিতে কাটাতে পারলে সারা বছর সুখে শান্তিতে ও ধন-দৌলতে আনন্দে কেটে যাবে। এছাড়া মারমা সম্প্রদায়ের লোকজন আগামী শুক্রবার উসবের প্রথম দিনে বৌদ্ধ মন্দিরে সমবেত প্রার্থনা, পিঠা তৈরি, ঘিলা খেলা, বৌদ্ধ মূর্তি স্নান, হাজার প্রদীপ প্রজ্বালন, বয়স্ক পুজা ও নিজস্ব ঐতিহ্যবাসী নৃত্য-গানসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অয়োজন করে থাকেন। উসবের দ্বিতীয় দিনে শনিবার ঐতিহ্যবাহী জলকেলি বা মৈত্রী পানি বর্ষণের মাধ্যমে পুরাতন বছরের সকল দু ঃখ, গ্লানি ধুয়ে মুছে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উৎসবে মেতে উঠবেন।

১৪ এপ্রিল অসমে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, বিহু উৎসবে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রয়েছে নানা কর্মসূচির উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী ১৪ এপ্রিল, শুক্রবার অসম সফরে যাচ্ছেন। সেখানে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। গুয়াহাটিতে বিহু উৎসবে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ১১ হাজারেরও বেশি নৃত্যশিল্পী এই উৎসবে অংশ নেবেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর।গুয়াহাটিতে এইমস-এর উদ্বোধন করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নলবাড়ি, কোকরাঝাড় ও নগাঁও জেলার একাধিক মেডিকেল কলেজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। গুয়াহাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী, নামরূপে অবস্থিত অসম পেট্রো কেমিক্যালস লিমিটেডের ৫০০-টিপিডি মিথানল প্ল্যান্টের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, গুয়াহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর পলাশবাড়ী-সুওলকুচি সেতু এবং আইআইটি- গুয়াহাটিতে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি।

ড্রোনের গতিবিধি বেড়েই চলেছে পঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরে, অতি সতর্ক বিএসএফ

অমৃতসর ও জম্মু, ১৩ এপ্রিল ঃড্রোনের গতিবিধি ক্রমশ বেড়েই চলেছে পঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীরে। বুধবার মধ্যরাতে রাতে পঞ্জাবের ফাজিলকা সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্তে মোতায়েন বিএসএফ সৈন্যরা সীমান্ত পার হয়ে আসা একটি ড্রোনকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। ড্রোনটির খোঁজ না পাওয়া গেলেও তল্লাশির সময়, ফাজিলকা সেক্টরের মহরখেওয়া মনসা গ্রামের কাছে একটি চাষের ক্ষেত থেকে ৪টি প্যাকেট থেকে ৪৫৬০ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়। বিএসএফ পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ারের তরফে এখনও অনুসন্ধান চলছে বলে জানা গিয়েছে।অন্যদিকে, বুধবার মধ্যরাতেই জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার বেরি পাট্টান এলাকায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সন্দেহজনক বস্তু উড়তে দেখেন বিএসএফ জওয়ানরা। এরপর তল্লাশি ও অনুসন্ধান অভিযান শুরু করা হয়েছিল, ড্রোনের গতিবিধি ট্র্যাক করা হয়েছিল। ড্রোন থেকে পাঁচটি লোড করা একে ম্যাগাজিন, কিছু নগদ এবং একটি সিল করা প্যাকেট উদ্ধার করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চলছে।

জাস্টিস মৃদুলকুমার কলিতা গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত

গুয়াহাটি, ১৩ এপ্রিল ঃ গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়েছে জাস্টিস মৃদুলকুমার কলিতাকে। আইন মন্ত্রালযের বিচার বিভাগ থেকে জারিকৃত এক বিজ্ঞপ্তিতে মৃদুলকুমার কলিতাকে এই পদে নিয়োগের কথা জানানো হয়েছে।জানা গেছে, গত জানুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম মৃদুল কলিতার নাম সুপারিশ করেছিল। বিজ্ঞপ্তিটি আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাঁর অফিশিাল টুইটার হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। টুইটারে আইনমন্ত্রী রিজিজু লিখেছেন, ' সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে বিচারবিভাগীয় আধিকারিক শ্রী মৃদুলকুমার কলিতাকে গৌহাটি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করেছেন। শ্রী কলিতার নিযুক্তিতে আমি আনন্দিত। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।'

বিরোধীদের একত্রিত করার প্রচেষ্টায় ইয়েচুরির সঙ্গে দেখা করলেন নীতীশ কুমার

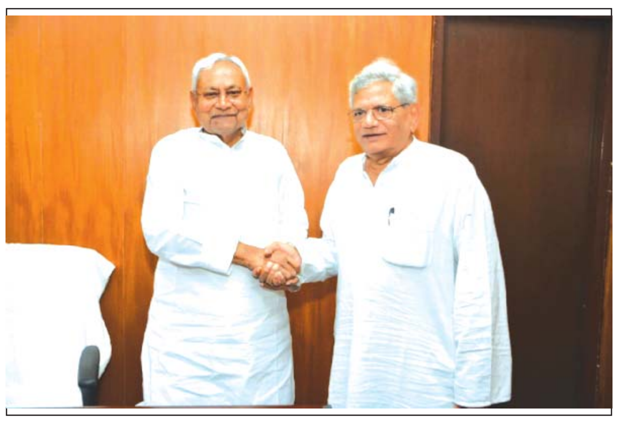

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিলঃ বিরোধীদের একত্রিত করার প্রচেষ্টায় বৃহস্পতিবার সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে দেখা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।বৈঠকের পরে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, আমাদের দল এবং বাম দলগুলি বিশ্বাস করে যে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির একত্রিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ ও সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। এজন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারকে পরাজিত করা খুবই জরুরি। অন্যান্য দলগুলির সাথেও আলোচনা চলছে। নীতীশ কুমার এবং সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের ভূমিকা হল যতটা সম্ভব দলকে সংযুক্ত করা উচিত।বিরোধীদের এক ফ্রন্টে লড়াইয়ের বিষয়ে সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি আলাদা। কেরলের মুখোমুখি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট। ফ্রন্ট গঠিত হলে ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের মত নির্বাচনের পরই গঠিত হবে।

মধ্যপ্রদেশঃমানি লন্ডারিং মামলায় প্রাক্তন বিশপ পিসি সিং গ্রেফতার

জব্বলপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ মানি লন্ডারিং মামলায় এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দল বৃহস্পতিবার জব্বলপুরে অভিযান চালিয়ে প্রাক্তন বিশপ পিসি সিংকে গ্রেফতার করেছে। গত মাসে জব্বলপুরে বিশপের বাড়ি ও অফিসে অভিযান চালানোর সময় জব্দ করা নথি থেকে প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইডি প্রাক্তন বিশপ পিসি সিংয়ের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলা নথিভুক্ত করেছে।উল্লেখ্য, গত ৮ সেপ্টেম্বর অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত ব্যুরো (ইওডাব্লু) টিম প্রায় সাত মাস আগে বরখাস্ত করা বিশপ পিসি সিংয়ের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে নগদ এক কোটি ৬৫ লাখ ১৪ হাজার টাকা, ১১৮ পাউন্ড, ১৮ হাজার ৩৫২ মার্কিন ডলার, ৮০ লাখ ৭২ হাজার টাকা মূল্যের ২ কেজি স্বর্ণালঙ্কারসহ ১৭টি সম্পত্তির নথি ও ৪৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথি জব্দ করা হয়। জানা গিয়েছে, তিনি নিজেই ১২৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতেন। এছাড়া তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিষ্ঠানের নামে ছিল ৪৬টি অ্যাকাউন্ট।উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে প্রতারণার ৩৫টি মামলা সহ পিসি সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রায় ৯১টি মামলা রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে পিসি সিং 'দ্য বোর্ড অফ এডুকেশন চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া জব্বলপুর ডায়াসিস'-এর চেয়ারম্যান হয়ে নিজের সুবিধার জন্য জব্বলপুর সহ দেশের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত সংস্থার জমি বিক্রি করেছেন। এসব অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের পর তাকে গ্রেফতার করেছে ইডি।

দশকের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'ইলসা'

সিডনি, ১৩ এপ্রিল ঃ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে তীব্রতর হচ্ছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইলসা। ঘূর্ণিঝড়টি স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে মধ্যে যেকোনও সময় ওই অঞ্চলে আঘাত হানতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে ইলসা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী।অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া দফতর বিওএম জানায়, আকরিক লোহা রফতানির প্রধান বন্দর পোর্ট হেডল্যান্ড ও রাজ্যের বৃহত্তম আদিবাসী আবাসস্থল বিদ্যাডাঙ্গার কাছে ভূমিতে আঘাত হানবে এইঝড়

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪এপ্রিলঃমঙ্গলবার, ৩০ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩০ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩০ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ৩০ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং ৩০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৪১মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। সংসারে শান্তি।
বৃষভ রাশিঃ কোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা
মিথুন রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। ।শুভদিন
কর্কট রাশিঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য- সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে।শুভদিন
সিংহ রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। যে লোকেরা জমি কিনেছিল হবে
কন্যা রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।
তুলা রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে।
বৃশ্চিক রাশিঃএকটি খুশির দিনে মানসিক উত্তেজনা এবং চাপ এড়িয়ে চলুন। আপনার খরচা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন-।
ধনু রাশিঃসংসারে শান্তি হবে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই আজ।
মকর রাশিঃসামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্হ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। শুভ রং হবে লাল
কুম্ভ রাশিঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উসাহব্যঞ্জক এবং আপনাকে ভারমুক্ত রাখবে।
মীন রাশিঃব্যস্ত কাজের সূচী আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী

দেশ জুড়ে বাড়ছে করোনা, কলকাতায় মৃত্যু বৃদ্ধের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ দেশ জুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজারের বেশি মানুষ। এরই মধ্যে করোনায় নতুন করে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল শহর কলকাতায়। বুধবার এক করোনা আক্রান্ত বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে কলকাতার হাসপাতালে। ভাস্কর দাস নামে ৭৬ বছরের এক বৃদ্ধ গলা ব্যথার উপসর্গ নিয়ে তিন দিন আগে বাঘাযতীনের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। করোনা পরীক্ষায় রিপোর্ট পজিটিভ আসে। চিকিৎসা চলাকালীন বুধবার মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। মৃতের কোনও কো-মর্বিডিটি ছিল কি না, তা জানা যায়নি। গত কয়েক মাসে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা সেভাবে বাড়েনি রাজ্যে। করোনায় মৃত্যুর খবরও সামনে আসেনি। তবে বুধবার এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে আগেই জানানো হয়েছে, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও তার হার খুবই কম। রোগীর ভর্তির হারও খুব কম রাজ্যে। বয়স্ক বা কো-মর্বিডিটি যাঁদের রয়েছে, তাঁরাই সাধারণত হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। তবে হাসপাতালগুলিতে আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। করোনা চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে বলে স্বাস্থ্যকর্তারা জানিয়েছেন। তবে রাজ্যে সংক্রমণের হারের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

বিশেষ ভাবে শারীরিক সক্ষমদের শংসাপত্র প্রদান কর্মসূচি উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৩ এপ্রিল ঃ উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে বিশেষ ভাবে শারীরিক সক্ষমদের

শংসাপত্র প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ, বিধায়ক নির্মল কুমার মাজী, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান সহ অন্যান্য। অপরদিকে উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এবং জেলা সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষাদপ্তর এর উদ্যোগে মেয়াদী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ঋণ প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংসদ সাজদা আহমেদ, উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ, বিধায়ক নির্মল কুমার মাজী, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, উলুবেড়িয়া ১ নং বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে প্রমুখ। উল্লেখ্য দুয়ারে সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে শংসাপত্র ও ঋন প্রদান কর্মসূচীর নামের তালিকা তৈরি করা হয়।

প্রখর রোদে কর্মরত পুলিশকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে রাস্তায় নামলেন সি পি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রখর রোদে কর্মরত পুলিশকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে রাস্তায় নামলেন খোদ পুলিশ কমিশনার (সি পি) বিনিত গোয়েল। রাস্তায় কর্মরত ট্রাফিক কনস্টেবল থেকে সিভিক ভলেন্টিয়ার সকলের হাতে তুলে দিলেন চশমা, ছাতা, জলের বোতল সহ গরমে গ্লুকোজ ডি সহ অন্যান্য উপকরণ। প্রখর রোদে ও প্রবল তাপপ্রবাহের মধ্যে কর্তব্যে অবিচল কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। ইতিমধ্যে আবহাওয়া দফতর আগামী রবিবার পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহের কমলা সর্তকতা জারি করেছে গোটা রাজ্য জুড়ে। মানুষের স্বার্থে ও সাহায্যের জন্য, প্রখর রোদ এবং জীবনের ঝুঁকিকে মাথায় নিয়েই শহর কলকাতাকে যানজট মুক্ত রাখার লক্ষ্যে কর্তব্যে অবিচল রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশদের সুস্থ রাখতে ও মনোবল বাড়াতে বিনীত গোয়েল সকাল থেকে পার্ক সার্কাসের সাত মাথার মোড়-সহ কিছু স্থানে ট্রাফিক পুলিশদের হাতে সানগ্লাস, ছাতা, জলের বোতল, ওআরএস পাউচ বিতরণ করেন। অতিরিক্ত গরম অথবা বর্ষায় এক হাঁটু জমা জল কিংবা পৌষ ও মাঘের কনকনে ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে যেভাবে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ মানুষের স্বার্থে কাজ করে তা এক প্রকার নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তিনি বলেন পুলিশের এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করার ঘটনা গোটা ভারতবর্ষে কলকাতা পুলিশ একমাত্র করে দেখায়। পার্কিং-এর ভেন্ডিং ব্যবস্থা ও অনলাইন পার্কিং ফ্রি পেমেন্ট নিয়ে মাঝেমধ্যেই যে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই বিষয়ে এদিন পুলিশ কমিশনার বলেন, কলকাতা পুলিশ কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পুরো ব্যবস্থাটাকেই সুশৃংখল ভাবে করার লক্ষ্যে কাজ করছে। কলকাতা পুলিশের অষ্টম ব্যাটেলিয়ানের এক সহকারী কমিশনার চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘুষ নেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছেন। এই ঘটনায় কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানান, তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। তদন্ত হচ্ছে।

দক্ষিণ দমদম পুরসভায় তৃণমূলের কাজিয়া তুঙ্গে, গরহাজির কাউন্সিলররা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ দমদম পুরসভায় তুঙ্গে উঠেছে তৃণমূলের গোষ্ঠী কাজিয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূলের এই কাজিয়ার কারণে পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে তাঁদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার জেলা নেতৃত্ব সব কাউন্সিলরকে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন। কিন্তু সেই বৈঠক বয়কট করেন ১৩ জন কাউন্সিলর। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন অভিষেক। তাঁর নির্দেশেই ওই ১৩ জন কাউন্সিলরকে শো কজ করেন তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। জবাব সন্তোষজনক না হলে ওই কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছেন জেলার নেতারা। দশ দিনের মধ্যে শো কজের জবাব দিতে বলা হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরের খবর, ওই ১৩ জন কাউন্সিলরই স্থানীয় বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাঁরা গরহাজির থাকলেও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ব্রাত্য নিজে উপস্থিত ছিলেন। ব্রাত্য ছাড়াও বৈঠকে হাজির ছিলেন, স্থানীয় সাংসদ সৌগত রায়, দমদম- বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস রায়, মন্ত্রী সুজিত বসু, কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তী প্রমুখ। ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন কস্তুরী চৌধুরী এবং ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত।

গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন ভাটপাড়ার যুবক

দুরন্ত বার্তা, ভাটপাড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ উৎসবের মাঝেও ঘনিয়ে এক আঁধার । নীল ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে স্ত্রীর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমেই বিপত্তি। স্ত্রীর সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন ভাটপাড়ার যুবক । বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় শোরগোল ভাটপাড়ায় । অভিযোগ উঠেছে, এদিন নীল ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিশাল সরকার ২০ বছরের ওই যুবক স্ত্রী রূপাকে সঙ্গে নিয়ে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাবুপাড়ার ঘাটের গিয়েছিলেন । বেশ কিছুক্ষণ ওই দম্পতি গঙ্গার ঘাটে বসার পর রূপা ও বিশাল স্নান করতে নামেন । রূপা স্নান সেরে উঠে শিব মন্দিরে যেতেই জলস্রোত টেনে নিয়ে যায় বিশালকে । সেটা নজর করতেই স্বামীকে বাঁচাতে ছুটে এসে পরনের শাড়ি খুলে ছুঁড়ে দেয.রূপা । তাতেও লাভ হয় না আর্তনাদ করলেও কেউ এগিয়ে সাহায্য করতে আসেননি। ফলে তলিয়ে যান বিশাল । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভাটপাড়া থানার পুলিশ। পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। পৌঁছান স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। এলাকার কাউন্সিলর বলেন, ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সেটা ওপরতলার নেতাদের জানিয়েছি। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। সম্ভবত ছেলেটি ঠিক মতো সাঁতার জানত না। তাই ডুবে গিয়েছে। বিশাল সাঁতার জানতেন না বলে স্বীকার করে নিয়েছে স্ত্রী রূপা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ রাজ্যে চলতি দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে সাধারন মানুষের হাতে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে পরিষেবা পৌঁছে দিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্যে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ হাজার ৪১৪টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে শিবিরগুলি থেকে ৩৫ লক্ষ ৯২ হাজার ২৭০ জনকে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে বলে জানান হয়েছে। যার মধ্যে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ১৫ লক্ষ ৬ হাজার ৩২০, লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৫২ জনের হাতে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮১ শতাংশ, এরপরে উত্তর ২৪ পরগনায় ৭৩ শতাংশ এবং নদিয়ায় ৭০ শতাংশ আবেদনকারীকে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে গত ১০ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে ৯৪ হাজার ৪১৯ টি শিবিরের মাধ্যমে আবেদন জমা নেওয়া হয়েছিল।

নিউটাউনে বচসার জেরে শিশুকে নৃশংসভাবে খুন, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ নিউটাউনে ভাড়াটিয়াদের মধ্যে বচসায় সাত বছরের শিশুকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ । বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে মা, প্রতিবেশী মহিলা গুরুতর আহত। উধাও অভিযুক্ত। গত বছর ফেব্রুয়ারিতেই আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকায় বাড়িওয়ালা ভাড়াটে বিবাদের জেরে শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটের ওই ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এবার খুনের অভিযোগে তোলপাড় নিউ টাউনে। বৃহস্পতিবার ইকো পার্ক থানা এলাকায় নিউটাউনের শুলংগুড়ি ঘোষপাড়ায় সাত বছরের এক শিশুকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। নিহত ওই শিশুর নাম দিব্যাংশু প্যাটেল (৭)। জানা গিয়েছে, দিব্যাংশু মা, বাবা, দাদার সঙ্গে ভাড়া থাকত এলাকার একটি বাড়িতে। বাড়ি বিহারে। সেখানে আরও কয়েকটি পরিবার ভাড়া থাকে। যাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ, তিনিও এই বাড়ির আরেক ভাড়াটে। নাম লক্ষ্মণ কুমার। খৈনি বিক্রেতা তিনি। একই বাড়িতে চার বছর ধরে থাকছেন দুই পরিবার। পাশেই থাকতেন অনিমা দাস নামে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও তাঁর স্বামী। বৃহস্পতিবার দিব্যাংশুর দাদা বাথরুমে গিয়েছিল। সেও নাবালক। লক্ষ্মণের সঙ্গে সে সময় তার কথা কাটাকাটি হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযোগ, লক্ষ্মণ সে সময় ওই নাবালককে ধাক্কা মারে। মাথায় ব্যথা পায় সে। মাথা ফুলে যায়। মাকে সবটা জানায় সে। এরপর তার মা লক্ষ্মণকে বিষয়টি নিয়ে বলতে গেলে কথা কাটাকাটি হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, এরপরই লক্ষ্মণ একটি কাটারি নিয়ে এসে দিব্যাংশুকে আঘাত করে। ছেলেকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন মা সুষমা পাটেল। পিঠে গুরুতর লাগে। এদিকে প্রতিবেশীর এক দৃশ্য দেখে ছুটে আসেন পাশের ঘরের অনিমা। অভিযোগ, তাঁকেও কোপ মারেন লক্ষ্মণ। সকলকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও ততক্ষণে মারা গিয়েছে দিব্যাংশু। বাকি দু'জনের আঘাতও গুরুতর। অন্যদিকে এমন পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় দিব্যাংশুর দাদা। এলাকার বাসিন্দা রত্না সুতার বলেন, আমরা নীল ষষ্ঠীর উপোস করেছি। ঘরে বসেছিলাম। আমাদের বাচ্চারা বাইরে খেলছে। আমার বাচ্চা এসে বলছে মা ওখানে একজন পড়ে আছে, রক্ত বেরোচ্ছে। বেরিয়ে দেখি দু'জন পড়ে আছে। একটা বাচ্চা আর তার মা। পাশে আরেকজন মহিলা পড়ে আছেন। আমরা ভেবেছি সন্তানসম্ভবা বলে হয়ত মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন। ধরতে গিয়ে দেখি পিঠে কোপ। বাচ্চাটারও কোমর কাটা। ওর মায়ের পিঠের মেরুদণ্ডটা মনে হচ্ছে বেরিয়ে এসেছে। সারা ঘর টাটকা রক্তে ভাসছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইকো পার্ক থানার পুলিশ। এদিকে লক্ষ্মণ পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

'শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল' প্রকল্পের উদ্বোধন চলতি মাসেই, জানালেন সৈকত চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ 'শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল' প্রকল্পের উদ্বোধন চলতি মাসেই। জানালেন পুরসভার উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরী। উত্তর হাওড়ার বাঁধাঘাট এলাকায় পুরসভার এনইউএলএম দপ্তরের তরফ থেকে 'শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল' প্রকল্প চালু হতে চলেছে। এই প্রকল্পের কাজ এখন প্রায় শেষের মুখে। এই প্রকল্পের সূচনার আগে বৃহস্পতিবার কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চৌধুরী, পুরসভার সেক্রেটারি সহ বিভাগীয় আধিকারিকরা। ঘরে ফেরা অর্থাৎ 'শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল' প্রকল্পটি চলতি মাসেই সেখানে চালু হতে চলেছে। সালকিয়ার বাঁধাঘাট এলাকায় যেখানে এই প্রকল্প হচ্ছে তার টপ ফ্লোরে থাকবে মা ক্যান্টিনের কিচেন। যেখানে রান্নাবান্না হবে। এবং তার নিচের তলাটি 'শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর মেল' এদের জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতিমধ্যেই হাওড়ার কৈপুকুরে 'শেল্টার ফর আরবান হোমলেস ফর' উওম্যানদের জন্য একটি সেন্টার রয়েছে। যাদের ঘরবাড়ি নেই এরকম মহিলারা সেখানে থাকেন। সেরকমই উত্তর হাওড়ার বাঁধাঘাটে আশ্রয়হীন পুরুষদের জন্য এই সেন্টার করা হচ্ছে। এটি খুব শীঘ্রই চালু করতে হবে এনইউএলএম দপ্তরের তরফ থেকে। এই হোমলেস শেল্টারে প্রায় ২৫ জনের মতো আশ্রয়হীন পুরুষ থাকতে পারবেন যাদের মাথার ওপর ছাদ নেই। এদিন সৈকত চৌধুরী বলেন, এই সেন্টারে প্রকৃত গৃহহীন এরকম পঁচিশ জন পুরুষদের রাখা হবে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে তাদের নির্বাচন করা হবে। আমরা রাতের বেলা ঘুরে দেখব কোন কোন লোক রাস্তায় শুয়ে আছেন, কাদের ঘরবাড়ি নেই। এই এপ্রিল মাসের মধ্যেই এই প্রকল্পের উদ্বোধন হবে।

রাজ্যের সেচমন্ত্রীর হাত ধরে জয়নগরের ধোসা থেকে কুলতলির কেল্লা পর্যন্ত বেহাল রাস্তার উদ্বোধন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৩ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনের পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম কেল্লা পর্যটন কেন্দ্র। আর এই কেল্লা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা ধোসা থেকে কেল্লা পর্যন্ত যা বর্তমানে বেহাল। এই বেহাল ১৮ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশার কারণে কমেছে পর্যটক এমনটাই দাবি করেছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ। কেল্লা সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র যা ধীরে ধীরে একটি পিকনিক স্পটের আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু রাস্তা খারাপের কারণে পর্যটকের আনাগোনা অনেকটাই কমে গেছিল। আর মানবিক রাজ্যে সরকারের উদ্যোগে সেই রাস্তা বৃহস্পতিবার রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রী উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয়ে গেল। জয়নগর ১ নং ব্লকের ধোসা বাজার থেকে কুলতলি ব্লকের কেল্লা বাজার পর্যন্ত ১৮ কিমি, রাস্তার এদিন শুভ উদ্বোধন হলো। উপস্থিত ছিলেন ছিলেন সেচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, দুই বিধায়ক বিভাস সর্দার ও গনেশ চন্দ্র মন্ডল। ছিলেন জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস, জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জী, জেলা পরিষদের মেন্টর রফিকুল হাসান সহ আরো অনেকে। এদিন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, এই রাস্তা দীর্ঘ ৩০ বছর সংস্কার হয়নি, এই রাস্তা ও দুটি সেতু তৈরি হলে দুই বিধানসভার কয়েক হাজার মানুষের উপকার হবে। বিশেষ করে কৃষকদের। এই রাস্তা হলে এলাকার কৃষকদের যাতায়াতের যেমন সুবিধা হবে, তেমন কৃষিজাত পণ্য নিয়ে যেতেও অনেক সুবিধা হবে। দীর্ঘদিন এই রাস্তা সংস্কার না হওয়ার কারণে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যেতে হত এলাকার মানুষের। আর এবার থেকে তা আর হবে না। এই ১৮ কিমি রাস্তার জন্য প্রায় ১৯ কোটি টাকা খরচা ধরা হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে এই রাস্তা সম্পূর্ণ হবে বলে এদিন জানান মন্ত্রী। আর এদিনের অনুষ্ঠানে প্রখর তাবদহ উপেক্ষা করে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নিশীথের কনভয়-হামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ সুপ্রিম কোর্টে, হাই কোর্টেই ফিরল মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের উপর হামলায় ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৮ মার্চ এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, পুনরায় রায় বিবেচনা করতে হবে কলকাতা হাই কোর্টকে। রাজ্যের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তিনি আদালতে জানান, রাজ্য পুলিশই এই ঘটনার তদন্ত করার জন্য উপযুক্ত। কিন্তু অপর পক্ষের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করে জানান, কনভয়ে হামলার ঘটনায় তৃণমূল সমর্থকরা অভিযুক্ত হলেও পুলিশ বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদেরই গ্রেফতার করেছে। দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাই কোর্ট। কিন্তু পুলিশ কী পদক্ষেপ করেছে, সে দিকে তাকানোর সুযোগ পায়নি উচ্চ আদালত। তাই মামলাটি হাই কোর্টের কাছেই ফিরে যাওয়া উচিত বলে জানান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। পুলিশ এই ঘটনার সাম্প্রতিক রিপোর্ট আদালতের হাতে তুলে দেবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ডেপুটি নিশীথের কনভয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, বোমা, গুলি এবং পাথর ছুঁড়ে হামলা চালানো হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওই দিন দিনহাটায় গিয়েছিলেন নিশীথ। সেখানেই বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছিল, বুড়িরহাট এলাকায় তাঁর কনভয় পৌঁছালে তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে কালো পতাকা দেখান। যার জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপি অভিযোগ করে, নিশীথের কনভয়ে হামলা আসলে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের 'চক্রান্ত'। অন্যদিকে, পুরো ঘটনার দায় নিশীথের ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন। দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক দাবি করেন, সমাজবিরোধীদের দিয়ে নিশীথ এলাকা দখল করতে চেয়েছিলেন। এর পরেই বিজেপি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ঘটনা নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। হামলার ঘটনাকে 'শোচনীয়' আখ্যা দিয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যপালও। এর পরেই হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিজেপি। তাদের তরফে আইনজীবী সূর্যনীল দাস প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি শ্রীবাস্তবের বেঞ্চ সেই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছিলেন। গত ২৮ মার্চ হাই কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয়, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে এই ঘটনার তদন্ত করবে সিবিআই। হাই কোর্ট পর্যবেক্ষণে জানায়, আদালত যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখেছে। নথিপত্র খতিয়ে দেখে আদালত মনে করছে, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের জন্য সিবিআইকে এই মামলার তদন্তভার দেওয়া উচিত। হাই কোর্টের রায়কে স্বাগত জানান নিশীথ।

হুগলিতে তীব্র দাবদাহে একজনের মৃত্যুর পর স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা জারি

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৩ এপ্রিল ঃ তীব্র তাপে পুড়ছে হুগলি জেলা। কড়া রোদে বাড়ছে হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা। আর সেই আশঙ্কাকে সত্যি করেই জেলায় গরমের বলি হয়েছেন এক প্রৌঢ়। গোঘাট এলাকায় মাঠে ছাগল চড়াতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আর এর পরিপ্রেক্ষিতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জেলা প্রশাসনের। এমন দাবদাহের পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন চলবে বলে জানা গিয়েছে। তার জেরেই তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় এক কর্মশালার আয়োজন করা হল হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দফতরে। গত কয়েকদিনে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে জেলায়। মরুভূমির মতো শুষ্ক দাবদাহে পুড়ছে গোটা জেলা। তাপপ্রবাহ বিপদজনক হয়ে পড়ায় স্বাস্থ্য দফতর থেকে লিফলেট ছড়ানো হয়েছে। কি করবেন, আর কি করবেন না, তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা পেতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর থেকেও। হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভুঁইয়া জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, ব্লক হাসপাতালের আধিকারিকদের নিয়ে অনলাইনে মিটিং করেন। চুঁচুড়ায় জেলা হাসপাতাল থেকে ওয়ার্কশপ করা হয় তাপপ্রবাহ নিয়ে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, নার্স, আশা কর্মী থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মীদের তাপপ্রবাহ নিয়ে কী কী সতর্কতা নিতে হবে তা জানানো হয়েছে। সাধারন মানুষকেও সচেতন করা হচ্ছে দফতর থেকে। সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত যখন রোদ খুব চড়া হয়, তখন প্রয়োজন না হলে বাইরে বেরোনোর প্রয়োজন নেই, এই কথা বলা হচ্ছে। যাদের বেরোতেই হয় তারা শরীর ঢাকা দিয়ে বেরোবেন, মাথায় টুপি চোখে রোদ চশমা প।তে হবে। পোশাক হবে ঢিলেঢালা সুতির। জল খেতে হবে বেশি করে। চা বা কফি না খাওয়াই ভাল। তিনি আরও বলেন, উপসর্গ দেখে বুঝতে হবে হিট স্ট্রোক হয়েছে কিনা। তার জন্য হাসপাতালের জরুরি বিভাগকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এই সময় জলের খুব বেশি করে প্রয়োজন হয়। সব জায়গায় যাতে পানীয় জল পাওয়া যায় সেটা দেখতে বলা হয়েছে। এই ঋতুতে হিট স্ট্রোকের ঘটনা ঘটে। প্রচন্ড গরমে অনেকেই এই সমস্যায় ভোগেন। প্রতিকারের উপায় জানা থাকলে হিট স্ট্রোক থেকে বেচে থাকা যায়, জানাচ্ছেন ডাক্তাররা। শরীরে অধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকেই বলা হয় হিট স্ট্রোক। যতটুকু সম্ভব এই গরমে রোদে কম বের হতে হবে। সঙ্গে জলের বোতল রাখা দরকার ও মাঝে মাঝে জল পান করা উচিত।

তিলজলায় প্রিন্টিং কারখানায় ভয়াবহ আগুন, প্রাণ হারালেন বাবা ও ছেলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ কলকাতার তিলজলায় প্রিন্টিং কারখানায় আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। আরেক ছেলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তপসিয়া রোডের ওই কারখানায় জুতোতে প্রিন্টিংয়ের কাজ হয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬ টা নাগাদ আগুন লাগে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, কাজের জন্য বুধবার রাতে কারখানাতেই ছিলেন বাবা ও দুই ছেলে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই কারখানায় আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে আগুন নেভাতে আসে দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন। দমকলের ৪ টি ইঞ্জিনের এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গিয়েছিল, আগুনে মৃত্যু হয় বাবা ও ছেলের। দমকল কর্মীরা দেরিতে আসেন বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

আগামী ৪ দিন বইবে লু...

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ চৈত্রেই চাঁদিফাটা গরম! তাপমাত্রার পারদ চড়ছে রোজই। আগামী ৪ দিন কলকাতা- সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল জারি করল আবহাওয়া দফতর। বাদ যাবে না মালদা, দুই দিনাজপুরের মতো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিও! বঙ্গে বৈশাখ আসেনি এখনও। কিন্তু আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি দেখে তা বোঝার উপায় নেই! সূর্যের প্রবল তাপে পুড়ছে গোটা রাজ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণ হাঁসফাঁস দশা সর্বত্রই। সঙ্গে অস্বস্তিকর আদ্রর্তা! আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এদিন দুপুরে কলকাতার তাপমাত্রার ছিল ৩৮ ডিগ্রি, আর সল্টলেকে ৩৯। জেলাগুলিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ। তাপমাত্রার পারদ পৌঁছে গিয়েছে ৪০ ডিগ্রিতে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা ঃ কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা।

ভান্ডারা উপলক্ষ্যে বেলুড় মঠে বিশেষ পূজায় ভক্তদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রয়াত স্বামী প্রভানন্দজি মহারাজের মহাসমাধি উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিশেষ পূজা, ভজন এবং স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে এদিন সকাল থেকেই অসংখ্য ভক্ত এবং অনুগামীরা বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়েছেন। সকালে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রপাঠ হয়। এরপর ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, বাউল, কীর্তন, ভজন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকালে রয়েছে স্মরণ সভা। সেখানে মঠের মহারাজরা স্বামী প্রভানন্দজি মহারাজকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন। এদিনই মা সদাব্রত ভবন থেকে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয় ভক্তদের জন্য। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির আয়োজন করা হয়। এদিন ভান্ডারা উপলক্ষ্যে বহু দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে ভক্তরা আসেন বেলুড় মঠে। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভান্ডারা অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠে আসা শিলিগুড়ির বাসিন্দা সরস্বতী পুরকায়স্ত বলেন, আমাদের গুরুদেব মহারাজ খুব ভালো ছিলেন। ওনার মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব খারাপ লেগেছিল। ওনার মাধ্যমেই ঠাকুরের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আগেই আমি বাবাকে হারিয়েছি। গুরুদেবকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হলাম। এদিন ভান্ডারায় অংশগ্রহণ করেছি। আরেক ভক্ত রূপশ্রী চৌধুরী বলেন, উনি আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন। মহারাজ চলে যাওয়ায় কষ্ট পেয়েছি। এদিন ভান্ডারায় এসেছি। এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে ভান্ডারা পালিত হচ্ছে। প্রচুর ভক্ত এসেছেন।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে যাতায়াতের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের প্রবেশ এবং বাহিরপথের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংরক্ষণ করারও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। ২১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত এই সংরক্ষণ করতে বলেছেন তিনি। পরবর্তী শুনানিতে তা আদালতে আনার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি, ওই সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে কারা গিয়েছিলেন, তা জানতে 'ভিজিটর্স' খাতার আসল কপি জেল কর্তৃপক্ষকে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, কুন্তলের চিঠির প্রেক্ষিতে ইডি আবেদন করায় তাদের রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। তবে সিবিআই আবেদন না করলে রক্ষাকবচ দেওয়া যাবে না বলেও তিনি সিবিআইয়ের আইনজীবীকে জানান। ইডি আদালতে জানায়, ২০ জানুয়ারি কুন্তলের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ২১ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সে দিনই তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালত তাঁকে ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। তার পরের দফায় কুন্তলকে আদালতে হাজির করানো হয় ৩ ফেব্রুয়ারি। ইডি হেফাজতে থাকাকালীন ২৪ ঘণ্টা সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে ছিলেন কুন্তল। পাশাপাশি, প্রতি ৪৮ ঘণ্টায় তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয়েছে। তখনও পর্যন্ত তিনি ব্যাঙ্কশাল কোর্টে কোনও অভিযোগ করেননি। কুন্তলের অভিযোগের সূত্রপাত হয়েছিল গত ৩০ মার্চ। ওই দিনটি নজরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে ইডির আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন। ৩১ মার্চ নিম্ন আদালতে ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে চিঠি পাঠানো হয় কুন্তলের তরফে। ১ এপ্রিল ওই চিঠি যায় হেস্টিংস থানায়। যদিও আদালতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। বুধবারই কুন্তলের অভিযোগের কথা কলকাতা হাই কোর্টে তোলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। আদালতে ইডি জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারের মাধ্যমে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন কুন্তল। এর ফলে তাদের তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। তাদের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ''এটা মারাত্মক প্রবণতা! তদন্তকারী আধিকারিকদের হুমকি এবং তদন্তের গতি স্তব্ধ করার জন্য এ সব করা হচ্ছে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এ সব বন্ধ করতে হবে। এই অতিচালাকি বরদাস্ত করা যাবে না।'' বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এ-ও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কুন্তলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইডির বিরুদ্ধেকোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না কলকাতা পুলিশ। বুধবার কুন্তলের অভিযোগ সংবলিত অভিযোগপত্রটি সিবিআই এবং ইডির হাতেও তিনি তুলে দিতে বলেছিলেন তিনি।

প্রেমিকার আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফাঁস যুবকের

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১৩ এপ্রিল ঃ প্রেমের সম্পর্কে ভাঙন ধরতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় গোপন মুহূর্তের ছবি ফাঁস! লাগাতার প্রেমিকাকে হুমকি। বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ বধূ। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রাজকুমার মিদ্যা। বাড়ি সাঁকরাইল থানার নেপালি পাড়া এলাকায়। পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। এদিকে তাঁর প্রেমিকা গোবরডাঙার বাসিন্দা। স্বামীর সঙ্গে সেখানেই থাকতেন তিনি। বছর ৬ আগে স্বামীর সূত্র ধরেই রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় ওই বধূর। পরবর্তীতে কথা-বার্তা থেকে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। এদিকে প্রেমের কারণে ভাঙতে বসে বধূর সংসার। বনগাঁর শিমুলতলায় দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে থাকতে শুরু করেন বধূ। পরিকল্পনা ছিল প্রেমিককে বিয়ে করে সংসার পাতবেন। কিন্তু সম্পর্কের মিষ্টতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুদিন পেরতে না পেরতেই তাঁদের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয় বিভিন্ন রকম। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত রাজকুমার তাঁর বাড়ির সঠিক ঠিকানা প্রেমিকাকে জানায়নি কখনও। সম্পর্কে বিচ্ছেদ হতেই প্রেমিকার মোবাইল ফোনটি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল সে। তার কাছে ফিরে না গেলে মোবাইলে থাকা বিভিন্ন নগ্ন ছবি ভাইরাল করার হুমকিও দিয়েছিল। মহিলার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড জানত সে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই একাধিক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে সে। এরপরই ওই গৃহবধূ বনগাঁ সাইবার টাইম থানার দারস্থ হন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত নামলে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩০ চৈত্র ১৪২৯

রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ পাল্টাচ্ছে

সম্পাদকীয় ১

পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে করোনা সংক্রমণ একেবারে বিশ্বের সমস্ত স্তরের পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ একেবারে পাল্টেছে। করোনা পরিবেশ তো বিশ্বের মানুষকে একটি ঘর বদ্ধ প্রাণীতে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষ কোনওদিন ঘরে আবদ্ধ থাকেনি। তারা সব সময়ে বিশ্বকে জয় করতে রাস্তায় বের হয়েছে। সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করেছে। মানব সভত্যার বিকাশ করতে তারা আগ্রহী হয়েছে। ভারতের বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল মানব সভ্যতার অগ্রগতির সময় থেকে। তারও আগে ভারতের মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হলেও আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার পর দ্রুত গতিতে জীবনের অগ্রগতি হতে শুরু করে। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার আগে ভারতের অবস্থা কী রকম ছিল তা অবশ্যই জানা যায় না। তবে এটা ঠিক যে ভারতের প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল আর্যরা ভারতে প্রবেশ করার সময়ে। তার আগে অনার্যরা ভারতে বসবাস করতো বটে। তবে তারা বনের মধ্যে বসবাস করতে বেশি পছন্দ করতো। আর্যরা এসে তাদেরকে সভ্য করতে শুরু করে। ইউরোপকে সভ্য করেছে গ্রীস দেশ। গ্রীস দেশের দার্শনিকেরা ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ করে। আমেরিকার সভ্যতার বিকাশ করে ব্রিটিশরা। আমেরিকায় আগে রেড ইন্ডিয়ানরা বসবাস করতো। তারা কাচা মাংস থেকে শুরু পুড়িয়ে মাংস খেতো। সেই রেড ইণ্ডিয়ানদের সভ্য করে ইংরেজরা। ইংরেজরা আমেরিকাতে গিয়ে সভ্যতার বিকাশ করতে শুরু করে দেয়। পৃথিবীর পরিবেশ কিন্তু সব সময়ে একটি স্থানে স্থির হয়ে থাকেনি। বারবার তার পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছিল। মধ্য প্রাচ্যের সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল আরও পড়ে। সেখানকার পরিবেশ ছিল রুক্ষ। তার ফলে সেখানে কোনও রকমভাবে মানুষ বসবাস করতে চাইতো না। কিন্তু সেখানকার মানুষেরা প্রবল সংগ্রাম করে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তবেই তারা সেখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। এই পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের। এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ইউরোপের পরিবেশের সঙ্গে মিল খাবে না। ইউরোপের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এশিয়ার পরিবেশের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমেরিকার প্রাকৃতি পরিবেশের সঙ্গে এশিয়া এবং ইউরোপের পরিবেশের সঙ্গে মিল খাবে না। পরিবেশ এবং রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে থাকে। এইভাবেই পৃথিবীর পরিবেশ থেকে শুরু করে সভ্যতার বিকাশ এবং রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, বুদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্ম যখন পৃথিবীতে প্রচারিত হতে শুরু করে দিল তখন থেকেই আবার মানুষের পরিবেশগত পার্থক্য দেখা দিতে থাকলো। ধর্ম মানুষকে বিভাজন করতে শুরু করে দিল। জাত-বর্ণ মানুষের পরিবেশকে পরিবর্তন করতে থাকে। সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন রেখা তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। এক সময়ে কমিউনিজম, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের আর্বিভাব ঘটতে দেখা গেল। তার ফলে মানুষের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকলো। ভারতের রাজতন্ত্র ছিল। সেই সময়ে রাজনৈতিক পরিবেশ একেবারে অন্য রকম ছিল। রাজতন্ত্রের পতন ঘটে গণতন্ত্র বহু দেশে এসেছে।

বিশ্বভারতীতে শান্তিনিকেতনী শিল্প

সম্পাদকীয় ২

বোলপুরে বিশ্বভারতীতে শান্তিনিকেতনী শিল্প জগতে সূচনা করলেন অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বোস। তিনি রুপরেখায় শিল্পকে একেবারে আধুনিক ধাঁচের করে গড়ে তুলেছিলেন। মধ্যযুগীয় শিল্প রীতিকে একেবারে পরিত্যাগ করে স্বদেশি চিন্তাধারায় সঙ্গে বিদেশি শিল্প কলার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যেভাবে যুগান্তকারী শান্তিনিকেতনী শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করলেন সেটা কিন্তু এখনও আন্তর্জাতিক শিল্প মহলে যথেষ্ট স্বীকৃত এবং গরিমার্জন করতে সমর্থ্য। গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ অবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে নঃন্দলাল বোস আসেন ১৯০৫ সালে। তখন বাংলা দেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ পৌঢ় হলেও নন্দলাল বোসের মনকে একেবারে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন। আধুনিক শিল্প ঘরানা বলতে কী বোঝায় সেটা রপ্ত করেছিলেন গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে শিল্পী নন্দলাল বোস। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স মাত্র ৩৪। এবং নন্দলাল বোসের বয়স মাত্র ২৩ বছর। নন্দলাল বোস তখন পূর্ণ যুবক হলেও ব্যক্তিত্বের ছাঁদ তাঁর মনে পড়ে গিয়েছে। দুজনই পরিণত মানুষ। তারপরে দুইটি মানুষ একসঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতীয় চিত্রকলাকে এমন উচ্চাঙ্গের পর্যায়ের পৌঁছে দিলেন তা ভারতের শিল্পমানকে এখন চির ভাস্কর করে রাখে। পিয়ালি ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে হয়েও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে শিল্পকলা চিত্রায়িত করে গিয়েছেন সেটা কিন্তু বাংলার তথা ভারতের শিল্প সম্পদ। ঔপনাসিক শাসনের কালে বিদেশি শিল্পীদের সমকক্ষ শিল্পী হয়ে উঠলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকী তাঁর চিত্রকলা থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসের সন্ধান করতে শুরু করে দেয় বহু বিদেশি শিল্প ইতিহাসবিদেরা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার নিজস্ব যে চিত্রকাল ছিল তাকে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন 'আপন কথা', 'ক্ষীরের পুতুল' বা বাংলার ব্রত মতো অবিস্মরণীয় রচনার মধ্যে দিয়ে। সেখানে তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, চিত্রশিল্পকে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামীন চিত্রকলাকে প্রাধান্য দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

শ্যামা মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন।

'গাজন' বাংলার এক লোক উৎসব হিসাবেই বিখ্যাত

রবীন্দ্র কুমার শীল

গাজন উৎসব বাংলা বছরের শেষ উৎসব বলা যেতে পারে। গাজন শেষ হওয়ার পরই পয়লা বৈশাখ বা নববর্ষ উৎসব শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলদেশে গাজন উৎসব দেখতে পাওয়া যায়। এই উৎসব নীল, শিব, মনসা ওবং ধর্ম ঠাকুরের পুজোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মালদহের গাজন 'গম্ভিরা' এবং জলপাইগুড়িতে 'গমীরা' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। চৈত্র মাসের শেষে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে ভক্তরা শিবের উপাসনা করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পুজোর সঙ্গে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ধর্মের গাজন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে পালন করা হতো। চৈত্র মাস ছাড়া অন্য মাসে গাজন উৎসব করলে তাকে বলা হয় 'হুজুগে গাজন'। গাজন সাধারণ তিন দিন ধরে চলে। এই উৎসবের অংশ হল মেলা। গাজন উৎসবের মধ্যে দিয়ে শিবের ভক্তরা মনে করেন যে শিব এবং হরকালীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। গাজনের সময়ে ভক্তরা সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে শবীরের বিভিন্ন স্থানে ফোঁড় দিয়ে শরীর ভেদ করে লোহার শলকা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কৃচ্ছসাধন করে শিবকে সন্তুষ্ট করে। গাজন উৎবরে সময়ে শিব এবং পার্বতী সেজে ভক্তরা শোভা যাত্রা করে থাকে। শিবের সহচর্য নন্দী ভৃঙ্গী, ভুতপ্রেত সেজে শোভাযাত্রা করে থাকে। বহু ইতিহাসবিদরা বলেছেন এই গাজন উৎসব হল অনার্য সংস্কৃতি। উপজাতিদের এই উৎসব মূল সমাজে প্রবেশ করে গিয়েছে। তার ফলে আজকে গাজন সব বর্ণের মানুষেরা পালন করে থাকে। মেয়েরা আবার নীলের উপোষ পালন করে। তারা নীল পুজো অর্থাৎ শিবের পজো করে থাকে। নীল মানে হচ্ছে শিব। তিনি বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন বলেই তার আর এক নাম হচ্ছে নীল। চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলার আবার কালী নাচ দেখতে পাওয়া যায়। গ্রাম বাংলায় এখন কালী নাচ পরিবেশন করে সেখানকার লোকশিল্পীরা। তার সঙ্গে গানও পরিবেশন করা হয়ে থাকে। ঢাক ঢোল কাঁসার বাদ্যযন্ত্র বাজতে দেখা যায়। নরমুণ্ড নাচ দেখতে পাওয়া যায় গাজনের সময়। গাজনের সময়ে আবার মহিলারা মা মনসার পুজোর আয়োজন করে থাকে। সারা শীতকাল সাপেরা গর্তের মধ্যে থাকে। তারপরে গরম পড়তেই সাপেরা গর্ত থেকে বের হয়ে আসে। তার ফলে গ্রামাঞ্চলে সাপের উপদ্রব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু লোক এই সময়ে সাপের কামড়ে মারা যায়। সাপের দেব মা মনসাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। বাংলার গাজন শব্দটি এসেছে গর্জন শব্দ থেকে। এই উৎসব অংশ গ্রহণ করে সন্ন্যসীরা প্রচণ্ড গর্জন করে থাকে। আবার কেউ কেউ

বলেন গা শব্দের মানে হচ্ছে গা বা গ্রাম এবং জন শব্দের মানে হচ্ছে জনগণ। গ্রামীণ জনগণ এই উৎসব পালন করে থাকে। আজকে সবাই কিন্তু নীলের উপোষ পালন ও পজোর আয়োজন করে থাকে। আবার কোথাও কোথাও শিবের শোভাযাত্রা বের হয়। লোক বিশ্বাস অনুসারে বলা যেতে পারে যে এই দিনে হরকালীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। আবার অন্যদিকে গাজন আবার ধর্ম ঠাকুরে পুজোও বটে। বাঁকুড়া জেলায় দেবী কামিনী কামাখ্যা পুজোর আয়োজন হয়ে থাকে। রাঢ়বঙ্গে শৈব- সংস্কৃতির উৎসব হচ্ছে গাজন। গ্রামের জনগণের নিজস্ব উৎসব এটি। নবদ্বীপের মহিলার লেখক কান্তিচন্দ্র গাজনকে ধর্মগাজনের অপভ্রংশ বলেছেন। বাংলার লোক উৎসব গাজন নিম্ন শ্রেণির উৎসব হিসাবে পরিচিত। বালায় নানা পৌরাণিক এবং লৌকিক দেব দেবীর সঙ্গে গাজন এখন যুক্ত হয়ে গিয়েছে। যদিও শিবের পুজো করাই হচ্ছে গাজনের মূল উদ্দেশ্য। বাংলয় শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন, আদ্যোর গাজন প্রভৃতি গাজন উৎসব পালন করা হয় এবং তার সঙ্গে পুজো অর্চনা পালন করা হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে এটি হচ্ছে সূর্যের পুজো বা পৃথিবীর পুজো। চৈত্র মাস হচ্ছে প্রচণ্ড তাপ প্রবাহের মাস। সেই প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ থেকে কৃষি জমিকে রক্ষা করা এবং কৃষি শ্রমিকদের রক্ষা করার পাশাপাশি বৃষ্টি দিয়ে চাষকে সুফলে পরিণত করা বাসনা নিয়েই পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। জানতে পারা গিয়েছে সারা বছর শিবকে আগলে রাখে ব্রাহ্মণরা। গাজনের এই কটা দিন শিবকে ছেড়ে দিতে হয় নিম্নশ্রেণিদের হাতে। তারাই গাজনের সময়ে শিবের পুজো করে তাকে সন্তুষ্ট করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ শিবলিঙ্গগুলি বেশির ভাগই বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত। পাল যুগে নবদ্বীপ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান। নবদ্বীপের পশ্চিমে একটি ঢিবি ছিল তার নাম ছিল 'পারডাঙা' বা বর্তমানে 'পাড়পুর'। নবদ্বীপের বৌদ্ধ প্রভাবিত শিবমূর্তিগুলি পারডাঙার ধ্বংস স্তুপ থেকে পাওয়া গিয়েছে। নবদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত বল্লাল সেনের ঢিবি আছে। সেখানে খনন কার্য চালানোর পর সেসব প্রত্নতত্ত্ব উঠে এসেছে তা দেখে সবাই মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে এগুলি বৌদ্ধ যুগের। পানশিলা সুবর্ণবিহার নবদ্বীপে অবস্থিত। নবদ্বীপের বড়োশিব, যোগানাথ, বানেশ্বর, হংসবাহন, পারডাঙার শিব প্রভৃতি শিবগুলি বৌদ্ধ প্রভাবিত। এদের কোনও গৌরীপট্ট নেই। নদীয়ার রাজারা শিব ভক্ত ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অলকনাথ (শিব ঠাকুর) এবং গিরিশচন্দ্র রায় ভবতারণ (শিব ঠাকুর) প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৫ সালে। বালকনাথ শিব কুড়িয়ে পেয়েছিলেন শ্যামাচরণ দাস। পোলো দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে শিবকে পাওয়া গিয়েছিল বলে এর নামকরণ হয়েছে 'পোলেশ্বর শিব'। হংসবাহন শিব সারা বছর হংসদার বিলে নিমজ্জিত থাকে। গাজনের কয়েকদিন মন্দিরে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। সারা নবদ্বীপ জুড়ে পাঁচ দিন ধরে গাজন উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। সাতগাজন ফুল-ফল দিয়ে পালন করা হয়ে থাকে। কালীর গাজন উৎসব হয় বর্ধমানে। প্রায় চারশো বছর ধরে এই উৎসব পালন করা হয়ে আসছে। এখানকার মানুষেরা কালী বেশ ধারন করে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজন পশ্চিমবঙ্গে বহু জেলাতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হুগলি জেলার তারকেশ্বরতে তারকনাথ শিব, পূর্ব বর্ধমানে কুড়মুনের ইশানেশ্বর শিব, করুইয়ের বুড়ো শিব, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর শিব, বিপুরের ষাঁড়েশ্বর শিব, বাংলাদেশের ফরিদপুরের কোটালি পাড়ার বুনো ঠাকুর শিব গাজন, বাঁকুড়ার বিপুরের অযোধ্যা গ্রামের মনসা গাজন ও আষাড়ি পূর্ণিমায় বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন বিখ্যাত। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে ধর্মরাজকে তিনটে কাঠের ঘোড়াতে বসিয়ে পজো করা হয়ে থাকে। পূর্ব বর্ধমানে কুরমনের গাজন নরমুণ্ড নৃত্য বিখ্যাত। গাজন নিয়ে বাংলার কবিরা বহু ছড়া লিখেছেন। ''আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই। ঠাকমা গেছে গয়া কাশী ডুগডুগি বাজাই।'' কলকাতায় গাজনের দিন কবি গান গাওয়া হতো জমিদার বাড়িতে। হাতিবাগানের ছাতুবাবু লাটুবাবুদের বাজারে এখন গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে চড়ক অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। সেখানকার চড়ক মেলা বিখ্যাত। কবি নজরুল গেয়েছেন- ''গাজনের বাজনা বাজা, কে মালিক কে সে রাজা।'' কবি নজরুল খুব ছোট বেলা থেকে গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। লেটো গানের দল। কবিকে সেই সময়ে বলা হতো 'দুঃখমিঞা'। তিনি ভালো লোকগান গাইতে পারতেন। গাজনের গান সেখান থেকে কবি নজরুল শিখেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাজন উৎসবের গানগুলিকে বলেছেন বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি। আপন সংস্কৃতি। চড়ক এবং গাজন একই সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। তার ফলে এই উৎসব খুবই জমকলো। গাজনে নীলের উপোষ মহিলা পালন করে থাকে। শিবকে সন্তুষ্ট রাখতে নীলের উপোষ করে মেয়েরা। সারা দিন ধরে জলও পর্যন্ত পান করে না। নীলের অর্থাৎ শিবের পুজো দিয়ে মেয়েরা জলপান করে।

ভারতকে বড় ভূমিকা নেওয়ার কথা বললো কিভ

বিশেষ প্রতিনিধি

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভারতকে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে হবে বলে জানালেন ইউক্রেনের উপ বিদেশ মন্ত্রী এমিন জাপারোভা। তিনি এখন ভারত সফর করছেন। ভারতের উপ-বিদেশ মন্ত্রী সহ বিভিন্ন মন্ত্রীদের সঙ্গে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত জি-২০ সভাপতি। আগামি সেপ্টেম্বর মসে ভারতে যে শীর্ষ সম্মেলন হবে সেখানে ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানাক ভারত। ভারত এ ব্যাপরে ইউক্রেনে উপ-বিদেশ মন্ত্রীকে কোনও কথা দিতে পারেনি। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন, আমরা আশা করি ভারত ইউক্রেনের ব্যাপারে আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে ইচ্ছুক। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে ভারত যদি ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ করে তাহলে ইউক্রেন তাদের মতকে সবার মধ্যে প্রকাশ করার সুযোগ পাবে। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে তা সব দেশের জানা খুবই প্রয়োজন। ইউক্রেনবাসীরা আর যুদ্ধ চাইছে না। তারা শান্তি চায়। কিন্তু শান্তি চায় বলে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে চলবে না। স্বাধীনভাবে ইউক্রেনবাসীদের রাস্তায় চলার অধিকার দিতে হবে। কারোর উপনিবেশ হয়ে ইউক্রেন থাকতে চায় না। উপনিবেশবাদ এখন বিশ্ব থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু আবার কেউ কেউ সেই উপনিবেশবাদকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ইউক্রেন স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায়। তারা কারোর অধীনে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। বহু কষ্টের মধ্যে ইউক্রেন নাগরিকেরা বসবাস করছে। তাদের মানবিকতা দেখানোর খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারত পশ্চিমের নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে। তা নিয়ে কিছুটা খোঁচা দিয়ে ইউক্রেনের উপ বিদেশ মন্ত্রী জাপারোভা বলেছেন, শক্তি সম্পদ এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের বাস্তবের দিকে নজর রাখা

উচিত। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, শক্তি সম্পদ এবং সামরিক সরঞ্জামই নয়, সব রকমের শক্তি সম্পদের দিকে নজর রাখার খুবই প্রয়োজন। শুধু মাত্রা রাশিয়ার ওপরে নির্ভরশীল হলে তারা এর সুযোগ গ্রহণ করবে। কূটনৈতিকবিদেরা মনে করছেন যে জি-২০ সম্মেলনে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ছায়া এসে পড়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। যুদ্ধ করে থামবে এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি কি হবে তা নিয়ে জি-২০ সম্মেলনের কূটনীতিকরা ব্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছেন। তার ফলে অন্য সম্পদ নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করেছে। এবারে জি-২০ সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের আসার কথা। তিনি নয়াদিল্লিতে এসে উপস্থিত হবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আসলে জি-২০ সম্মেলন পণ্ড হয়ে যাবে। সেই কারণে ভারত এখনই কোনও কথা দিতে পারছে না জেলেনস্কির যোগদানের করার ব্যাপারে। ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়ার দখল করে নেওয়ার সময়ে ভারতের নিরব সমর্থনকে সমানে নিয়ে এসেছেন জাপারোভা। ভারতের সমানে এখন তাস হল চিন এবং পাকিস্তান। জাপারোভা বলেছেন সব রাষ্ট্রই চাইছে গায়ের জোরে এগোতে তা ভারতের বোঝা উচিত। তাদেরকে ঠেকাতে না পারলে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ভারতের সমস্যা হল চিন এবং পাকিস্তান। রাশিয়ার ক্রিমিয়ার দখল কথা ভারতের সক্ষে একটি যথেষ্ট উদাহরণ। কোথাও যদি ভুক্তভোগীরা ন্যায় না পায় তাহলে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নাহলে কিন্তু বিষয়টা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইউক্রেনের উপবিদেশ মন্ত্রী এমিন জাপারোভা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির লেখা একটি চিঠি দিয়েছেন ভারতে উপবিদেশ মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির হাতে। এই চিঠিটি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেবেন মীনাক্ষী লেখি। এমিন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলন জেলেনস্কি বক্তব্য রাখতে আগ্রহী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বালিতে জি-২০ সম্মেলনে জেলেনস্কি ভিডিওর কনফারেনেসর মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছিলেন। জাপারোভা বলেছেন, এই যুদ্ধে রাশিয়ার পাশে থাকার অর্থ হল ইতিহাসের অন্যায় সমর্থক হওয়া। জানা গেছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনকে সাহায্য করতে ভারত এগিয়ে আসার কথা বলেছে। শীঘ্রই কিভকে স্কুলবাস এবং অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী সাহায্য পাঠাচ্ছে ভারত। জাপারোভা বলেছেন, তিনি ভারতের উপ বিদেশ মন্ত্রী মীনাক্ষীর লেখির সঙ্গে আলোচনা করে মুগ্ধ হয়েছেন। যে অন্যায় আগ্রাসন চলছে ইউক্রেন তা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর কথা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় বর্মার সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাপারোভা। জাপারোভা মহাত্মা গান্ধির নাম স্মরণ করে বলেছেন, ভারতের সঙ্গে ইউক্রেনের বহু ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সুবিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

হেরিটেজ কলকাতার মিত্র স্কুল

কলকাতার মিত্র স্কুলে সুনাম এক সময়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই স্কুলটি প্রায় দেড়শো বছর পার হয়ে গিয়েছে। এখনও এই স্কুলের সুনাম কমেনি। ভবানীপুরের মিত্র স্কুলের নাম এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে সেখানে পড়তে বহু দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসতো। কিন্তু আসন খালি না থাকার জন্য ফিরে যেতে হতো বহু ছাত্রদের। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কে সি নাগ। যিনি গণিতের বই প্রকাশ করেছিলেন। বীজগণিত, পাটিগণিত এমনকী জ্যামিতির বইও তিনি বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন। আবার ইংরেজিতেও তিনি গণিতের বই প্রকাশ করেন। এক সময়ে এই স্কুলে শিক্ষক ছিলেন কবি কালিদাস রায়। তিনি বহু কবিতা বাংলায় রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি অঙ্কের ছাত্র ছিলেন। তিনি কেশব নাগকে আবিস্কার করে মিত্র স্কুলে শিক্ষক করে দিয়েছিলেন। কেশব নাগ এক

সময়ে স্কুলে থাকতেন। সেখানে তাঁর থাকার একটি ঘর ছিল। সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এখানে এক সময়ে পড়াশুনা করতেন বাংলার সেরা সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি যখন এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই তিনি সঙ্গীত চর্চা করতেন এবং স্কুলে বার্ষিক সম্মেলনে তিনি গান গাইতেন। এই স্কুল থেকে বহু ছাত্র পাশ করে বের হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশাসনিক কর্তা হয়ে কাজ করছেন। ভবানীপুরের এই মিত্র স্কুলটি ব্রাঞ্চ স্কুল। কিন্তু মেইন স্কুল হচ্ছে সূর্য সেন স্ট্রিটে। মিত্র স্কুল দুটো। একটি ব্রাঞ্চ এবং একটি মেইন। মেইন স্কুলে ছাত্র হচ্ছেন বিশ্বরূপ দে। যিনি সিএবি'র কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এক সময়ে তিনি সিএবির' প্রধান হতাকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন জগমোহন ডালমিয়ার এক নম্বর শিষ্য। সিএবি'র প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া বিশ্বরূপ দে'কে নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

অবস্থানে অধীর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৩ এপ্রিল ঃ উপনির্বাচনে তৃণমূলের হারের পর রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না সাগরদিঘির মানুষ। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে অবস্থানে বসল কংগ্রেস। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গঙ্গায় নিক্ষেপ করার ডাক দেন তিনি। কংগ্রেসের অভিযোগ, গত মাসে সাগরদিঘি উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে সেখানে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। তৃণমূল নেতারা বলে বেড়াচ্ছেন, তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ায় ভাতা আর পাওয়া যাবে না। অবিলম্বে ভাতা চালুর দাবিতে এদিন সাগরদিঘি ২ নম্বর বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, মুর্শিদাবাদের মানুষ বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত। সাগরদিঘির বুকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হবে না বলে তৃণমূল ঘোষণা করেছে। রমজান মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজ নেই। দাবি আমরা আদায় করে ছাড়ব। টাকা আপনার বাবার নয়। মানুষের টাকা মানুষকে দিতে হবে। তাঁর দাবি, সাগরদিঘির মানুষ যেদিন থেকে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। গতকাল তাদের নেতা বাঁকুড়া গিয়ে বলেছেন, তৃণমূলকে ভোট না দিয়ে পাপ করেছেন। তিনি বলেন, কেউ যদি মনে করে ভোটে জিতে আমার মাথায় সিং গজিয়ে গিয়েছে তাহলে মানুষ যে শিং ভেঙে দেয় সাগরদিঘির ভোট তার প্রমাণ। দিদি আপনি চিন্তা করবে না, আপনাদের শিং ভেঙে গঙ্গার দলে নিক্ষেপ করা হবে।

মরা গাছে বিপদ

দুরন্ত বার্তা, রতুয়া, ১৩ এপ্রিল ঃ রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের সম্বলপুর অঞ্চলের সম্বলপুর গ্রামে বাঁধের উপর রয়েছে মরে যাওয়া গাছ। সেই মরা গাছ কাটবে কে তা নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে মালদার রতুয়া বিধানসভার সম্বলপুরে। বাঁধরোডের ধারে কয়েমাস ধরে দাড়িয়ে রয়েছে মরা গাছ। তার ডালপালা কবে কার ঘাড়ে ভেঙে পড়বে, কেউ জানে না। মাঝে-মধ্যে যে দু'চারখানা ভাঙে না, তাও নয়। গাছগুলি অবিলম্বে কাটা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় মানুষজন ও পঞ্চায়েত প্রধান। প্রশাসনের কর্তাদেরও একই মত। কিন্তু গাছ আর কাটা হয় না। ঝড়-বাদলার দিন এলেই আতঙ্কিত হন মানুষ। সামনেই কালবৈশাখির মরশুম। কালবৈশাখীতে গাছ ভেঙে লন্ডভন্ড হওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। ওই গাছের নীচে রয়েছে কয়েকটি বসত বাড়ি। বাড়ির উপর দিয়েছে চলে গিয়েছে ১১ হাজার ও ৩৩ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তার। মরা গাছ ভেঙে পড়লে আরও বিপদ বাড়তে পারে বলে দাবি বাসিন্দাদের। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও বাসিন্দাদের কথায় জানা গেল, বিপদের কথা ভেবে পুলিশ-প্রশাসন গাছ কাটতে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু বন দফতরের জন্য কাটা হয়নি। টানাপোড়নে মরা গাছ কাটফাটা রৌদ্রে এখন শুকোচ্ছে। বড়সড় কোনো বিপদ ঘটলে এর দায় কে নেবে? প্রশ্ন তুলে সরব বাসিন্দারা। শুকনো গাছের নিচে রয়েছে কয়েকটি পরিবার। সেই পরিবারের ছোট ছোট শিশুরাও রয়েছে। সেই পরিবারের দাবি পুলিশ প্রশাসন যত তাড়াতাড়ি পারুক এই শুকনো গাছটি কাটার ব্যবস্থা করুক। না হলে আমাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। বাচ্চাদের নিয়ে বিপদে রয়েছেন তারা বলে দাবি রাখেন ওখানকার বাসিন্দারা।

পথশ্রীর রাস্তার শিল্যানাস নিয়ে প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

তনুজ জৈন, মালদা, ১৩ এপ্রিল ঃ পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার শিল্যানাস ঘিরে প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ব্লক সভাপতিকে চোর বলে তীব্র আক্রমণ করলেন অঞ্চল চেয়ারম্যান। পাল্টা জবাব দিলেন ব্লক সভাপতি। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল। প্রসঙ্গত রাজ্যজুড়ে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। ভার্চুয়াল ভাবে একসাথে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। পথশ্রী প্রকল্পের অধীনেই মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বসতপুর গ্রামে হাবুলের বাড়ি থেকে জযদেবের জমি পর্যন্ত ৭০০ মিটার রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ হবে। ২৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ব্যায়ে হবে এই কাজ। বৃহস্পতিবার এই রাস্তার শিল্যানাস করেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মানিক দাস। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহিলা সভানেত্রী তথা পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যা সুজাতা সাহা,অঞ্চল সভাপতি আবুল হোসেন আশরাফী, বুথ সভাপতি সাত্তার আলম। আর এই শিল্যানাস অনুষ্ঠান নিয়ে ব্লক সভাপতি মানিক দাসকে কার্যত এক হাত নিলেন তুলসিহাটা অঞ্চল (বি) তৃণমূলের চেয়ারম্যান দিলরোজ। তার অভিযোগ মানিক দাস অঞ্চল তৃণমূলের একাধিক পদাধিকারীকে এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ডাকেন নি। যা নিয়ে কার্যত ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে দিল রোজ। চোরের মত এসে চোরের মত গেছে মানিক দাস। এটা তার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। হয় তো এই রাস্তার কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আর্থিক লেনদেনে জড়িত আছেন তিনি। ঠিক এই ভাষাতেই তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূলেরই অঞ্চল চেয়ারম্যান। যা নিয়ে ফের প্রকাশ্যে শাসকের অভ্যন্তরীণ সংঘাত। সাথে প্রশ্ন উঠেছে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়াল ভাবে সারা রাজ্যে এক সাথে এই প্রকল্পের সূচনা করলেন। সেখানে কেন আলাদা করে শিল্যানাস অনুষ্ঠান? যদিও দিল রোজের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ মানিক। মানিকের মতে কে কি বলল সেটা দেখে লাভ নেই। যারা বলছে তারা সংগঠনের জন্য কোন কাজ করেনি। অপরদিকে যে দল শুধু কাটমানির উপর চলে। সেখানে একজন টাকার ভাগ না পেলে অন্য জনের বিরুদ্ধে বলবেই। এইভাবে তৃণমূল একদিন শেষ হয়ে যাবে। খোঁচা বিজেপির। হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি)ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মানিক দাস বলেন, এই রাস্তাটির খুব প্রয়োজন ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্য এই রাস্তার কাজ সম্ভব হচ্ছে পথশ্রী প্রকল্পে। এখানে আমাদের ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রীও রয়েছেন। বুথ সভাপতি এবং অসংখ্য মানুষ রয়েছেন। তাই কে কি বলল সেটা দেখে লাভ নেই। যারা এসব বলছে তারা দলের সংগঠনের জন্য কোন কাজ করেনি। তুলসীহাটা অঞ্চল (বি) তৃণমূলের চেয়ারম্যান দিলরোজ বলেন, দলের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন কর্মসূচি হলে সবাইকে জানাতে হবে। সেখানে মানিক দাস একাধিক পদাধিকারীকে ডাকেননি। এটা কি ওনার পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছেন। চোরের মত এসে চলে গেলেন। নিশ্চয়ই এর পেছনে ওনার কোন ব্যক্তি স্বার্থ রয়েছে। বিজেপি জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, তৃণমূল রাজনীতিকে কলুষিত করে দিয়েছে। দুর্নীতি ছাড়া এরা কিছু জানে না। যখন এক পক্ষ দুর্নীতির ভাগ পাচ্ছে না তখন নিজেদের মধ্যে ঝামেলা লেগে যাচ্ছে। মানুষ এবার সব কিছুর জবাব দেবে। একদিকে দুর্নীতি ইস্যুতে বিরোধীরা ক্রমশ আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে। যেখান থেকে পঞ্চায়েত ভোটে জনসমর্থন আদায় করা শাসকদলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে আবার দলের মধ্যেই চলছে কাদা ছোড়া-ছুড়ি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে যা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র মতো। অভ্যন্তরীণ সংঘাতকে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে শাসকদল।

ভারতীয় রেলে পঞ্চ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৩ এপ্রিল ঃ ভ্রমণপিপাসু বাঙালীর কাছে সুখবর নিয়ে এলো ভারতীয় রেল। এবার সাধ্যের মধ্যে পঞ্চ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করাবে ভারতীয় রেল। এই ভ্রমণের জন্য ইতিমধ্যে 'ভারত গৌরব' নামে একটি বিশেষ ট্রেনেরও কথা ঘোষণা করেছে ভারত সরকারের রেলমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার রামপুরহাটে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভ্রমণের কথা ঘোষণা করেন আইআরসিটিসির চিফ সুপার ভাইজার সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। আইআরসিটিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত গৌরব বিশেষ পর্যটন ট্রেন কলকাতা ষ্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে ২০ মে। ভারত সরকারের 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' এবং 'দেখো আপনা দেশ' উদ্যোগ সফল করতেই এই বিশেষ ট্রেনের সূচনা করা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ভাড়ায় আনুমানিক ৩৩ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। থাকছে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করার সুবিধাও। সৌরভবাবু বলেন, বিশেষ ট্রেনে থাকছে ৩১৫ আসনের স্লিপার, ২৯৭ আসনের ৩ এসি এবং ৪৪টি ২এসি ক্লাসের আসন। ট্রেনটি ১১ রাত্রি ১২ দিন ধরে ভ্রমণ করবে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য রাত্রিবাসের বিশেষ হোটেল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ভ্রমণে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য ব্যান্ডেল জংশন, বর্ধমান জংশন, বোলপুর-শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট জংশন, পাকুড়-সাহেবগঞ্জ জংশন সহ বেশ কয়েকটি ষ্টেশন থেকে যাত্রীদের ওঠা নামার ব্যবস্থা থাকছে। এই বিশেষ ট্রেন ওমকারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্রম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ সহ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, শিরডি সাঁইবাবা এবং শনি শিংনাপুর দর্শন করাবে। রেলের ভ্রমণ সংস্থা আইআরসিটিসির পক্ষ থেকে যাত্রী প্রতি ভ্রমণের জন্য ২০০৬০, ৩১৮০০ এবং ৪১৬০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ভ্রমণের আসন সংরক্ষণের জন্য ট্যুরিজম সংস্থার ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ হয়েছে বলে দাবি ট্যুরিজম সংস্থার। সৌরভবাবু বলেন, প্রত্যেক যাত্রীর জন্য বীমার ব্যবস্থা থাকছে। কোন কারণে ট্রেন যাত্রায় বিলম্ব ঘটলে তার ব্যয়ভার বহন করবে ভ্রমণকারী সংস্থা।

উত্তরকন্যা অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়িতে ডিওয়াইএফআইয়ের উত্তরকন্যা অভিযানে তুলকালাম। শিলিগুড়ির তিনবাত্তি মোড়ে ব্যারিকেড ভেঙে আন্দোলনকারীরা উত্তরকন্যার দিকে এগোতে থাকলে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। কিন্তু আন্দোলনকারীরা অনড় থাকলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। পালটা ঢিল ছোড়েন ডিওয়াইএফআইয়ের কর্মীরা। জখম হয়েছে একাধিক ডিওয়াইএফআই কর্মী, জখম হয়েছে পুলিশও। নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদ সহ একাধিক ইস্যুতে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদিন উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেয় বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। কিন্তু বরাবরের মতোই তিনবাত্তি মোড়ে ব্যারিকেড করে মিছিলকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। কিন্তু বাম যুবকর্মীরা উত্তরকন্যা পর্যন্ত যাওয়ার দাবিতে অনড় ছিলেন। কিন্তু পুলিশ আঃেদালনরত ডিওয়াইএফআই কর্মীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু বামকর্মীরা সরে না গিয়ে একটি ব্যারিকেড ভেঙে দেয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে পুলিশ লাঠি চালায়, ছোড়া হয় টিয়ার গ্যাসের শেলও। লাঠি চালানোর ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে বাম যুবকর্মীরা। পুলিশের অভিযোগ, আন্দোলনকারীরা তাঁদের উদ্দেশ্য করে ঢিল ছোঁড়ে। যদিও বামকর্মীদের অভিযোগ, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ করেছে। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় জখম হওয়ায় তাঁকে পাঁজাকোলা করে অ্যাম্বুল্যান্সে করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া ও আলিপুরদুয়ার, ১৩ এপ্রিল ঃ ঈদের আগে চোপড়ার হাপতিয়াগছ বাজারে কাপড়ের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার গভীর রাতে দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় কয়েক লক্ষ টাকার কাপড় পুড়েছে। এলাকাবাসীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয় বাসিন্দা উপপ্রধান সাকির আহমেদ বলেন, রাতে অগ্নিকাণ্ডে একটি কাপড়ের দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এদিকে, ওই দোকানে কেউ ষড়যন্ত্র করে অগ্নিসংযোগ করিয়েছে বলে দোকান মালিক ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ধারণা। ঈদের বাজার ধরতে এখন আগেই দোকানে নতুন কাপড় আনা হয়। সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন ব্যবসায়ীরা বাজার বন্ধের ডাক দিয়েছেন। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের শালকুমারহাটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হল দুটি পাটের গুদাম। বুধবার মাঝরাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, গভীর রাত হওয়ায় পাটের গুদামঘরে আগুন লাগার ঘটনা এলাকাবাসীরা অনেক দেরিতে টের পেয়েছিল। তারপরই ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু বেহাল মহাসড়কের কারণে দমকলের ইঞ্জিন শালকুমারহাটে পৌঁছোতে দেরী হয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এদিকে, আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করে নেয় পরপর থাকা দুটি পাটের গুদাম। আশপাশের আরও কিছু দোকান ও ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়। তবে প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। গতকাল রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকালেও আগুন নেভানোর কাজ চলতেই থাকে। রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

পোকার উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্থ আমচাষীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ এপ্রিল ঃ আমের মরশুমে আমের ক্ষয়, মালদার চাঁচলে দয়ে বা দুধিয়া পোকার আক্রমন আমে। ঝরে যাচ্ছে আম। মাথায় হাত আমচাষীদের। গত কয়েকদিনের তীব্র দাবদহের ফলে এই দয়ে বা দুধিয়া পোকার উপদ্রব বেড়েছে। আর যে কারণে মালদার অর্থকারী ফসল আম ক্ষতির মুখে। চিন্তিত মালদা জেলা উদ্যানপালন ও বাগিচা দপ্তরের আধিকারিকেরা। জরুরী ভিত্তিতে এই পোকা উপদ্রব কমাতে আমচাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই বছরের শুরুতে আম উৎপাদনে অনুকুল আবহাওয়ার ফলে চাষী থেকে ব্যবসায়ী সকলেই খুশিতে ছিলেন। সময়ের আগেই মালদার আমবাগান মুকুলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আম জনতাও মালদার আমের স্বাদ অল্প খরচে পাবে আশা করেছিলেন এমনটাই। কিন্তু গত কয়েকদিনের তীব্র দাবদহ কপালে ভাঁজ ফেলেছে সকলের। মালদার চাঁচলের সিহিপুরের একাধিক আম বাগানের আমে দেখা গিয়েছে এই দয়ে বা দুধিয়া পোকার আক্রমণ। আমের গাছ বেয়ে গুটি গুটি সাদা পোকা আমের বোটায় গিয়ে সব রস চুষে নিয়ে আম ঝরিয়ে দিচ্ছে। আর যা নিয়ে চিন্তিত আম চাষিরা। উদ্যাপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলাতে ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে আমচাষ হয়। এই বছর চার লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। দয়ে পোকা আক্রমনের ফলে আম উৎপাদনের যে টার্গেট জেলা উদ্যান পালন ও বাগিচা দপ্তরের কর্তারা আশা করেছিলেন তাতে ভাঁটা পড়তে পারে এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে। মালদার চাঁচলের সিহিপুরের আম চাষী অনুকূল প্রামানিক বলেন, যে হারে এই পোকার উপদ্রব বেড়েছে। তাতে আম বাঁচিয়ে রাখা দায় হয়ে দাড়িয়েছে। ঋণ নিয়ে আমচাষ করেছিলাম। প্রথমে মুকুল ভালো হওয়ায় আশা করেছিলাম, এবার হয়তো ফলন ভালো হবে। দুটো পয়সার মুখ দেখবো। আজ হতাশ। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন দ্রুত এইপোকা উপদ্রব থেকে আম রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হোক। অন্যদিকে আমচাষী অনিল দাস এর জন্য জেলা উদ্যান পালন দপ্তরকে দায়ী করেছেন। উদ্যানপালন দপ্তরের আম চাষিদের নিয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। আম চাষ নিয়ে কোন প্রশিক্ষণ বা সহযোগিতা তারা উদ্যানপালন দপ্তরের কাছ থেকে পান না বলে অভিযোগ তুলেছেন। জেলা উদ্যান পালন বাগিচা দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, পোকার উপদ্রব শুরু হয়েছে। তীব্র দাবদহও চলছে। এই সময় সংবেদনশীল পোকা মারার কীটনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দেন। এছাড়া নিম তেল জাতীয় জিনিস জলে মিশিয়ে স্প্রে করলে এই দয়ে পোকার উপদ্রব কমে যাবে।

কেষ্টহীন বীরভূমে অমিত শাহর প্রথম সভার প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৩ এপ্রিল ঃ বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার বীরভূমের সিউড়ির বেণীমাধব স্কুলের মাঠে একটি জনসভা করবেন শাহ। বৃহস্পতিবার দিনভর চলছে তার নানা প্রস্তুতি। কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটের দিন ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছে শাসকদল থেকে বিরোধী দলগুলি। চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। এরই মাঝে আষছেন শাহ। বুধবার সন্ধ্যাতেই সিউড়িতে বেণীমাধব স্কুলের মাঠ পরিদর্শন করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অমিত শাহের সভার প্রস্তুতি দেখে খুশি সুকান্ত। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। বৃহস্পতিবার বিজেপির স্থানীয় কর্মী -সমর্থকেরা তাঁদের দেওয়া দলের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দুর্গাপুর এয়ারপোর্টে পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখান থেকে সিউড়ি সার্কিট হাউজে যাবেন ১২টা নাগাদ। এরপর দুপুর আড়াইটে নাগাদ জনসভা করবেন তিনি। বিকেল ৪টে নাগাদ সিউড়ি থেকে ফের দুর্গাপুর থেকে সাড়ে ৫টা নাগাদ দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছবেন। এরপর সন্ধ্যায় দলের নেতাদের সঙ্গে দফায়-দফায় বৈঠক করবেন শাহ। পরদিন শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। এরপর দমদম হয়ে ফিরে যাবেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে বাংলায় মোট ১২টি সভা করতে পারেন অমিত শাহ। শুক্রবার তাঁর প্রথম সভা হচ্ছে বীরভূমে। অনুব্রতহীন সিউড়িকে পাখির চোখ করেছে গেরুয়া শিবির। তাই প্রথম থেকেই বীরভূমকে টার্গেট করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। গরু পাচার কাণ্ডে যখন তিহার জেলে অনুব্রত তখন সময় নষ্ট না করে সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। তাই নিচুতলার কর্মীদের সামনে থেকে লড়াইয়ে সাহস যোগাতে বিজেপি নেতৃত্ব ময়দানে নেমেছে। শুক্রেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সিউড়ির জনসভা অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আগামিকাল সিউড়ি থেকে দলীয় নেতৃত্বকে কী বার্তা দেবেন তিনি সেদিকে নজর থাকবে সকলের। যদিও অমিত শাহর এই জনসভাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। তাদের মতে, আগামী পঞ্চায়ত ভোট উন্নয়নকে সামনে রেখে লড়বে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই বাংলার মানুষের আস্থা রয়েছে। তা ভোটের ফলাফলের দিনই স্পষ্ট হবে।

ফের বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হরিহরপাড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ ফের বোমা উদ্ধার মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় একটি ব্যাগ থেকে সাতটি বোমা উদ্ধার করে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। ঘটনার খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডে। তবে কে বা কারা, কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই বোমা মজুত করেছিল তা এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে হরিহরপাড়া থানার জিতারপুর এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। একটি ব্যাগ থেকে সকেট বোমাগুলি উদ্ধার করে তারা। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াড টিমকেও। এর আগে গত ২১ ডিসেম্বর ৯টি, ১ এপ্রিল ৫টি সকেট বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। আবারও আজ বোমা উদ্ধার ঘিরে এলাকার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই জেলায় জেলায় বোমা-গুলি এবং অস্ত্রশস্ত্রের হদিশ মিলছে। বিশেষ করে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগনায় প্রায়ই প্রচুর পরিমাণে বোমা এবং অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটে তাদের শায়েস্তা করার জন্যই শাসকদল এই সব অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখছে। তৃণমূল অবশ্য এই অভিযোগ মানতে নারাজ।

রোজগার মেলা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়িতে। গোটা দেশে প্রায় ৭১ হাজার চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগপত্র দেওয়া হলো। একইভাবে শিলিগুড়িতে কাটিহার ডিভিশনের পক্ষ থেকেও রেলে ২২৫ জন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আরও ৩১ জনকে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হলো। বৃহস্পতিবার নিউ জলপাইগুড়ির এরিয়া অফিস সংলগ্ন কাশ্মীর কলোনি এলাকায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়। এদিন মেলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নীশিথ প্রামাণিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জী ও জলপাইগুড়ির সাংসদ ড. জয়ন্ত রায় সহ রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

প্রতিবাদীকে মার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৩ এপ্রিল ঃ পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীকে রাস্তায় বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আর কিছু দিন পরেই পঞ্চায়েত ভোট। এরইমধ্যে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় কোচবিহার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ওই বিজেপি কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা গোটা এলাকায়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

NIeT No.: WB/HWH/AGP/NIeT-228, Dated: 10/04/2023 (for 2 nos. work) & NIeT No.: WB/HWH/AGP/NIeT-230 Dated: 12/04/2023 (for 2 Nos. work) & NIeT No.: WB/HWH/AGP/NIeT-232 Dated: 12/04/2023 (For 2 Nos. work) have been published. Details are available in **http://wbtenders.gov.in**. Bid submission start dt.: **11/04/2023 at 6:00 p.m. & 12/04/2023 at 6 P.M. & 13/04/2023 at 6 p.m.** respectively. Bid submission closing dt.: **18/04/2023 at 5:30 p.m. & 19/04/2023 at 6 p.m. & 20/04/2023 at 6 p.m.** respectively.
Sd/- Pradhan
Antila G.P.
(Bagnan-II Block)

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/CGP/13/NIT1/23-24
Electronic Tenders are hereby invited by the Pradhan,Chamrail Gram Panchayat, Bally Jagacha Block for implementation of Six (06) no. work within Chamrail Gram Panchayat, Howrah. Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Chamrail Gram Panchayat

Tender ID 2023_ZPHD_511262_1 Publish Date **13-Apr-2023 05:00 PM,** Bid Submission End Date **21-Apr-2023 05:00 PM. Tender ID 2023_ZPHD_511199_1,** Publish Date **13-Apr-2023 05:00 PM,** Bid Submission End Date **21-Apr-2023 05:00 PM.**
Sd/-Prodhan
Simulpur. GP

Tender ID 2023_ZPHD_510085_1,Publish Date **12-Apr-2023 04:30 PM,** Bid Submission End Date **18-Apr-2023 04:30 PM. Tender ID 2023_ZPHD_510145_1,** Publish Date **12-Apr-2023 04:30 PM,** Bid Submission End Date **18-Apr-2023 04:30 PM**
Sd/-Prodhan
Simulpur. GP

Corrigendum
This is to inform you that the advertisement published on 13.04.2023 of Gopalnagar Gram Panchayat. Sealed Tender Opening Date should be read as 21/04/2023(at 3:00 PM) instead of 19.04.2023 (at 3 pm) and E Tender Bid opening Date should be read as 21/04/2023 (at 10:00 AM) instead of 19/04/2023 at 10.00am. Other details will remain unchanged.

Office of the Executive Officer
Balarampur Panchayat Samity
Balarampur, Purulia, West Bengal
Corrigendum for Extension of Date
NIET-WB/EO/BLR/PS/NIeT-24/2022-2023 2nd Call of the office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti the last date of the submission of said NIeT extended for five days. **Tender ID: 2023_DM_503350_1.**

Sl No.	Particulars	Previous (Date & Time)	Extended up to (Date & Time)
1	Bid submission (online)	11/04/2023 06:00 pm	17/04/2023 06:00 pm
2	Bid Opening date for Technical Proposals (Online)	13/04/2023 11:00 am	20/04/2023 11:00 am
3	Date of uploading list for Technically Qualified (online)	As per notice	After evaluation of technical bid
4	Date for opening of Financial Proposal (online)	As per notice	After evaluation of technical bid

For more details visit to the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samiti

বোম্বে উচ্চ আদালতের বিচারাধীন
সাধারণ মূল সিভিল জুরিসডিকশন
সালিস আবেদন নং. ৪৫ সাল ২০২৩

প্রিন্স কুইজিনস প্রা.লি. ......আবেদনকারী
বনাম
মে. গ্রীন শ্যুট ভেঞ্চারস, অন্যরা. .....প্রতিপক্ষ

প্রতিস্থাপিত পরিষেবার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি

লক্ষ্য করবেন যে প্রিন্স কুইজিনস প্র. লি. সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ১১ এর অধীনে ক্যাপশন করা বিষয়টি দায়ের করেছে মে. গ্রীন শ্যুট ভেঞ্চারস এবং এর অংশীদার সুমিরন দাসওয়ানি, ভরত খান্ডেরিয়া এবং রেখা খান্ডেরিয়া ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তির অধীনে একমাত্র সালিসকারী নিয়োগের জন্য আবেদন করছে যা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি পুনর্নবীকরণের সাথে পঠিত। এই বিজ্ঞপ্তিটি ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখের আদেশের অধীনে প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৩ সালের অন্তর্বর্তী আবেদন (এল) নং ৫২৬২-এ মাননীয় আদালত দ্বারা।
আরও উল্লেখ্য যে বিষয়বস্তুটি ২ মে ২০২৩ তারিখে মহামান্য আদালতের সামনে তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যদি উত্তরদাতারা ২ মে ২০২৩ তারিখে উপস্থিত থাকতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাদের অনুপস্থিতিতে বিষয়বস্তুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
তারিখ চলতি ১৪ এপ্রিল ২০২৩, কলকাতা

স্বা /-
শ্রীরাজ জি. মেনন
আবেদনকারীর অ্যাডভোকেট

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Ltg.(CRM), KMC** invites tender online two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/NBG/LTG/CRM/e-02/23-24
Name of the Work: **Restoration of Furnace No.-6 and allied brick ducts with fire bricks, heating elements, door blanket, bearing etc. in New Complex of Nimtala Burning Ghat.** Estimated Amount: **Rs. 4,90,491.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **7 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **29.04.2023 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.04.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites online quotation in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ASPH/P.B/SAB-01/2023-24
Name of the Work: **Continuation of operation and maintenance of some water pumps under Roads (M) Department.** Estimated Amount: **Rs. 4,47,155.28.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **156 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **04.05.2023 upto 11 a.m.** Bid Opening Date and Time for Technical Proposal: **06.05.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from 17.04.2023 (6 p.m.) from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/417 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of potholes and undulated road surfaces at different places of roads in Ward No. 121, 127 and 128 by laying hotmix under Br.-XIV.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,799.23 (Excluding Contingency Amount).** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last Date and Time of Submission of all Bids: **03.05.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **19.04.2023 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC** invites tender online two bid system for the following work:
(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/333/NG1/23-24
Name of the Work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of Accident and Public Safety under Br.-XVI.** Estimated Amount: **Rs. 1,87,584.00.** Earnest Money: **Rs. 3,800.00.** Period of Completion: **214 days.** Technical Bid Open Date: **29.04.2023.** Last Date and Time of Submission of Bid: **27.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.04.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM
NIT No.: KMC/S-D/DLPS/E/02/22-23 (1st Call) Published in this Newspaper on **01.04.2023 (Key No. 1229/22-23) of S&D/DLPS Department (Sl. No. 7)**. The estimated amount will be read as **Rs. 3,06,434.00** instead of quoted amount and earnest money will be read as **Rs. 6,100.00** respectively instead of 2% of quoted amount.
45/23-24

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিভিন্ন রেলসমূহের অন্তর্ভাগ/বহির্ভাগে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের প্রাইমের মেইন্টেনেন্স থাকা বিভিন্ন রেলসমূহের অন্তর্ভাগ/বহির্ভাগে বিজ্ঞাপনের অধিকার" এর সম্পর্কে ই-নিলাম নোটিস (রি-টেণ্ডার)। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৭।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-ভিআর-আইএনটি-এডিভি		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা.	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আইএনটি-১৩০০৩০-৫১১-২২-১ (এডভার্টাইজিং-ট্রেইন ইন্টেরিয়র)	রেল নং. ১৫৪৮৩/৮৪ এর অন্তর্ভাগে ভিনাইল র‍্যাপিং
এএ/২	এডিভিটি-আইএনটি-১২৮৫৮৪-৫১২-২২-১ (এডভার্টাইজিং-ট্রেইন ইন্টেরিয়র)	রেল নং. ১৫৪১৭/১৮ এর অন্তর্ভাগে ভিনাইল র‍্যাপিং
এএ/৩	এডিভিটি-আইএনটি-১৩০৫১১-৫১৩-২২-১ (এডভার্টাইজিং-ট্রেইন ইন্টেরিয়র)	রেল নং. ০৫৪২১ (১৫৪২১), ০৫৪২২ (১৫৪২২), ০৫৪৬৫ (৫৫৪৬৫), ০৫৪৬৬ (৫৫৪৬৬), ১৫৪৬৩, ১৫৪৬৪, ১৫৪৬৭, ১৫৪৬৮ এর অন্তর্ভাগে ভিনাইল র‍্যাপিং
এবি/১	এডিভিটি-ইবিডব্লিউ-১২৮৫৮৪-২২-২ (এডভার্টাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (জানালার নিচে)	রেল নং. ১৫৪১৭/১৫৪১৮ এর বহির্ভাগে জানালার নিচে ভিনাইল র‍্যাপিং
এবি/২	এডিভিটি-ইবিডব্লিউ-১৩০৫১১-২২-১ (এডভার্টাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (জানালার নিচে)	রেল নং. ০৫৪২১ (১৫৪২১), ০৫৪২২ (১৫৪২২), ০৫৪৬৫(৫৫৪৬৫), ০৫৪৬৬ (৫৫৪৬৬), ১৫৪৬৩, ১৫৪৬৪, ১৫৪৬৭, ১৫৪৬৮ এর বহির্ভাগে ভিনাইল র‍্যাপিং
এবি/৩	এডিভিটি-ইবিডব্লিউ-১৩০০৩০-২২-২ (এডভার্টাইজিং-ট্রেইন এক্সটেরিয়র (জানালার নিচে)	রেল নং. ১৫৪৮৩/১৫৪৮৪ এর বহির্ভাগে জানালার নিচে ভিনাইল র‍্যাপিং

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৪-২০২৩ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২১-০৪-২০২৩ তারিখে ১২.২০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

"আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রোড ওভার ব্রিজে বিজ্ঞাপনের অধিকার" এর জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রোড ওভার ব্রিজে বিজ্ঞাপনের অধিকারের জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নংঃ সি-এপি-ওওএইচ-আরওবি-এডি,** তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৩। **লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট)ঃ ২৪-০৪-২০২৩** তারিখে **১১.০০ ঘন্টায়; একক দরঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিনঃ** ১৮২৭;

ক্র নং.	লট নং./ শ্রেণী	লটের বর্ণনা
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এফএলকে-ওএইচ-১৯৪-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ৯৯ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/২	এডিভিটি-এপিডিজে-সিআরএক্স-ওএইচ-১৮৩-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ১৭৮ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/৩	এডিভিটি-এপিডিজে-কেওজে-ওএইচ-১৮৯-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি কোকরাঝাড়-এ বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/৪	এডিভিটি-এপিডিজে-পিকিউজেড-ওএইচ-১৯৭-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ১২৩ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/৫	এডিভিটি-এপিডিজে-পিকিউজেড-ওএইচ-১৯৯-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ১৩১ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/৬	এডিভিটি-এপিডিজে-এফকেএম-ওএইচ-১৮৭-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ২৭১ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/৭	এডিভিটি-এপিডিজে-এসএক্সএক্স-ওএইচ-১৯৩-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ৯৫ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/৮	এডিভিটি-এপিডিজে-এনবিএস-ওএইচ-২০০-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ১৫২ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/৯	এডিভিটি-এপিডিজে-এমডিটি-ওএইচ-২০৪-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ২২৮ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/১০	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএইচ-১৮৬-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ২৫৮ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/১১	এডিভিটি-এপিডিজে-বিএনভি-ওএইচ-১৮৫-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ১৮৬ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি
এএ/১২	এডিভিটি-এপিডিজে-এনওকিউ-ওএইচ-২০১-২২-১ (বিজ্ঞাপন - আউট অফ হোম)	আরওবি নং. ১৬২ এ এর বিজ্ঞাপন স্বত্তের চুক্তি

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৪-০৪-২০২৩ তারিখে **১৩.২০** ঘন্টা। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **টিকাঃ** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টলি-বলির টুকরো খবর

৭৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন মৃণাল সেনের ছবির নায়িকা উত্তরা

৭৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন অভিনেত্রী উত্তরা বাওকর। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পুণের এক হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি, সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বুধবার তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হল। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীরা। টেলিভিশনে জনপ্রিয় মুখ ছিলেন উত্তরা। অভিনয় করেছেন একাধিক হিন্দি এবং মরাঠি ছবিতেও। পর্দায় কাজ শুরুর আগে দীর্ঘ সময় থিয়েটার করেছেন উত্তরা। অধ্যাপনাও করেছেন বেশ কয়েক বছর। শ্যাম বেনেগলের 'যাত্রা' এবং গোবিন্দ নিহালনির 'তামস' দিয়ে তিনি টেলিভিশনে কেরিয়ার শুরু করেন। মৃণাল সেনের ছবি 'একদিন আচনক'-এ সেরা পার্শ্বচরিত্রের অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন উত্তরা। সে ছবিতে অধ্যাপকের স্ত্রীর চরিত্রে দর্শকের মন জয় করেছিলেন উত্তরা। ১৯৮৪ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির তরফেও

বিশেষ সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার কৃতী ছাত্রী ছিলেন। সেখানেই পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন উত্তরা। থিয়েটারের জগতেও নানা অবদান রেখে চলেন তিনি। পাশাপাশি কাজ করছেন ছবিতেও। 'রুক্মাবতী কি হাভেলি', 'দঘি', 'সর্দারি বেগম', 'বাস্তুপুরুষ' 'আজা নাচলে', 'ডর' প্রভৃতি ছবিতে উত্তরার অভিনয় তাঁকে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় করেছিল। তেমনই জনপ্রিয় হয়েছিল উত্তরা অভিনীত টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলি। সেই তালিকায় রয়েছে, 'উড়ান', 'অন্তরাল', 'রিশতে কোরা কাগজ'., 'জসসি জ্যায়সি কোই ন্যাহি' প্রভৃতি ধারাবাহিক। শেষমেশ ক্যানসারের কবলে থেমে গেল উত্তরার বিজয়রথ। তাঁর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন তাঁর পরিবার। শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন তাঁর ভাই ও বোন।

'আমার কিছুই হয়নি!' শুটিংয়ের সেটে বিস্ফোরণের খবর ভুয়ো, বললেন সঞ্জয় দত্ত

কিছুই হয়নি, সম্পূর্ণ সুস্থ তিনি! নিজমুখেই জানালেন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। বুধবার কন্নড় ছবি 'কেডি'র সেটে বোমা ফেটে তাঁর গুরুতর আহত হওয়ার খবর শিরোনামে এসেছিল। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন অনুরাগীরা। তবে সে খবর ভুয়ো, এমনই জানাচ্ছেন সঞ্জয় নিজে। তাঁর কথায়, এ ধরনের তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! বেঙ্গালুরুর আশপাশের অঞ্চলে চলছিল ছবির শুটিং। খবর রটেছিল, শুটিং চলাকালীন আচমকাই বিস্ফোরণে আহত হন অভিনেতা। তাঁর হাতে, কনুইয়ে ও মুখে চোট লেগেছিল বলেও জানা গিয়েছিল। এরপর নাকি ছবির শুটিং বন্ধ রাখা হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তে আতঙ্কের আবহে সঞ্জয় নিজেই শেষমেশ একটি বার্তা পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে। লেখেন, আমি আহত হয়েছি এমন প্রতিবেদন দেখছি চারদিকে। সবাইকে আশ্বস্ত করে বলি, এ খবর ভিত্তিহীন। কিছুই হয়নি। ভগবানের দয়ায় আমি একেবারে সুস্থ আছি। সঞ্জয় আরও জানান, 'কেডি'র শুটিংয়ে তাঁকে অতিরিক্ত যত্নে রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, আমার প্রতিটি দৃশ্য শুট করার সময় টিমের সবাই অধিক সতর্ক থাকে। অতএব কোনও চিন্তা নেই। যাঁরা আমার খোঁজ নিলেন, এত উতলা হয়ে পড়লেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ। 'কেডি' ছবির মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে পা রাখতে চলেছেন সঞ্জয় দত্ত। কন্নড় ছাড়াও তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও হিন্দি ভাষায় মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। ছবির জন্য একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছিলেন অভিনেতা। ফাইটমাস্টার রবি বর্মার উপস্থিতিতেই চলছিল শুটিং। তখনই বোমা বিস্ফোরণের খবর ছড়ায়। প্রায় চার দশক ধরে বলিউডে অ্যাকশন হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত। এর আগে দক্ষিণী ছবি 'কেজিএফঃ চ্যাপ্টার ১' ও 'কেজিএফঃ চ্যাপ্টার ২'-এ কাজ করেছেন সঞ্জয়। কর্মজীবনের দ্বিতীয় ইনিংসে খলচরিত্রের দিকে বেশি ঝুঁকছেন অভিনেতা। কন্নড় ছবি 'কেডি'-তে খলনায়ক হিসাবেই দেখা যেতে চলেছে সঞ্জুবাবাকে। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন 'মার্টিন' খ্যাত তারকা অভিনেতা ধ্রুব সারজা। ১৯৭০ সালে বেঙ্গালুরুতে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা অবলম্বনে বাঁধা হয়েছে ছবির চিত্রনাট্য।

সিনেমা-থিয়েটারের দ্বন্দ্ব নিয়ে সুমনের 'আজকের সাজাহান'

সময় তাকে ফেলে এগিয়ে গেছে। থিয়েটারের স্মৃতিতেই বন্দি হয়ে বাঁচে নাট্যকার কুঞ্জবিহারী। সঞ্চয় শেষ, পেট চলে না। তবু সে অঙ্গে তুলে নেয় সাজ, কস্টিউম। ঘরবন্দি কুঞ্জবিহারী একাই মহড়া দিয়ে চলে 'চন্দ্রগুপ্ত' থেকে 'ওথেলো'-র মতো পুরনো নাটকের। এমন আত্মবিস্মৃত চরিত্রকে নিয়েই সুমন মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক 'আজকের সাজাহান'। উৎপল দত্তের লেখা নাটকই নতুন করে সাজিয়েছেন সুমন। পুরনো সময়কে বদলে দিয়ে চরিত্রের গভীরেই ফুটিয়ে তুলছেন সমসাময়িক বাস্তব। যে বাস্তব নির্মম। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির মাঝেই সুমন বললেন, ''শাহজাহানের যে গতি হয়েছিল জীবনের শেষে, তারই সমান্তরালে অন্য আখ্যান উঠে আসে এই নাটকে। শাহজাহান পুত্রের হাতে বন্দি ছিলেন কারাগারে। এখানে কুঞ্জবিহারীর বন্দিত্ব মানসিক।'' সেই বন্দিদশা ঘুচবে কি? এক সময়ে থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা ছিল কুঞ্জবিহারী। সেরা সময় পেরিয়ে এসে এখন সে অতীত নিয়ে বাঁচে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেই তার বেঁচে থাকা। স্মৃতিনির্ভর একলার জগতের অধীশ্বর 'আজকের সাজাহান', কুঞ্জবিহারী। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন শঙ্কর চক্রবর্তী। সিরিয়াল নিয়েই তিনি ব্যস্ত থেকেছেন গত প্রায় ১৭ বছর। সুমনের অনুরোধে সাজাহান হয়ে মঞ্চে ফিরছেন তিনি। তার উপর, উপল দত্তের নাটক! সেই উচ্ছ্বাস ধরা পড়ল তাঁর কণ্ঠে। শঙ্কর বললেন, ''উৎপল দত্তের সঙ্গে আমিও কাজ করতাম পিএলটি-তে। ১৯৮৫ সালে যখন পিএলটি-তে 'আজকের সাজাহান' মঞ্চস্থ হত, মূল চরিত্রটি করতেন উৎপল দত্ত নিজেই। আমি অবশ্য অভিনয় করিনি তখন, কাজ করতাম ব্যাকস্টেজে।'' কিন্তু দীর্ঘ দিন রিহার্সাল দেখেছেন। সব মুখস্থ। স্মৃতি হাতড়ে বললেন ''উৎপলদা চিরকুট পাঠাতেন বাড়িতে। এক দিন রিহার্সাল করে পরের দিন শো করে দিয়েছি এমনও হয়েছে। 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন' নাটকে রমাপ্রসাদ বণিকের জায়গায় দুটো শো করেছি এক দিনের নোটিসে। কেউ অনুপস্থিত হলে উৎপলদা হঠাৎ হঠাৎ বলতেন, 'করে দাও। আমাকে কেন জানি না ভরসা করতেন।'' শঙ্কর জানালেন, সেই নাটকের সহকারী পরিচালক ছিলেন সুমন মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''লালও (সুমন) যে এই ভরসাটা আমার উপরে রেখেছে, এ জন্য আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। ডিজাইনটাও অসাধারণ করেছে। কিছু সমসাময়িক প্রসঙ্গ এবং প্রযুক্তি এর মধ্যে ঢুকিয়েছে।'' ঘরবন্দি, স্মৃতিবন্দি নাট্যব্যক্তিত্ব কুঞ্জবিহারীর সামনে হঠাৎ ১ এক দিন নতুন দিগন্ত খুলে যায়। একটি ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে নবীন চলচ্চিত্র পরিচালক সুব্রত। সেই চরিত্রে অভিনয় করছেন ঋদ্ধি সেন। তাঁর মতে, 'আজকের সাজাহান'-এর সুর বাঁধা আছে একই শিল্পমাধ্যমের প্রতি দু'জন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির তফাতে। কুঞ্জবিহারীকে একটি রংচঙে ক্লাউনের চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তাব দেয় সুব্রত। সেই প্রস্তাবে শুরুতেই রাজি হয় না প্রবীণ কুঞ্জবিহারী। নাছোড় সুব্রতর জেদের কাছে শেষমেশ অবশ্য হার মেনে নেয় সে। এরপরই প্রকট হয় প্রবীণ আর নবীনের দ্বন্দ্ব। শুটিংয়ের সময় অভিনয়ের নতুন এবং পুরনো ধারা নিয়ে বিরোধ বাধে দুই প্রজন্মের। সিনেমা আর থিয়েটারের অভিনয়ের পদ্ধতি নিয়ে বচসার ফাঁকে ফুটে ওঠে দুই প্রজন্মের বোধের তফাত। পরিচালক সুব্রত সিনেমার প্রতিটি দৃশ্য বাস্তব করে তুলতে চায়। যে বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না অভিনেতা কুঞ্জবিহারীর ভাবনা। সিনেমার তাগিদে কোথাও নিষ্ঠুরতার পর্যায়েও পৌঁছে যায় বাস্তবতার নির্মাণ। শুটিংয়ের এক দৃশ্যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়তে হয় কুঞ্জবিহারীকে। তার পরই ভয়াবহ কাণ্ড! নতুন মোড় নেয় গল্প। তবু ঋদ্ধি তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে 'ভিলেন' বলছেন না। তাঁর কথায়, ''এই চরিত্রটা খলনায়কের চরিত্র নয়। দু'জন মানুষেরই নিজেদের মতো করে যুক্তি আছে। সেটা হলেই একটা নাটক জমে ওঠে।'' ঋদ্ধি জানালেন, পর্দা আর মঞ্চের ব্যবহারের চমৎকার মিশ্রণ আছে এই নাটকে। বাংলা নাটকে একইসঙ্গে এ ভাবে স্ক্রিন আর স্টেজের ব্যবহার এর আগে হয়েছে বলে তাঁর জানা নেই। ক্যামেরার কাজের দায়িত্ব সামলেছেন অভীক মুখোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে নাট্যমোদী দর্শককে এ বার অন্যরকম অভিজ্ঞতা দিতে চলেছে 'আজকের সাজাহান'। আগামী ১৫ এপ্রিল, নববর্ষে 'মুখোমুখি' নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হবে 'আজকের সাজাহান'। টান টান নাটকটি দেখতে হলে চলে আসতে হবে রবীন্দ্রসদনে। একই দিনে দুটি শো, দুপুর ২.৩০ এবং সন্ধ্যা ৬.৩০।

১৪.০৪.২০২৩ তারিখে মেট্রো রেল ছুটির বিশেষ পরিষেবা চালাবে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ ১৪.০৪.২০২৩ (শুক্রবার) তারিখে মেট্রো রেল ২৩৪ টি পরিষেবা চালাবে ডাঃ বিআর উপলক্ষ্যে ২৮৮টি পরিষেবার পরিবর্তে আম্বেদকরের জন্মদিন, কেন্দ্রীয় সরকার। এনআই আইনের অধীনে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম পরিষেবা শুরু হবে- ০৬.৫০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ। (পরিবর্তন নেই) ০৬.৫০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। (পরিবর্তন নেই) ০৬.৫৫ টায় দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নেই) ০৭.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) শেষ পরিষেবা শুরু হবে- ২১.২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ২১.৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ (কোন পরিবর্তন নেই) ২১.৩০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) ২১.৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই) গ্রীন লাইন (পূর্ব- পশ্চিম করিডোর) এবং পার্পল লাইনে (জোকা-তারাতলা) পরিষেবাগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের পণ্যগুলিকেও তৃতীয় লক্ষ্য হিসাবে কেন্দ্রায়িত করা উচিত ঃ সীতারমন

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বৃহস্পতিবার আমেরিকার ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফ-এর উন্নয়ন কমিটির বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। একাধিক টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, চলতি বছরে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের বেশি হওয়া সত্ত্বেও নতুন দিল্লি বিশ্ব অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জোর দিয়ে বলেছেন, বিশ্বব্যাঙ্ককে নিজস্ব ''দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব'' এবং ''চরম দারিদ্র্যের অবসান'' এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিস্থাপক এবং টেকসই পদ্ধতিতে ভাগ করা সমৃদ্ধির প্রচারের লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও পরামর্শ দেন, বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের পণ্যগুলিকেও তৃতীয় লক্ষ্য হিসাবে কেন্দ্রায়িত করা উচিত।

সাক্ষাৎ জিতেনরামের, বললেন এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই নেই

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার প্রধান জিতেনরাম মানঝি। বৃহস্পতিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছেন জিতেনরাম। বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসার সময় হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার প্রধান জিতেনরাম মানঝি বলেছেন, এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এদিন অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার প্রাক্কালে জিতেনরাম বলেছিলেন, বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, আমি তাঁর (কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ) সঙ্গে দেখা করব এবং বৈঠকের পর বিস্তারিত জানাব। বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসার সময় হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার প্রধান জিতেনরাম মানঝি বলেছেন, এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তাঁর কথায়, এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমি শপথ নিয়েছি, নীতীশ কুমারের সঙ্গেই থাকব। নীতীশ কুমারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সমস্ত গুণ রয়েছে। তিনি বিরোধী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উত্তরপ্রদেশে যাত্রীদের মাস্ক পরার আবেদন মেট্রো রেল কর্পোরেশনের

লখনউ, ১৩ এপ্রিল ঃ করোনা সংক্রমণ রুখতে মেট্রো যাত্রীদের মাস্ক পরার আবেদন জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ মেট্রো রেল কর্পোরেশন। উত্তরপ্রদেশ মেট্রো রেল কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুশীল কুমারের নির্দেশে জারি করা একটি আপীলে বলা হয়েছে, লখনউ এবং কানপুর মেট্রোতে ঢোকার আগে করোনা প্রতিরোধে মাস্ক দিয়ে নাক ও মুখ ভালোভাবে ঢেকে নিন। এছাড়া ঘনঘন হাত ধোয়া, স্যানিটাইজ করা, শারীরিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলতে হবে। আবেদনের পাশাপাশি মেট্রোতে যাতায়াতকারী যাত্রীদের ওপরও নজর রাখা হয়েছে। লখনউতে মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে মাস্ক পরার প্রবণতা বেড়েছে। বর্তমানে মেট্রো ট্রেনে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করে।

মুম্বই বিমানবন্দরে বোর্ডিং পাস অদল-বদল করার অভিযোগে দুই বিদেশি গ্রেফতার

মুম্বই, ১৩ এপ্রিল ঃ মুম্বই বিমানবন্দরে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের জন্য বোর্ডিং পাস অদল-বদল করার অভিযোগে দুই বিদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের একজন শ্রীলঙ্কান বংশোদ্ভূত এবং অন্যজন জার্মান বংশোদ্ভূত। বৃহস্পতিবার বিমানবন্দরে এক নিরাপত্তা আধিকারিক বলেছেন, লন্ডন এবং কাঠমান্ডুতে ভ্রমণের জন্য বোর্ডিং পাস অদলবদল করার অভিযোগে পুলিশ একজন শ্রীলঙ্কার এবং একজন জার্মান নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। সোমবার মুম্বই বিমানবন্দরে চেক করার সময় একজন জার্মান নাগরিকের পাসপোর্টে প্রস্থান স্ট্যাম্পটি জাল পাওয়া গেছে। এছাড়াও, পাসপোর্টে প্রস্থান টিকিটের নম্বর আলাদা ছিল। তাদের বোর্ডিং পাসের নম্বরও ছিল ভিন্ন। এরপর পুলিশ ওই জার্মান নাগরিকের বিরুদ্ধে তদন্ত করলে দেখা যায়, বিমানবন্দরের টয়লেটেই তিনি শ্রীলঙ্কা নাগরিকের কাছ থেকে বোর্ডিং পাস পরিবর্তন করেছিলেন। ইতিমধ্যে, শ্রীলঙ্কার নাগরিক একটি পরিবর্তিত বোর্ডিং পাস নিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছে, তাই পুলিশ শ্রীলঙ্কার নাগরিককে অবিলম্বে মুম্বাইতে পাঠানোর জন্য লন্ডন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে। এরপর লন্ডন বিমানবন্দর শ্রীলঙ্কা নাগরিককে মুম্বই পাঠায়। এরপর সাহার থানা পুলিশ অভিযুক্ত উভযের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করে।

রাহুলের সাজায় স্থগিতাদেশ নিয়ে ২০ এপ্রিল নির্দেশ জানাল সুরাটের আদালত

সুরাট, ১৩ এপ্রিল ঃ ফৌজদারি মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় দু'বছরের কারাদণ্ড হয়েছে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীর। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুরাটের সেশন কোর্টে আবেদন করেন তিনি। বৃহস্পতিবার আদালত জানিয়েছে, আগামী ২০ এপ্রিল এই নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হবে। ফলে রাহুলের কারাদণ্ডের সাজার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হল কি না, তা জানতে আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতেই হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মোদী পদবি বিতর্কিত মন্তব্য করেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। তাঁর বিরুদ্ধে গুজরাটের সুরাট আদালতে ফৌজদারি মানহানির মামলা দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক পূর্ণেশ মোদী। সেই মামলায় আদালত রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করে। তাঁকে দু'বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। দু'বছরের কারাদণ্ড হওয়ায় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে বাতিল হয়ে যায় রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ। তাঁকে সাংসদ হিসেবে পাওয়া সরকারি বাংলোও ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে জাতীয় রাজনীতি তোলপাড় হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। কংগ্রেসের দাবি, বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর দাবি, তিনি আদানি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় তাঁর সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে। আর বিজেপি বলছে, যা হয়েছে, আইন মেনেই হয়েছে। রাহুল গান্ধীকে শাস্তি দেওয়ার পরও একমাসের জন্য জামিন দিয়েছিল আদালত, যাতে তিনি উচ্চ আদালতে আবেদন করতে পারেন এই রায়ের বিরুদ্ধে। সেই মতো সুরাতের সেশন কোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি হয়। সেখানেই আদালত জানিয়ে দেয় যে রাহুলের সাজার উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে আগামী ২০ এপ্রিল নির্দেশ দেওয়া হবে।

নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের কাছে নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল ঃ কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে রোজগার মেলা। প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদী এদিন (১৩.০৪.২০২৩) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় রোজগার মেলায় ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের দেশব্যাপী ৪৫ টি স্থানে প্রায় ৭১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আওতাধীন খড়গপুর এবং রাঁচিতে রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জাতিকে বৈশাখীর শুভেচ্ছা জানান। তিনি নিয়োগপত্র প্রাপ্ত প্রার্থী ও তাদের পরিবারকে অভিনন্দন জানান। খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত রোজগার মেলায, রেল, ডাক, ব্যাঙ্ক, AIIMS, IIT ইত্যাদি সহ বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে বিভিন্ন পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের

মোট ২১২ টি নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা হয়েছিল। ডঃ সুভাষ সরকার, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, সরকার অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতের। শ্রী দিলীপ ঘোষ, এমপি, এম.এস. হাশমি, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, খড়্গপুর, এবং অধ্যাপক ভি কে তেওয়ারি, আইআইটি, খড়গপুরের পরিচালকও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাঁচিতে অনুষ্ঠিত রোজগার মেলায় ভারত সরকারের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা প্রধান অতিথি ছিলেন। দীপক প্রকাশ, এমপি, সি.পি. সিং বিধায়ক, সমরি লাল, বিধায়ক এবং প্রদীপ গুপ্ত, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, রাঁচিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, প্রতিরক্ষা, ডাক, জিএসআই, শিক্ষা, ইএসআইসি ইত্যাদির মতো বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগে রাঁচিতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মোট ২৭২ টি নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রদীপ গুপ্ত, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, রাঁচি বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান এবং নতুনদের অনুষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তরা। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগকারীরা ভারত সরকারের অধীনে বিভিন্ন পদপদে যোগদান করবেন যেমন ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, সিনিয়র বাণিজ্যিক কাম টিকিট ক্লার্ক, ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল, স্টেনোগ্রাফার, জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ডাক সহকারী, আয়কর পরিদর্শক, কর সহকারী, সিনিয়র ড্রাফটসম্যান, জেইসুপারভাইজার, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, নার্স, প্রবেশনারি অফিসার, পিএ, এমটিএস, অন্যান্যদের মধ্যে। রোজগার মেলা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং তরুণদের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য অর্থবহ সুযোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এনকাউন্টারে মারা গেল উত্তরপ্রদেশ-ত্রাস আতিকের ছেলে আসাদ

উত্তরপ্রদেশ, ১৩ এপ্রিল ঃ গ্যাংস্টার-পলিটিশিয়ান আতিক আহমেদের ছেলে আসাদের নাম অনেক দিন আগেই উঠে এসেছিল উমেশ পাল মার্ডার কেসে। আসাদের নামের ছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। তার মাথার দাম ঘোষিত হয়েছিল ৫ লাখ টাকা। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ঝাঁসিতে উত্তরপ্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গিয়েছে আসাদ এবং তার শাকরেদ গুলাম। গুলামের নামেও ছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। এই এনকাউন্টারে উত্তরপ্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের তরফে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা ডিএসপি নভেন্দু এবং বিমল। উত্তরপ্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের তরফে বিশেষ বিবৃতি দিয়ে এ কথা জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ দিয়েছেন উমেশ পালের মা শান্তি দেবী। আগামী দিনেও তিনি যেন দুষ্কৃতীকে শাস্তি দিয়ে এভাবে ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত করেন, এ কথাই জানিয়েছেন শান্তিদেবী। ২০০৫ সালের বিএসপি এমএলএ রাজু পাল হত্যার এক প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন উমেশ পাল। প্রয়াগরাজের ধূমনগঞ্জের বাড়ির বাইরে উমেশ পালকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। উমেশের স্ত্রী পুলিসে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগের সূত্রেই চলছিল তদন্ত। অভিযোগ ছিল আতিক তার ভাই আসরাফ, আসাদ ও গুলামের নামে। আসাদ ও গুলামকে খুঁজছিল পুলিস। আতিকের বিচার চলছিল। তাকে জেল থেকে কোর্টে হাজির করার ব্যাপারটি চলছিলই। আর আসাদ-গুলামের সন্ধানে তক্কে-তক্কে ছিল পুলিস। শেষ পর্যন্ত এনকাউন্টাকর ঘটে এবং মারা যায় আসাদ ও গুলাম।

মুঘল যুগ ও গান্ধীর পর, পাঠ্যপুস্তক থেকে মোছা হল আবুল কালাম আজাদের নাম

নয়াদিল্লি, ১৩ এপ্রিল ঃ মহাত্মা গান্ধীর পর এবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে বাদ দেওয়া হল দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর নাম। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর নির্দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর নামটি। এর আগে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গান্ধীর অবদান ও তাঁর হত্যার বিষয়টি বাদ দেওয়ায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। এবার বাদ পড়লেন আজাদও। বাদ দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার পরে কাশ্মীরে শর্তাধীন অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গও। জানা গিয়েছে, বইটির প্রথম অধ্যায় 'সংবিধান- কী ও কেন'-এ সংসদীয় কমিটির মৌলানা আজাদের নাম ছিল। সেই তথ্য বাদ দেওয়া হয়েছে। জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার প্যাটেল, বিআর আম্বেদকরের নাম থাকলেও পরিবর্তিত বাক্যে নেই আজাদের নাম। উল্লেখ্য, সংবিধান তৈরির প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে নতুন গণ পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আজাদ। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে তাঁর ষষ্ঠ বছরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনেও ছিলেন তিনি। বই থেকে বাদ পড়েছে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসও। বইয়ের দশম অধ্যায় 'সংবিধানের দর্শন' থেকে এই সংক্রান্ত একটি বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে মুছে গিয়েছে সংবিধানের ৩৭০ ধারাও। এর আগে গান্ধীর ইতিহাস ছাড়াও মুঘল অধ্যায় মোছাকে কেন্দ্র শিক্ষার গেরুয়াকরণের অভিযোগে বিতর্ক শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। তার মধ্যেই নতুন করে বিতর্ক বাড়ল মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম মোছাকে ঘিরে।

আজ মুক্তি পাচ্ছে সাকিব অভিনীত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

ঢাকা, ১৩ এপ্রিল ঃ বিশ্ব ক্রিকেটের এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ক্রিকেটের ২২ গজে যেমন রাজত্ব করেন তেমনি খেলার বাইরেও সপ্রতিভ। ব্যবসার জগ থেকে বিজ্ঞাপনের পর্দা সাকিব আছেন সর্বত্র। তাই তো তিনি হাসতে হাসতে বলতে পারেন, যে পারে সবই পারে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ক্রিকেটের এই পোস্টার বয় এবার নাম লিখিয়েছেন অভিনয়েও। চৈত্রের শেষদিনে তাই সাকিব আল হাসান হাজির হচ্ছেন ভক্ত-সমর্থকদের জন্য নতুন বছর ও ঈদের বিশেষ উপহার নিয়ে। আজ বৃহস্পতিবার মুক্তি পাচ্ছে সাকিব আল হাসান অভিনীত প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'অমলিন থাকুক প্রতিটি হাসি।' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের ভক্তদের সঙ্গে খবরটি শেয়ার করেছেন তিনি। এটি মূলত একটি মোবাইল ফোন কোম্পানির জন্য নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র। পবিত্র রমজান মাসের সংযম ও ত্যাগকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি।

সম্বলপুরে হিংসার ঘটনায় ১৪৪ ধারা জারি, আটক ৪০

সম্বলপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে বাইক মিছিলকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল ওড়িশার সম্বলপুর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। পাশাপাশি মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছে। হিংসার ঘটনায় বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত মোট ৪০ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এলাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, বুধবার হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে বাইক মিছিলের সময় হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পরে ওড়িশার সম্বলপুর জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছে। সম্বলপুরের পুলিশ সুপার বি গঙ্গাধর বলেছেন, মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৪০ জনকে আটক করা হয়েছে। তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এলাকায় টহল দেওয়া এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি সভাও করা হবে। এলাকায় ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের গুয়াহাটি, ডিমাপুর ও শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত রোজগার মেলা

মালিগাঁও, ১৩ এপ্রিল ঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে জাতীয় রোজগার মেলায় ভাষণ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও সংস্থায় নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় ৭১,০০০ নিয়োগপত্র বিতরণ করেন।সমগ্র দেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা ভারত সরকারের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রকে বিভিন্ন পজিসনপোস্টে যোগদান করবেন। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা কর্মযোগী প্রারম্ভ-এর মাধ্যমে নিজেদের প্রশিক্ষিত করার সুযোগ লাভ করবেন, যা বিভিন্ন সরকারি বিভাগে সমস্ত নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য একটি অনলাইন ওরিয়েন্টেশন কোর্স। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের সময় রোজগার মেলার সাথে দেশের ৪৫ টি স্থান সংযুক্ত হয়েছিল। জন সমাবেশে ভাষণ প্রদানের সময় প্রধানমন্ত্রী বৈশাখী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। নিয়োগপত্র লাভের জন্য প্রার্থীদের ও তাঁদের পরিবারবর্গকে তিনি অভিনন্দন জানান। উন্নত ভারতের সংকল্প অর্জনের উদ্দেশ্যে যুব সমাজের প্রতিভা ও শক্তির জন্য উপযুক্ত সুযোগ প্রদানে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৪র্থ 'রোজগার মেলা' গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি ও ডিমাপুরে অনুষ্ঠিত হয়। গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে গুয়াহাটির সাংসদ শ্রীমতি কুইন ওজা ও বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকদের উপস্থিতিতে নব নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ এবং আয়ুষ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামেশ্বর তেলি ডিমাপুরে প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের রাজ্য প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিশিথ প্রামাণিক শিলিগুড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রার্থীদের মধ্যে নিয়োগপত্র বিতরণ করেন। বিভিন্ন বিভাগে ৭১,০০০-এর অধিক নিয়োগপত্র অর্ডারের মধ্যে ৫০,০০০-এর অধিক রেলওয়ের, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২৮৯০ নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়। গুয়াহাটিতে ভাষণের সময় কেঃদ্রীয় মন্ত্রী নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত তরুণদের অভিনঃদন জানিয়ে আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করার জন্য তাঁদের নিষ্ঠার সাথে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানান। এছাড়া রোজগার মেলা আয়োজনের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকেও তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণ করার একটি পদক্ষেপ হলো এই রোজগার মেলা। রোজগার মেলা আরও নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং যুব সমাজের ক্ষমতায়ন ও তাদের জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের জন্য অর্থবহ সুযোগ প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান মেলা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৩ এপ্রিল ঃ পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং কালনা কলেজের সহযোগিতায় জেলা বিজ্ঞান মেলা উদ্বোধন হলো বৃহস্পতিবার। কালনা কলেজে আয়োজিত জেলা বিজ্ঞান মেলা চলবে ১৩ তারিখ থেকে আগামী ১৬ তারিখ পর্যন্ত। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর দেবী প্রসাদ দুয়ারী, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কার্যকরী সভাপতি সত্যজিৎ চক্রবর্তী, কালনার মহকুমা শাসক সুরেশ কুমার জগত, কালনা কলেজে প্রিন্সিপাল তাপস সামন্ত, শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস কুমার কার্যা সহ বিশিষ্টজনেরা। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা প্রসঙ্গে এদিন বৃহস্পতিবার বলতে গিয়ে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ দুয়ারী এ রাজ্যে বিজ্ঞানের পরিকাঠামো যে সেইভাবে নেই সেই বিষয়গুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন বিএসসি, এমএসসি পড়ে কি এ রাজ্যে চাকরি পাওয়া সম্ভব, সায়েন্স টেকনোলজিটির জন্য এ রাজ্যে কি হয়েছে! কিছুই না। পাশাপাশি ছাত্রদের কলেজে পড়তে এসে ছাত্র ইউনিয়ন নিয়ে মাতামাতি না করে, পড়াশোনা নিয়ে মনোনিবেশের কথা তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

নাবালিকা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ মায়াপুর থেকে উদ্ধার অপহৃত নাবালিকা স্কুল ছাত্রী। বুধবার বিকেলে মায়াপুর বামনপুকুর বাজার এলাকা থেকে অপহৃত এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর সিডব্লিউসি, এরপর দুপুরে গোপন জবানবন্দি গ্রহণের জন্য পেশ করা হয় নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, নবদ্বীপ ব্লকের মহিশ নগরী মায়াপুর-বামনপুকুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার বাসিন্দা বছর ষোলোর ওই নাবালিকা স্কুলছাত্রী গত ৫ এপ্রিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা খোঁজ চালাতে গিয়ে জানতে পারে, প্রতিবেশী এক যুবক তাদের নাবালিকা মেয়েকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। এরপর ৬ এপ্রিল নবদ্বীপ থানায় প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর পরিবার। তদন্ত নেমে বুধবার বিকেলে অপহৃত স্কুলছাত্রী নাবালিকাকে বামন পুকুর বাজার এলাকা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত যুবকের সন্ধান পায়নি পুলিশ। তার খোঁজ চালানো হচ্ছে বলে দাবী পুলিশের।

সেবা সপ্তাহ পালন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ এপ্রিল ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে সংকল্প বিজেপির সেবা সপ্তাহ পালন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হবিবপুর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সকালে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি পালন করা হয় হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী হাসপাতালে। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির পক্ষ থেকে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি করা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। তাই বৃহস্পতিবার সকাল বেলা সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে হবিবপুর ব্লকের বিজেপি পক্ষ থেকে বুলবুলচনডি গ্রামীন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফলমূল,জলের বোতল বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সেবা সপ্তাহ কর্মসূচি করা হয় বিজেপি পক্ষ থেকে। এদিন বুলবুলচন্ডী পার্টি অফিস থেকে একটি র‍্যালি করে বিভিন্ন এলাকায় পথ পরিক্রমা করে শেষে বুলবুলচন্ডী হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরন করে সেবা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর বিধানসভার বিধায়ক জুয়েল মুর্মু, জিপি-২ মন্ডল সভাপতি সঞ্জীব সরকার, জিপি-৫ মন্ডল সভাপতি পঞ্চানন বর্মন সহ অন্যান্যরা।

ঝাড়গ্রামে ফের হাতির হানায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৩ এপ্রিল ঃ ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা বাড়তে থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে বনদফতরের। বৃহস্পতিবার দুপুরে আবারও হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পাশাপাশি এক গৃহস্থের বাড়ির উঠনে বাঁধা থাকা অবস্থায় তিনটি গরুর উপর হামলা চালায়। তিনটা গরু হাতির হামলায় মারা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদা রেঞ্জের বিনপুর বীটের কুরকুটশোল এলাকায়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীনাথ সিং (৫৬) বাড়ি ওই গ্রামে। বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার রাতে পাঁচ থেকে সাতটি হাতির একটি দল বাঁকুড়া ডিভিশনের ফুলকুসমার দিক থেকে এসে বৃহস্পতিবার সকালে শিলদা রেঞ্জের বিনপুর বীটের কুরকুটশোল এলাকায় প্রবেশ করে। এদিন দুপুরে ওই ব্যক্তি মাঠে ছাগল নিয়ে চরাতে গিয়েছিলেন। ওই সময় শ্রীনাথ বাবুর পিছন দিক থেকে হাতিগুলি তার সামনে চলে এলে তিনি বুঝতে পারেননি। পরে হাতি দেখে দৌড়ে পালানোর সময় একটি হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর ভাবে আহত হন। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। অন্যদিকে এদিন সকালে ওই গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়ির উঠনে বাঁধা থাকা তিনটি গরুর উপর হামলা চালালে তিনটি গরু মারা যায় বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ওই এলাকার ৮ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো জঙ্গল নেই। যার ফলে হাতিগুলি গ্রাম সংলগ্ন ঝোপঝাড় এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। লোকালয়ের ঝোপঝাড় এলাকায় হাতিগুলি থাকার কারনে স্থানীয় মানুষজনেরা হাতিগুলিকে দেখার জন্য উত্ত্যক্ত করতে থাকে। যার ফলে হাতিগুলি আক্রমণাত্মক হয়ে গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার মাঠ, জমির উপর দাপিয়ে বেড়ায়। আর সেই শ্রীনাথ সিংকে সামনে পেয়ে তুলে আছাড় মারলে এই ঘটনাটি ঘটে। উল্লেখ্য বুধবার সকালে সাঁকরাইল বীটের বালিচাষার বীরডাঙা গ্রামে হাতির হানায় সঞ্জীব মাহাতো নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আবারও হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। এদিকে একের পর এক হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা বাড়তে থাকায় বনদফতরের উদাসনতার অভিযোগ তোলেন বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, এদিন সকালে লোকালয়ের পাশে হাতি চলে আসার পরেও বনদফতরের কর্মীরা হাতিগুলিকে গাইড করে রাখার কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। যদিও বনদফতরের দাবি হাতিগুলিকে বারে বারে উত্ত্যক্ত করছিলেন মানুষ। যার ফলে আক্রমণাত্মক হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। মানুষজনকে সচেতন করার জন্য বারে বারে ওই এলাকায় এদিন সকাল থেকে মাইকিং করে সচেতন করছিলেন বনকর্মীরা। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের ডিএফও শেখ ফরিদ বলেন, এদিন দুপুরে হাতির হানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তি পরিবারের হাতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দেওয়া হবে। হাতিগুলি যে এলাকায় রয়েছে তার আট কিলোমিটারের মধ্যে কোনো জঙ্গল না থাকায় হাতিগুলি গ্রাম সংলগ্ন ঝোপঝাড়ের মধ্যে রয়েছে। সন্ধ্যের পর হাতিগুলিকে ড্রাইভ করানো হবে।

নতুন স্ক্র্যাপ পলিসি চালু করতে চলেছে রাজ্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ এপ্রিল ঃ গ্রীন ট্রাইবুনাল নতুন নির্দেশ জারি করেছে পরিবেশে দূষণ রোধের জন্য ১৫ বছর পুরাতন গাড়ি বাতিল হতে চলেছে। এর জন্য রাজ্যে নতুন করে চালু হতে চলেছে স্ক্র্যাপ পলিসি। বিভিন্ন জায়গায় স্ক্র্যাপইয়ার্ড তৈরী হবে, এতে প্রচুর সংখ্যায় কর্মসংস্থান তৈরী হবে। সেই সঙ্গে স্ক্র্যাপ হওয়া গাড়ির জায়গায় নতুন পারমিট দেওয়া হবে এবং গাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থনীতি অনেকটা সচল হবে বলে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানে জেলা প্রশাসনের বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতে এসে জানালেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, পরিবহন দপ্তরের মুখ্যসচিব সৌমিত্র মোহন, পরিবহন ডিরেক্টর, জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা সহ জেলা পরিবহন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরা। পরিবহন মন্ত্রী আরও জানান, বাম আমলে আরটিও, এআরটিও অফিসগুলিতে দালাল চক্রের বার বাড়ন্তের বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে এই দালাল চক্র ভাঙতে একশো শতাংশ অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে ১৫৩টি অনলাইন সিস্টেম চালু হয়েছে যা গোটা দেশে কোন রাজ্যে নেই, এর ফলে মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে। এছাড়া গাড়ির রেজিস্ট্রেশন,গাড়ির পারমিট এবং রাস্তায় বৈধ নথিপত্র ছাড়া ও পরিবহন নিয়ম না মেনে চলার ক্ষেত্রে পরিবহন দপ্তরে মোটা টাকা আয় হয়। যা ২০২১-২২ তুলনায় ২০২২-২৩ সালের আর্থিক বছরে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বেশি আয় হয়েছে বলে দাবী মন্ত্রীর। এদিন তিনি আরও বলেন, পলিউশন চেক করার জন্যও নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে। যাতে সব জায়গাতেই পলিউশন অ্যাকিউরেসি একই থাকবে। পাশাপাশি সমস্ত সরকারি বাসের ক্ষেত্রে ফিটনেস সার্টিফিকেট সহ সমস্ত কাগজপত্র আপ টু ডেট করতে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। এছাড়াও বেআইনি গাড়ির মুভমেন্ট রুখতে এনফোর্সমেন্ট টিমকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি তিনি আরও জানান, গত আর্থিক বর্ষের তুলনায় এই আর্থিক বর্ষে সাতশো কোটি টাকা বেশি আয় হয়েছে। এদিন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসকের দপ্তরে একটি বৈঠকে যোগ দিতে বর্ধমানে আসেন মন্ত্রী।

জমি জটে বাতিল হল ঢালাই রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৩ এপ্রিল ঃ একই রাস্তার ওপর শ্মশান ও কবরস্থান। তার ওপর রয়েছে মন্দির। যেখানে বাউল মেলা বসে। রয়েছে দুই সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ। রাজ্যজুড়ে যখন পথশ্রী প্রকল্পে পাকা রাস্তা তৈরীর স্বপ্ন দেখাচ্ছে। তখন জমি জটে টেন্ডার হয়েও বাতিল হল কংক্রিটের রাস্তা তৈরীর কাজ। আর তাতেই বেজায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এমনই নজিরবিহীন চিত্র ধরা পড়ল কাঁকসার সিলামপুরের শিবতলা যাওয়ার রাস্তা। কাঁকসার দামোদর নদ তীরবর্তি ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ সিলামপুর গ্রাম। নানান ইতিহাস জড়িয়ে এই গ্রামে। কথিত আছে সেলিম খান যখন বর্ধমানে যুদ্ধ করে নূরজাহানকে নিয়ে যান, তখন এখানে তাঁবু বানিয়ে ছিলেন। তার নাম অনুসারে সেলিমপুর নাম হয়। এবং সেলিমপুর পরগণা ছিল। সেলিমপুর থেকে পরবর্তীকালে সিলামপুর হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে চাষ হওয়া নীল নিয়ে যাওয়ার চ্যানেল ও স্টেশন ছিল। এখনও নিলকুঠী নামও রয়েছে। যদিও আদি গ্রাম দামোদরের গ্রাসে চলে গেছে। নদীর তীরে নতুন করে বাইরে থেকে লোক এসে বাস করছে। চাষবাসও করছে। বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে ক্রমশ ভাঙনের মুখে গ্রাম। আশঙ্কা একদিন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে আস্ত গ্রামটা। এই গ্রামের দমোদর তীরবর্তি রয়েছে কেঁদুলি শিবতলা। সেখানে রয়েছে মহাশ্মশান। শিবরাত্রি ও পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। মহা ধুমধামের সঙ্গে গাজনও হয়। এছাড়াও শ্মশানে যাওয়ার আগে রয়েছে কবরস্থান। অর্থাৎ একই রাস্তার ওপর রয়েছে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের অন্তোষ্টিক্রিয়ার স্থান। আর তাই দুই সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। গুরুত্বপূর্ন ওই রাস্তার প্রায় ৫০০ মিটার এখনও মাটির। বর্ষায় বেহাল হয়ে পড়ে। ফলে সমস্যা পড়তে হয় গ্রামবাসীদের। বছর কয়েক আগে রাস্তাটি এমজিএনআরইজিএস প্রকল্পে কংক্রিট করার উদ্যোগ নেয় স্থানীয় আমলাজোড়া পঞ্চায়েত। সেই মতো টেন্ডারও হয়। কিন্তু, সমস্যা দেখা দেয় রাস্তার জমিতে। বৈধ রাস্তা খুঁজতে গিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ ওঠে বর্তমান চলাচলের রাস্তাটি সরকারি রাস্তা নয়। আর তাতে কোন জমির ওপর রাস্তা কংক্রিট হবে, তাই নিয়ে বিস্তর বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এমনকি এলাকার সুষ্ঠ সামাজিক সম্প্রিতীর বাতাবরন নষ্ট হয় হওয়ার উপক্রম হয়। আর ওই জমি জটিলতায় বছর খানেক থমকে যায় পাকা রাস্তা নির্মানের কাজ। শেষ পর্যন্ত টেন্ডার প্রক্রিয়াটি বাতিল করে আমলাজোড়া পঞ্চায়েত। খাদিম পাড়া ষোলোআনা কমিটির সম্পাদক মতিউর রহমান খান বলেন, রাস্তাটি দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপুর্ন। তাই সম্প্রীতি বজায় রেখে সুষ্ঠ মিমাংসা করে রাস্তাটি কংক্রিট করা হোক।

ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৩ এপ্রিল ঃ ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড তুলে দিয়ে জেলায় নয়া দিশা তুলে ধরলো জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার মহম্মদ বাজার ব্লকের পাঁচ যুবক যুবতীর হাতে এই ক্রেডিট কার্ড তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, দুয়ারে সরকারে এই যুবক-যুবতীরা তাঁদের স্কীম জমা দেন। বৃহস্পতিবার প্যাটেলনগরে মহম্মদবাজার ব্লক অফিসে উপভোক্তাদের হাতে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এই কার্ড তুলে দেওয়া হয়। জেলা শাসক বিধান রায় ও সাঁইথিয়া বিধায়ক নীলাবতী সাহা উপভোক্তাদের হাতে এই ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড তুলে দেন। যাঁদের হাতে এই কার্ড তুলে দেওয়া হয় তাঁরা হলেন মহম্মদ বাজার ব্লকের লাখি বাগদি, বিভাস মারিয়া, অভিজিৎ দাস, অচিন্ত্য মাল ও প্রদীপ দাস। মহম্মদ বাজার পঞ্চায়েতের চিল্লা গ্রামের বাসিন্দা লাখি বাগদি ছাগল প্রতিপালনের জন্য ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের জন্য আবেদন করেন। এই কাজে তাঁর স্বামী বিজয় বাগদী সাহায্য করেন। লাখি বাগদির বাবা বিকাশ বাগদি জানান, তাঁর মেয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে। বাড়িতে দুই একটা ছাগল প্রতিপালন করছিল। এবার সরকারি প্রকল্পের কথা শুনে দুয়ারে সরকারে আবেদন করে। লাখি বাগদি জানান, এই প্রকল্পে দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশো টাকা তাঁকে দেওয়া হবে। প্রকল্পে বাৎসরিক আয় হবে তিন লক্ষ ষাট হাজার। খুবই লাভ দায়ক। মূলত দেশি বিদেশি ছাগল প্রতিপালন করে মাংস উৎপাদন মূলক এই ব্যবসায় এক দিগন্ত খুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসক বিধান রায় জানান, সম্ভবত রাজ্যের মধ্যে এই ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প শুরু হলো বীরভূমে।

প্যাঙ্গোলিন-সহ ধৃত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ এপ্রিল ঃ জানা গেছে বুধবার সন্ধ্যায় দুই ব্যক্তি একটি বিলুপ্তপ্রায় প্যাঙ্গোলিন নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির জলপাইমোড় এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিলো। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৈকুন্ঠপুর ফরেস্ট ডিভিশনের বেলাকোবা বনদপ্তরের কর্মীরা ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে তাদের কাছ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে বিলুপ্তপ্রায় ঐ প্যাঙ্গোলিন।।এর পরেই ২ জনকে গ্রেফতার করে বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা।ধৃতদের নাম নন্দু মুখিয়া ও অমৃত প্রধান। দু'জনই দার্জিলিংয়ে বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জানা গেছে, সেগুলো নেপালে পাচারের উদ্দেশ্য ছিল।

শিক্ষকদের তালাবন্দী করে বিক্ষোভ

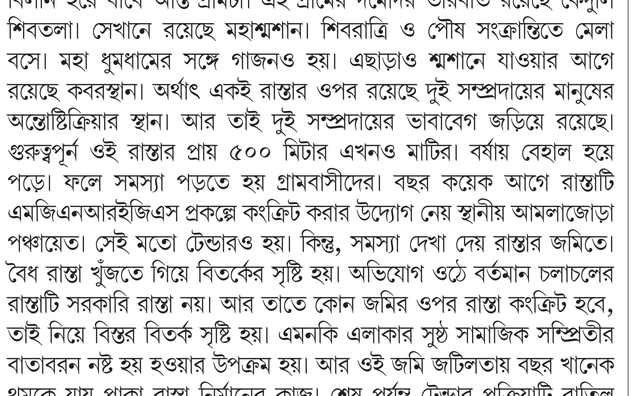

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ এপ্রিল ঃ অনিয়মিত মিড ডে মিল সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুল শিক্ষকদের তালা বন্ধ করল গ্রামবাসী। অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষিকা। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। শাসকদলের নাম করে গ্রামবাসীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠলো মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার মীরপাড়া তাঁতিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই মীরপাড়া তাঁতিপাড়া বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলে অনিয়ম চলছে। নিয়মিত মিড ডে মিল রান্না হয় না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জু সাহার বাড়িতে মিড ডে মিল রান্না করা হয়। স্কুলে পানীয় জলের কোন উৎস নেই। শিক্ষক-শিক্ষিকা বা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন আলাদা টয়লেট নেই। পাশের ফুলহর নদীতে গিয়ে খাবার থালা-বাসন ধুতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জু সাহাকে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করলে মঞ্জু সাহা নিজেকে তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা বলে উল্টে গ্রামবাসীদেরই হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে মঞ্জু সাহা ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য। এদিকে এই সমস্ত অভিযোগ তুলে গ্রামবাসী স্কুলে উপস্থিত শিক্ষকদের অফিস ঘরে তালা বন্দী করে দেয়। যদিও মঞ্জু সাহা আজও স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি ওই স্কুলের সহ-শিক্ষকদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই তারা স্কুলের বিভিন্ন ফাণ্ড স্কুলের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য প্রধান শিক্ষিকাকে বলে আসছিলেন কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনেননি। এদিকে এই বিষয়ে মঞ্জু সাহাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করতে নারাজ। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও বিজয় গিরি সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১৩ এপ্রিল ঃ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিশ্বভারতী। তাই, অমর্ত্য সেনের অনুপস্থিতিতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ প্রতীচী বাড়ি ও সংলগ্ন বসত জমি যাতে বিশ্বভারতী দখলে নিতে না পারে তার জন্য বোলপুর মহকুমা শাসকের আদালতে মামলা দায়ের করলেন নোবেলজয়ীর প্রতিনিধি। আবেদন পেয়েই তৎক্ষণাৎ পুলিশকে 'শান্তি রক্ষার' নির্দেশ দিলেন মহকুমা শাসক। তার প্রেক্ষিতে মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্তিনিকেতন থানার ওসিকে অমর্ত্য সেনের বাড়ির চত্বরে শান্তি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি, এই সংক্রান্ত রিপোর্ট বোলপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেওয়ার নির্দেশও ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বিদেশে রয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ 'প্রতীচী' বাড়ির জমি দখল নিতে না পারে, তার জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করে বৃহস্পতিবার বোলপুর মহকুমা শাসকের আদালতে আবেদন করা হয়। গত ১৫ মার্চ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে নোটিশ পাঠিয়ে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করে। 'সরকারি' জমি দখলের অভিযোগকে হাতিয়ার করে ১৩ ডেসিমেল জমির দখল নিতে তৎপর হয় বিশ্বভারতী। উচ্ছেদের প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসারে অমর্ত্য সেনকে বা তার প্রতিনিধিকে সশরীরে হাজির হবার জন্য বলা হয়। কিন্তু নোবেলজয়ী বর্তমানে বিদেশে আছেন। তাই দু'দফায় চিঠি দিয়ে তিন মাস সময় চান অমর্ত্য সেনের আইনজীবী। তবুও বিশ্বভারতী অতিরিক্ত সময় দিতে চায় নি। ফলে বিশ্বভারতী দেওয়া সময়সীমা শেষ হচ্ছে ১৩ এপ্রিল। এই অবস্থায় উচ্ছেদের আশঙ্কা থেকেই মহকুমা শাসকের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দ্বারস্থ হন অমর্ত্য বাবুর প্রতিনিধি গীতিকণ্ঠ মজুমদার। ১৪৫ সিআরপিসি অনুযায়ী বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথের আদালতে আবেদন করেন অমর্ত্য সেনের বাড়ির দেখভালের দায়িত্বে থাকা প্রতিনিধি গীতিকন্ঠ মজুমদার। সুরুলের বাসিন্দা গীতিকন্ঠ বাবুর আবেদনের ভিত্তিতে যত দিন না মামলার নিস্পত্তি হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অমর্ত্য সেনের বাড়ি চত্বরে যাতে কোনরূপ শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয় তারজন্য শান্তিনিকেতন থানার ওসিকে নির্দেশ দিলেন বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ। এমনকি, ওসিকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশিকার প্রতিলিপি বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকেও পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের এই নির্দেশ থেকে পরিস্কার যে, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অমর্ত্য সেনের অনুপস্থিতিতে তাঁর 'প্রতীচী' বাড়িতে কোন রকম মাপজোক করতে পারবে না। এমন কি জমি দখল নিতেও পারবে না।

আগুনে শেষ সর্বস্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ এপ্রিল ঃ বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই তিন ভাইয়ের বসত বাড়ি, নগদ টাকা,রইল না খড়কুটোটুকুও। কান্নায় ভেঙে পড়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডীপুরা গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চন্ডীপুরা গ্রামের বাসিন্দা আশিক মস্তান, মনির খান ও ইসাক খান। আশিক মস্তানের রান্নার ঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক অনুমান। আগুনে হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, নগদ টাকা, খাদ্য শস্য ও অলঙ্কার সপ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন দুপুরে আশিক মস্তানের বাড়িতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখে স্থানীয় ব্যক্তিরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। আগুনের লেলিহান শিখা এতোটাই তীব্র ছিল যে আগুন নেভাতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যায় স্থানীয়দের। ফোন করা হয় দমকল অফিসে। ঘন্টাখানেক পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছায়। ইতিমধ্যে আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত আশিক মস্তান জানান, তিনি এই সময় কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন। আগুন কিভাবে লেগেছে তা তিনি সঠিক বলতে পারছেন। তবে তার পড়নের কাপড় ছাড়া আগুনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুধবার ব্যাঙ্ক থেকে তিনি বাড়ি তৈরি করার জন্য ৫০ হাজার টাকা তুলে এনেছিলেন সেটিও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জানা গেছে ক্ষতিগ্রস্ত আশিক মস্তান পেশায় একজন সাপুড়ে এবং মনির খান ও ইসাক খান পরিযায়ী শ্রমিক। তাদের বাস্তুভিটা ছাড়া এক ছটাক জমি নেই। আগুনে সর্বস্বান্ত হয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাই নিয়েছে তিনি ভাইয়ের পরিবার।

শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ এপ্রিল ঃ এক শ্রমিকের রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার বড়জোড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম সুজিত সিকদার (২৫)। বাড়ি নদীয়া জেলার ভীমপুর থানার বসন্ত নগরে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি। তিনি বলেন, পুলিশকে মৃত্যুর সঠিক তদন্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে। মৃতের সহকর্মীরা জানিয়েছে, বুধবার রাতে তাকে মেসের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তারাই উদ্ধার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এদিন মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এমপি কাপ খেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ এপ্রিল ঃ ৮ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল পাঁচদিন ব্যাপী জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত প্রথম এমপি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল রাজগঞ্জ দল। বুধবার বিকেলে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় জলপাইগুড়িকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজগঞ্জ। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় সহ বিএসএফের বিভিন্ন আধিকারিকরা। প্রথম এমপি কাপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভলি ও ফুটবল দুই ধরনের খেলার আয়োজন করা হয়। ভলি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে মিলন সঙ্ঘ ময়দানে।

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1.Name of Work: "Implementation of Video Conferencing System and Allied Infrastructure for Conference Hall of West Bengal Clinical Establishment Regulatory Commission at Standard Building, 1st Floor, 32 BBD Bag, Kolkata-700001. **[Job No: KIT/RW/006 of 23-24]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-007/T/23-24. Tender ID: 2023_WBPWD_512142_1** Bid Submission Closing : **20.04.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
সিপিএম/জিএসইউ/এইচডবলুএইচ-এর অধীনে ই-টেন্ডার নং ১৩_২০২২-২৩,-এর বন্ধের তারিখ প্রযুক্তিগত কারণে ২৬.০৪.২০২৩ থেকে বর্ধিত করে **০৩.০৫.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টায়** করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত কারণে সিপিএম/জিএসইউ/এইচডবলুএইচ-এর অধীনে ই-টেন্ডার নং ১৩_২০২২-২৩ এর শিডিউল ই-এর আইটেম নং ০২১ পরিবর্তন করা হয়েছে; ই-টেন্ডার নং ১৩_২০২২-২৩ এর শিডিউল ই-এর আইটেম নং ০২২, ০২৩, ০২৪ নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ই-টেন্ডার নং ১৩_২০২২-২৩ এর শিডিউল I এর আইটেম নং ০৯৭, ০৯৮, ০৯৯ এবং ১০০ বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত টেন্ডারের অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। HWH-12/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভ্যাপি সিকিউরিটিজ প্রা.লি.
রেজি অফিস ঃ পোদ্দার কোর্ট, ১৮, রবীন্দ্র সরণী, ৪ ফ্লোর, রুম নং. ৪০১, গেট-১, কলকাতা ৭০০০০১
CIN: U51505WB1998 PTC087917
Email Id: vappysecurities@gmail.com
পাবলিক নোটিস
অনুসারী হিসাবে সার্কুলার নং. ডিএনবিআর (পিডি) সিসি.নং. ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ জারি করেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ০৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখে সংশোধনী সময় সময়, এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, ১) শ্রী যশ জৈন (DIN: 03123966) নিবাস ২৬, লি রোড, লি রেসিডেন্সি, ৯ ফ্লোর, থানা-ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ যার পেশা-ব্যবসা, ২) শ্রী অর্পিত জৈন (DIN: 01796019) নিবাস ২৬, লি রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট নং. ৯, লি রোড, এল.আর. সরণী, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ যার পেশা-ব্যবসা, তাদের সহযোগী সহকারে এবং নিযুক্ত হয়েছেন ডিরেক্টর হিসাবে প্রশাসন পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) দ্বারা যার লেটার নং. ডিএনবিএস.আরও.কোল নং. এস২৯০৩/০৮.৪০০/২০২২-২৩ তারিখ ৩১ মার্চ,২০২৩ (এরপর উল্লেখ হবে ''অধিগ্রহণকারী'' হিসাবে) বর্তমান পরিচালকদের সাথে ব্যবস্থাপনার মালিকানা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে মে. ভ্যাপি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফাইনান্স কোম্পানি (এরপর উল্লেখ হবে ''কোম্পানি'' হিসাবে)-এর থেকে যার রেজিস্টার অফিস পোদ্দার কোর্ট, ১৮ রবীন্দ্র সরণী, ৪ ফ্লোর, রুম নং. ৪০১, গেট-১, কলকাতা ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ। পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল একত্রীকরণ এবং কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা।
প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের দ্বারা যার আগ্রহ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন যেকোন ব্যক্তি উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অধিগ্রহণকারী, বিক্রেতা বা কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন, সুপারভিশন বিভাগ (ডিওএস), ১৫, এন.এস. রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।
অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং উপরোক্ত নামের বিক্রেতাদের তরফে।
স্থান ঃ কলকাতা — বোর্ডের আদেশানুসারে
তারিখ ঃ ০৮-০৪-২০২৩ — স্বা /-
ভ্যাপি সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporay high speed internet service during the programme to be attend by the VVIP's at Burhani Masjid, 16/F, Dr Syedna Mohammed Burhanuddin Road, Kolkata on 17-04-2023" **[Job No. KIT/RW/007 of 23-24]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-007/KIT/Q of 23-24). Bid Submission Closing : 15.04.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

Office of the Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat
Gaighata, North 24PGS
NIT No.: Icha-I/107/2023-24,
ID: 2023_ZPHD_511655_1 & 2, Dated: 13/04/2023
NIT No.: Icha-I/108/2023-24,
ID: 2023_ZPHD_511994_1 & 2, Dated: 13/04/2023
Tender is invited through online from the experienced and resourceful bidders for execution of the work of Construction of black top road and road with concrete at different places. Document downloading from **13/04/2023.** Date of Opening of Tender (online) **24/04/2023 at 11 am.** For details please visit **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat

চন্দনপুর লোকাল বাতিল
চন্দনপুর আপ কমন ল্যুপ উপলব্ধ না থাকার কারণে নিম্নলিখিত **হাওড়া-চন্দনপুর-হাওড়া** লোকালগুলি **১৬.০৪.২০২৩ থেকে ২৩.০৪.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত** পুনরায় বাতিল থাকবে। **হাওড়া থেকে:** ৩৬০৩১, ৩৬০৩৩, ৩৬০৩৫ ও ৩৬০৩৭। **চন্দনপুর থেকে :** ৩৬০৩২, ৩৬০৩৪, ৩৬০৩৬ ও ৩৬০৩৮। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIET No: WB/HZP/BAG-I/NIET-03/2023-24 dated: 10.04.2023 & NIET No: WB/HZP/BAG-I/NIET-04/2023-24 dated: 12.04.2023
An e-tender notice regarding 3 Nos Construction of concrete road & Guard Wall under Bagnan-I Dev Block area, has been published as per NIET referred above. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of Bagnan-I P. Samity.
Sd/- Block Dev. Officer
Bagnan-I Development Block
Bagnan, Howrah

Office of the Pradhan
Polgustia Gram Panchayat
Under Jagatballavpur Development Block, Dist-Howrah
Invited E-Tender Notice. List of Tenders: **1) NIT No:- 022/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 2) NIT No:- 023/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 3) NIT No:- 024/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 4) NIT No:- 025/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 5) NIT No:- 026/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 6) NIT No:- 027/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 7) NIT No:- 028/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 8) NIT No:- 029/POL/E-TENDER/15th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 9) NIT No:- 030/POL/E-TENDER/15th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, 10) NIT No:- 031/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2023-24 Sl. No:-01, Dated:- 13/04/2023.** Bid submission date: **14/04/2023 from 10.30 pm** to End Bid submission Date **20/04/23 at 4.00 PM.** For all above NIT.
Sd/- Prodhan
Polgustia Gram Panchayat
Polgustia, Howrah

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH JHAPRA II GRAM PANCHAYAT
VILL.+PO.: FUSRABAID, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No.: 2001/JJIIGP/2023 dt. 13/04/2023
NITe No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-IIGP/NIT(e)-01/2023-24
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Download/Sale: **from 13/04/2023 5 pm to 20/04/2023 5 pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: **from 13/04/2023 5 pm to 20/04/2023 5 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **24/04/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as abovementioned website.
Sd/- Pradhan
Jabarrah Jhapra II Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 53/EO, Singur Dated:- 13.04.2023,** for Construction of 2 Nos. "Concrete Road" & Installation of 2 Nos. "Solar High Mast Light" within Singur Panchayat Samity, Hooghly. Last date for the online Bid submission is **20/04/2023 up to 06:55 pm.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:- 2023_ZPHD_511800_1 to 4).**
Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-33/2022-23
of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 06(Six) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID: 2023_DM_507272_1 to 2023_DM_507272_6.** Document download/sell starting from **10.04.2023 up to 19.04.2023 4.00 PM.** Bid submission starting from **10.04.2023 up to 19.04.2023 at 4:00 pm.** And Opening on **21.04.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the Share Certificate No(s) 407137 and 410960 for **6720** Shares bearing distinctive nos 407758433 to 407763232 and 1095852152 to 1095854071 of **Berger Paints India Limited** having its registered office at Berger House, 129 Park Street, Kolkata, West Bengal, 700017 registered in the name of **Anil Gulwani** have been lost.
I, Sukhada Sukhanand Kelkar have now applied to the Company for issue of duplicate share certificates in lieu of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate share certificates in lieu of said original share certificates, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, CB Management Services (P) Ltd., P -22, Bondel Road, Kolkata – 700019, in writing, within 15 days from the date of publication of this notice.
Date :14th April 2023
Place : Kolkatta
Name & Address of the Legal Heir
Name: Sukhada Sukhanand Kelkar
Address: 5/3 Jai Trimurti CHS
Old Mumbai Pune Road, Kalwa West,
Thane Maharashtra 400605

মাঠের মধ্যেই ব্যথায় কাতরাচ্ছেন ধোনি!

এমন ছবি দেখাই যায় না, কাঁদছেন এমএসডি ভক্তরা

চেন্নাই, ১৩ এপ্রিলঃ আইপিএল ২০২৩-এ রাজস্থান রয়্যালস এবং চেন্নাই সুপার কিংসের মধ্যে ম্যাচে এম এস ধোনিকে দেখা গেল যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। শেষ পর্যন্ত চেন্নাই এই ম্যাচে তিন রানে হেরেছে। মাঠের মধ্যেই ব্যথায় ছটফট করছিলেন ধোনি। তাঁকে রান নেওয়ার সময় খোঁড়াতেও দেখা গেল। একটি ভিডিও চেন্নাই সুপার কিংস শেয়ার করেছে। সেটি ভাইরাল হচ্ছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ধোনি মাঠ থেকে ড্রেসিং রুমে যাওয়ার সময় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। ভক্তরা তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়কে ব্যথায় কাতরাতে দেখে খুবই হতাশ হয়েছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন সবাই। এক ভক্ত লিখেছেন, নিজের যত্ন নিন। আরেক ভক্ত লিখেছেন, 'আমাদের জন্য ব্যথা নিয়েও খেললেন। এটাই ধোনি।' রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ধোনি দুরন্ত পারফর্ম করেও দলকে জেতাতে পারেননি। ১৮৮.২৪ স্ট্রাইক রেটে ৩২ রান করেন তিনি। মাহি এদিন তিনটে ছক্কা এবং একটি বাউন্ডারি মারেন। ধোনি এক মাস ধরে চোট নিয়েই খেলছেন। তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট রয়েছে। তার উপর ডাইভ দিয়ে একই জায়গায় ফের চোট পান তিনি। চেন্নাই কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং জানিয়েছেন, ধোনির চোট নিয়ে তাঁরা উদ্বেগে রয়েছেন। ধোনি ছাড়া চেন্নাইয়ের আরও তিনজন ক্রিকেটার চোটের কবলে। ফলে চিন্তা বাড়ছে সিএসকে-র। ধোনির চোট কতটা গুরুতর তা নিয়ে এখনও কোনও আপডেট নেই। তবে ধোনি পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

কেকেআর খেলার সুযোগ দিলে লিটন পুরো চমকে দেবে! জানিয়ে দিলেন সাকিব

ঢাকা, ১৩ এপ্রিলঃ মাঠ এবং মাঠের বাইরে লিটন দাসের গুরু তিনি। আজকের লিটন দাস হয়ে ওঠার পেছনে শাকিব আল হাসানের অবদান অনেকটা। গত এক বছরে লিটন যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ক্রিকেট খেলছেন তার পেছনে শাকিবের অবদান আছে। তিনি এবার আইপিএলে নেই। থাকলে লিটন দাসের সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে একসাথে খেলতেন। হয়ত একরুম শেয়ার করতেন। টিম বাসে একসাথে যেতেন। একত্রে লাঞ্চ-ডিনার সারতেন। দেশের বাইরে আইপিএলকে ঘিরে একটা অন্যরকম রোমাঞ্চকর সময় কাটাতেন সকিব আর লিটন। সাকিব নেই। কেকেআর শিবিরে একা লিটন। শুধু তার ভক্ত ও সমর্থকরা নন। গোটা বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে এই স্টাইলিশ ব্যাটারের দিকে। অনেকেরই প্রত্যাশা সুযোগ পেলে লিটন ভাল করবেন। সফল হবেন। রান পাবেন। এর পক্ষে যুক্তি, লিটনের স্কিল, ব্যাটিং টেকনিক, উইকেটের চারিদিকে শটস খেলার দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রচুর। লিটনকে নিয়ে অনেক আশা সাকিবের। তিনি বিশ্বাস করেন, আইপিএলে সফল হওয়ার পর্যাপ্ত সামর্থ্য আছে লিটনের। শুধু জায়গামত নিজের সামর্থ্যের প্রয়োগ ঘটাতে পারলেই তার ব্যাট কথা বলবে। সাকিবকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি লিটনকে কোন পরামর্শ বা টিপস দিয়েছেন? সাকিবের জবাব, ''কোনও পরামর্শ দেইনি। এ বিষয়ে কোনো কথাও হয়নি। তবে আমি নিশ্চিত লিটন এখন অনেক অভিজ্ঞ। ওখানে গিয়ে ওর যে অভিজ্ঞতা হবে, সেটি বিশ্বকাপে কাজে লাগবে। একই সঙ্গে ও যদি সুযোগ পায়, আমি চাইবো ও যেন উপভোগ করে, এটা চাপ হিসেবে না নিয়ে যদি উপভোগ করতে পারে, ওর মতো খেলতে পারে তাহলে সফল হবে।''

যুবসমাজকে জুয়া খেলতে উস্কানি, সৌরভ-রোহিত-হার্দিকদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা

পটনা, ১৩ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মরসুম শুরু হলেই বিভিন্ন বেটিং সংস্থাগুলির রমরমা দেখা যায়। একাধিক প্রাক্তন ও বর্তমান তারকা ক্রিকেটার থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় অভিনেতারাও বিভিন্ন ফ্যান্টাসি গেমিং অ্যাপগুসির প্রমোশন করেন। ড্রিম ইলেভেন, মাই ১১ সার্কলের মতো বিভিন্ন গেমিং অ্যাপের প্রচারের মুখ রোহিত-আমিররা। বছরভর বেটিং সংস্থাগুলির প্রমোশন তো চলেই। আইপিএলের মরসুম এলেই পরিমাণটা আরও বেড়ে যায়। ১৬তম আইপিএল চলাকালীন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ার মতো ক্রিকেটারদের দেখা যাচ্ছে বেটিং সাইটগুলির প্রমোশন করতে। এই তালিকায় রয়েছেন বলিউড

সুপারস্টার আমির খানও। এই চারজনের বিরুদ্ধে এ বার বিহারের মজুফফরপুরে এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। বিহারের জেলা কোর্টে সৌরভ-রোহিত-হার্দিক এবং আমিরদের বিরুদ্ধে এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন তামান্না হাশমি নামের এক সমাজকর্মী। রোহিতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা ব্যক্তির মতে, দেশের যুব সম্প্রদায়কে জুয়া খেলতে উৎসাহিত করছেন এই ক্রিকেটাররা ও অভিনেতারা। তাই তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। জনস্বার্থ মামলায় তিনি বলেন, ''দেশের যুব সম্প্রদায়কে ভুল পথে পরিচালিত করে জুয়া খেলতে উৎসাহিত করছেন ওঁরা। বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কারের লোভ দেখানো হচ্ছে। যার ফলে যুবকরা আরও বেশি জুয়া খেলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন গেমিং শোগুলির মাধ্যমে এই পুরস্কারের লোভ দেখানোর কাজটি করে চলেছেন বেশ কিছু ক্রিকেটার এবং অভিনেতা। এভাবে তরুণদের আইপিএলে দল বানানোর কাজ করতেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। কেউ কেউ পুরস্কারও জিতছেন। এতে অনেকেই আরও বেশি জুয়ার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।'' ওই সমাজকর্মীর আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২২ এপ্রিল। ১৬তম আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন্সি সামলাচ্ছেন রোহিত শর্মা। বর্তমানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দিল্লি ক্যাপিটালসের বোর্ড অফ ক্রিকেট। দিল্লিই একমাত্র দল যারা চলতি আইপিএলে এখনও একটা ম্যাচেও জিততে পারেনি।

ধোনির চেন্নাইকে হারিয়েও অস্বস্তি, রানহীন সঞ্জুর বিরাট জরিমানা কেন?

চেন্নাই, ১৩ এপ্রিলঃ চিপকের হাউসফুল গ্যালারি বুধ-রাতে একটা সময় এক নিমেষে মুষড়ে গিয়েছিল। ঠিক যে সময় রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে শেষ বলে মাহির ব্যাটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছক্কাটি এল না। মহেন্দ্র সিং ধোনির মাইলফলক ম্যাচে শেষ অবধি ৩ রানে হেরে মাঠ ছাড়তে হয়েছে চেন্নাইকে। অন্যদিকে গত বারের রানার্সরা চিপকে ধোনির চেন্নাইকে হারিয়ে আইপিলের লিগ টেবলের মগডালে উঠে গিয়েছে। তবে সিএসকের বিরুদ্ধে রান পাননি রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। খাতা খোলার আগেই রবীন্দ্র জাডেজা বোল্ড আউট করেন সঞ্জুকে। ম্যাচ জিতেও রানহীন সঞ্জু অস্বস্তিতে পড়েছেন। তাঁর বিরাট জরিমানাও হচ্ছে। আসলে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ১৬তম আইপিএলের ১৭তম ম্যাচে স্লো ওভার রেটের জন্য বিপুল অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে। চলতি আইপিএলে পরপর দু'টো ম্যাচে জিতল রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু ধোনিদের বিরুদ্ধে স্লো ওভার রেটের জন্য শাস্তির মুখে পড়তে হল সঞ্জুকে। আইপিএল থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার চেন্নাইয়ের চিপকের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে আইপিএল-২০২৩ এক ম্যাচে স্লো ওভার রেটের জন্য রাজস্থান রয়্যালসকে জরিমানা করা হয়েছে। এটি যেহেতু এই দলের এই মরসুমের প্রথম ভুল, তাই আইপিএলের কোড অফ কন্ডাক্ট অনুযায়ী অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, বুধ-রাতে চেন্নাইয়ের চিপকে ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে নেমেছিল পিঙ্ক আর্মি। মাইলফলক ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান তোলে রাজস্থান। জয়ের জন্য সিএসকের প্রয়োজন ছিল ১৭৬ রান। সেই ম্যাচে শেষ অবধি ৩ রানে ধোনির দলকে হারিয়েছে সঞ্জু স্যামসনের পিঙ্ক আর্মি। রাজস্থান রয়্যালসের পরবর্তী ম্যাচ ১৬ এপ্রিল, রবিবার। প্রতিপক্ষ হার্দিক পান্ডিয়ার গুজরাট টাইটান্স।

মেসির সঙ্গে বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার মোহনবাগানে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ ভারতসেরা হওয়ার পর পরই মোহনবাগান বেরিয়ে পড়েছে বাজার করতে, মেরিনার্স কর্তারা সবার আগেই ঝুলিতে ভরতে চান একজন আদর্শ স্ট্রাইকারকে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ খেলা অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার জেসন কামিংসই তাদের মূল টার্গেট। অজি বিশ্বকাপারের সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁর এজেন্টের সঙ্গে বাগান কর্তাদের বেশ কয়েক বার কথাবার্তা হয়েছে। এখনও চুক্তি চূড়ান্ত হয়নি। তবে কথাবার্তা ইতিবাচকই রয়েছে। মোহনবাগানের টুইটারে প্রকাশ করা হয় কামিংসের ছবি, তাও সবুজ মেরুন জার্সিতে এবং সেখানে শিরোনাম দেওয়া হয় আসছে! কামিংস আসছে!। শোনা যাচ্ছে ট্রান্সফার ফি এবং মাইনে সমেত মোট ১১ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে মোহনবাগানের এই ফুটবলারকে আনতে। তবে আসরে নেমেছে মুম্বাই সিটি এফসি। জেসনকে পেতে চায় তারাও। তবে মনে করা হচ্ছে, মোহনবাগান এগিয়ে। টুইটারে এই ছবি প্রকাশ হতেই ঝড় উঠে যায় সমর্থদের মধ্যে। শেষ মরশুমে মোহনবাগান আইএসএল জিতলেও তাদের কোনো পেশাদার স্ট্রাইকার ছিল না। দিমিত্রি পেত্রাতোসকে আনা হয়েছিল সেন্টর ফরোয়ার্ড হিসেবে এবং উইথড্রইং ভূমিকায়। তার থেকেও দারুন সাফল্য পেয়েছে ক্লাব, ১১ গোল করে তিনি আইএসএলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা। স্প্যানিশ কোচ হুয়ান ফেরান্দো আর কোনও ঝুঁকি নিচ্ছেন দলের আক্রমনে তাই তিনি কোনো সাধারণ স্ট্রাইকার নয়, সম্প্রতি বিশ্বকাপ খেলা স্ট্রাইকার জেসন কামিংসকেই বেছে নিয়েছেন দলে। জেসন অস্ট্রেলিয়া এবং স্কটল্যান্ড উভয় দেশের জাতীয় দলেই খেলেছেন। তার বাবা একজন স্কটিশ এবং মা অস্ট্রেলীয়। তার জন্ম, ফুটবল শেখা সবই স্কটল্যান্ডেই। অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-২১ দলে

খেলার পাশাপাশি স্কটল্যান্ডের জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন এক বছর। রেঞ্জার্স, ডান্ডির মত বিখ্যাত স্কটিশ ক্লাবে তিনি খেলেছেন। এমনকি তিনি বর্তমান প্রিমিয়ার লিগ খেলা ক্লাব নটিংহ্যম ফরেস্টেও খেলেছেন। সম্ভবত ২০২২ বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ড খেলার আশা কম বলে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২২-এ কামিংস অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। কাতার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ান স্কোয়াডেও ছিলেন তিনি। ফ্রান্সের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেই পরিবর্ত হিসাবে ৫৬ মিনিটে মাঠে নেমেছিলেন। বর্তমানে কামিংস খেলেন 'এ' লিগের সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্স-এর হয়ে। গত সিজনে সেন্ট্রাল কোস্টের হয়ে ২৬ গোল করে লিগের অন্যতম সেরা স্কোরারও হয়েছিলেন তিনি। ২৮ বছরের তারকা স্কটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল লিগে ১১৬ গোল করে ফেলেছেন।

দাপুটে নাপোলিকে হারিয়ে দিল মিলান

ম্যাচ জুড়ে আক্রমণে আধিপত্য করল নাপোলি। কিন্তু গোলের দেখা পেল না তারা কিছুতেই। তাদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে ওঠার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল এসি মিলান।

মিলান, ১৩ এপ্রিলঃ মিলানের সান সিরোয় বুধবার রাতে অল-ইতালিয়ান কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতেছে সাতবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। শেষ দিকে নাপোলি একজন কম নিয়ে খেলেছে। প্রথমার্ধে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি করেন ইসমাইল বেননাসের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তার প্রথম গোল এটি। দুই সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে মিলানের বিপক্ষে দুবার হারল সেরি আ শিরোপা জয়ের দুয়ারে থাকা নাপোলি। এই মাসের শুরুতে দুই দলের লিগ ম্যাচে ঘরের মাঠে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল নেপলসের দলটি। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের

শেষ আটে ওঠা নাপোলি ৫০ সেকেন্ডের মধ্যেই গোল প্রায় পেয়ে যাচ্ছিল। পিওতর জিয়েলিন্সকির নিচু ক্রস বক্সে ক্লিয়ার করতে পারেনি মিলানের ডিফেন্ডাররা। বল চলে যায় খাভিচা কাভারাসখেলিয়ার কাছে। খুব কাছ থেকে জর্জিয়ান এই ফরোয়ার্ডের শট গোললাইন থেকে ফেরান রাদে ক্রুনিচ। প্রথম ১২ মিনিটের মধ্যে গোলের জন্য পাঁচটি শট নেয় নাপোলি। বক্সের বাইরে থেকে তাদের জোরাল দুটি শটে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে জাল অক্ষত রাখেন গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ। ২৫তম মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ আসে মিলানের সামনে। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে সঙ্গে লেগে থাকা প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়কে ছিটকে ফেলে বক্সে ঢুকে পড়েন রাফায়েল লেয়াও। এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে গেলে বেঁচে যায় নাপোলি। ৪০তম মিনিটে দারুণ এক আক্রমণে এগিয়ে যায় মিলান। নিজেদের অর্ধে নাপোলির দুই খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে বল নিয়ে ছুটে যান ব্রাহিম দিয়াস। বক্সে লেয়াওয়ের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে তিনি পাস দেন বেননাসেরকে। প্রথম স্পর্শে এই মিডফিল্ডারের বুলেট গতির শটে বল গোলরক্ষকের পায়ে লেগে জালে জড়ায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত। বেননাসেরের কর্নারে বক্সে অনেকটা লাফিয়ে ডেনিশ ডিফেন্ডার সিমোন কেয়ার জোরাল হেড ক্রসবারে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ভালো একটি সুযোগ তৈরি করে নাপোলি। কাভারাসখেলিয়ার ক্রসে এলমাসের হেডে বল গোলরক্ষকের হাতে লেগে ক্রসবার ছুঁয়ে বাইরে যায়। ৭৪তম মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় নাপোলি। চার মিনিটের মধ্যে দুই হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিডফিল্ডার আন্দ্রে ফ্রাঙ্ক জাম্বো আনগিসা। নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে আরেকটি দুর্দান্ত সেভে জাল অক্ষত রাখেন মিয়াঁ। জিওভানি দি লরেন্সোর জোরাল শটে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান তিনি।

'পাকিস্তানে এলেই কী মরবে ভারত'? মিয়াঁদাদের বিতর্কিত মন্তব্যে মুখ পুড়ল পিসিবির

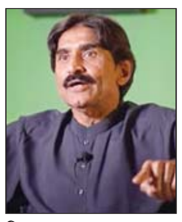

করাচি, ১ এপ্রিলঃ জাভেদ মিয়াঁদাদের মুখে কোনও লাগাম নেই কোনদিন। অতীতেও ছিল না, এখনও তাই। ফের একবার বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা। মিয়াঁদাদ সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন ভারত এমন করে যেন পাকিস্তানে এলেই ওদের মরতে হবে। আমরা তো বলেছি দেশের সেরা নিরাপত্তা দেওয়া হবে ওদের। তাহলে কিসের এত ভয়? এর আগেও তো তিনটি যুদ্ধের পর ভারত পাকিস্তানে এসেছিল। কতটা ভালোবাসা পেয়েছিল ওরা নিশ্চয়ই ভুলতে পারে না। এখন তাহলে এরকম মনোভাব কেন? রাজনৈতিক কারণে এক দশক ধরে ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় কোনও সিরিজ হয় না। শুধু আইসিসি এবং এসিসির টুর্নামেন্টেই দেখা হয় দুই দলের। এবারের এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হওয়ার কথা থাকলেও ভারতীয় দল সেখানে যাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। আবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ ভারতের মাটিতে হওয়ায় পাকিস্তান কী করবেতা নিয়ে নানা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এর মাঝেই ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন দেশটির প্রাক্তন তারকা জাভেদ মিয়াঁদাদ। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট দলের টিম বাসে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে দীর্ঘদিন পাকিস্তানের মাটিতে কোনো দল যায়নি। এরপর শ্রীলঙ্কাসহ বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ের মতো দলগুলো সেখানে খেলে এসেছে। কিন্তু নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এখনও পাকিস্তানে যায়নি ভারত। পাকিস্তান বলছে, ভারত যদি এশিয়া কাপ খেলতে সেখানে না যায়, তাহলে তারাও বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না। এই অচলাবস্থা নিরসনে ভারতকে এগিয়ে আসতে বললেন মিয়াঁদাদ। দুই দেশের মধ্যকার সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হয়েছিল ২০১২ সালে। সেবার ভারতের মাটিতে খেলে এসেছে পাকিস্তান। এবার এক ইউটিউব চ্যানেলে ভারতকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মিয়াঁদাদ বলেন, ''নিরাপত্তা বিষয়টি ভুলে যান। আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যু আসার হলে আসবেই। জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টিকর্তার হাতে। ভারত যদি আজ আমাদের ডাকে, আমরা যাব। তবে তাদেরও আসতে হবে। বিষয়টা হল, সর্বশেষ আমরা তাদের দেশে গিয়েছি। কিন্তু তারা আর আসেনি। এখন তাদের আসার পালা।'' বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে দেখতে চায় কোটি কোটি মানুষ মনে করিয়ে দিয়েছেন মিয়াঁদাদ।

ইস্টবেঙ্গলের কোচকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ওড়িশা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ এপ্রিলঃ সার্জিও লোবেরাকে নিয়ে হঠাৎ করেই একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। স্প্যানিশ ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলে আসবেন কিনা এই নিয়ে প্রচুর কানাঘুষ শোনা যাচ্ছে। লোবেরাকে নাকি বিরাট প্রস্তাব দিয়েছে ওড়িশা এফসি এই খবর বাজারে ছড়িয়েছে। তবে কতটা সত্যি বলা যাচ্ছে না। ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তা এবং সমর্থকরা নিশ্চিত ছিলেন ভারতের সেরা কোচ লাল হলুদ ক্লাবে আসবেন। আশা যে পুরোপুরি চলে গেছে সেটা যেমন বলা যাচ্ছে না, তেমনই লোবেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রবল হচ্ছে সেটাও সত্যি। পরপর ব্যর্থতার পর ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ পরবর্তী মরসুমে ভারতে কোচিং করিয়ে খেতাব জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কোচকেই দায়িত্ব দিতে আগ্রহী ছিল। সার্জিও লোবেরা মুম্বই সিটির হয়ে লিগ শিল্ড ও আইএসএল উভয়ই জিতেছেন, আবার তত্ত্বাবধানেই এফসি গোয়াও লিগ শিল্ড ও সুপার কাপ খেতাব জেতে। লিগ তালিকায় নয় নম্বরে শেষ করেছিল লাল হলুদ। আসলে জল কোন দিকে গড়ায় তার জন্য আগামী ৪৮ ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। একান্তই যদি লোবেরা না আসেন সেক্ষেত্রে বেঙ্গালুরুকে চ্যাম্পিয়ন করা কোচ স্প্যানিশ কার্লোস কুয়াড্রাতের সম্ভাবনা আছে বলা যায়।

চেলসিকে হারিয়ে সেমির পথে এগিয়ে রিয়াল

মরসুম জুড়ে ব্যর্থতার বৃত্তে বন্দি চেলসি পারল না নিজেদের মেলে ধরতে। আক্রমণাত্মক ফুটবলে দাপট দেখানো রিয়াল মাদ্রিদ সহজ জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে ওঠার পথে এগিয়ে গেল।

মাদ্রিদ, ১৩ এপ্রিলঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে শেষ আটের প্রথম লেগে ২-০ গোলে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। করিম বেনজেমার গোলে আয়োজকরা এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্কো আসেনসিও। প্রথমার্ধে কিছুটা লড়াই করা চেলসি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বেন চিলওয়েলকে হারিয়ে ১০ জনের দলে পরিণত হয়। এরপর আর তেমন সুযোগই তৈরি করতে পারেনি তারা। এ মাসের শুরুতে লা লিগায় রিয়াল ভাইয়াদলিদের জালে ৬ গোলের উৎসব করার পর কোপা দেল রে'তে বার্সেলোনাকে ৪-০ ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দেয় রিয়াল। তবে দারুণ ওই দুই জয়ের পর গত রবিবার লিগে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে হেরে বসে তারা। বছরের শুরু থেকেই তাদের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতার এমন অভাব, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হেরেছে ৬ ম্যাচে, ড্র তিনটি। এই সময়ে দলটিকে বেশ ভুগতে হয়েছে রক্ষণের দুর্বলতায়। একই কারণে এ দিন দ্বিতীয় মিনিটেই গোল খেতে বসেছিল তারা। প্রতি-আক্রমণে শেষ ডিফেন্ডার এদের মিলিতাওকে অনায়াসে পেছনে ফেলে বক্সে ঢুকে পড়েন জোয়াও ফেলিক্স, তবে গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে হতাশ করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। দ্বাদশ মিনিটে বক্সে ভিনিসিউস জুনিয়রের সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে লক্ষ্যে প্রথম শট নেন বেনজেমা। তবে তার দুরূহ কোণ থেকে নেওয়া শটে গোলরক্ষক কেপা আরিসাবালাগা ছিলেন প্রস্তুত। একটু একটু করে চাপ বাড়িয়ে ২১তম মিনিটে এগিয়ে যায় রিয়াল। দানি কারভাহালের দারুণভাবে উঁচু করে বাড়ানো বল বক্সে পেয়ে ভলি করেন ভিনিসিউস, আরিসাবালাগা ঝাঁপিয়ে কোনোমতে এক হাত দিয়ে ঠেকালেও

বিপদমুক্ত করতে পারেননি। আলগা বল খুব কাছ থেকে টোকায় জালে পাঠান বেনজেমা। আসরে গ্রুপ পর্বে জালের দেখা না পাওয়া বেনজেমা নকআউট পর্বে তিন ম্যাচ খেলে প্রতিটিতেই জালের দেখা পেলেন। শেষ ষোলোয় লিভারপুলের বিপক্ষে দুই ম্যাচে করেছিলেন তিনটি। দুই মিনিট পরই সমতায় ফিরতে পারত চেলসি। তবে কাছ থেকে রাহিম স্টার্লিংয়ের শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান থিবো কোর্তোয়া। অধিকাংশ সময় বল পায়ে রেখে একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে রিয়াল। সুযোগও আসতে থাকে, কিন্তু বিরতির আগে ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি তারা। ভালো পজিশনে থেকেও গোলরক্ষক বরাবর শট নিয়ে হতাশ করেন রদ্রিগো-ভিনিসিউস। দ্বিতীয়ার্ধে পঞ্চম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করেন লুকা মদ্রিচ। তবে তার কোনাকুনি উঁচু শট ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে যায়। ৫৯তম মিনিটে অনেক বড় ধাক্কা খায় চেলসি। ডি-বক্সে ঢোকার মুখে রদ্রিগোকে টেনে ফেলে দিয়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন ইংলিশ ডিফেন্ডার বেন চিলওয়েল। ৭১তম মিনিটে রদ্রিগোকে তুলে আসেনসিওকে নামায় রিয়াল। মাঠে নামার তিন মিনিটের মাথায় দারুণ গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। মদ্রিচের ছোট করে নেওয়া কর্নারে টনি ক্রুসের পা ঘুরে বক্সে বল পেয়ে আসেনসিওকে খুঁজে নেন ভিনিসিউস। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের নিচু শট ঝাঁপিয়েও ঠেকাতে পারেননি গোলরক্ষক। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি বেনজেমা। তাদের প্রথম প্রচেষ্টা গোলরক্ষক কোনোমতে ফেরানোর পর ফিরতি বল ফাঁকায় পেয়ে আট গজ দূর থেকে হেডে বাইরে পাঠান ফরাসি ফরোয়ার্ড। দুই গোলের জয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা জোরাল হলেও রিয়ালের সামনে স্বস্তির সুযোগ নেই। আগামী মঙ্গলবার ফিরতি লেগে তাদের খেলতে হবে চেলসির মাঠে। তাছাড়া গত দুই আসরে এই দুই দলের দুই লেগের লড়াই উপহার দিয়েছে অনেক উন্মাদনা। ২০২০-২১ এর সেমি-ফাইনালে রিয়ালকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে পরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চেলসি। আর গতবার কোয়ার্টার-ফাইনাল ঘরের মাঠে হারের পর ফিরতি লেগে দুর্দান্ত এক জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল ইংলিশ দলটি। বের্নাবেউয়ের ওই ম্যাচে চেলসি শেষ পর্যন্ত জিতলেও গোল ব্যবধানে উঠতে পারেনি পরের ধাপে। নিজেদের দারুণ সেই প্রত্যাবর্তনের গল্পে উজ্জীবিত হয়ে আবারও তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি-না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

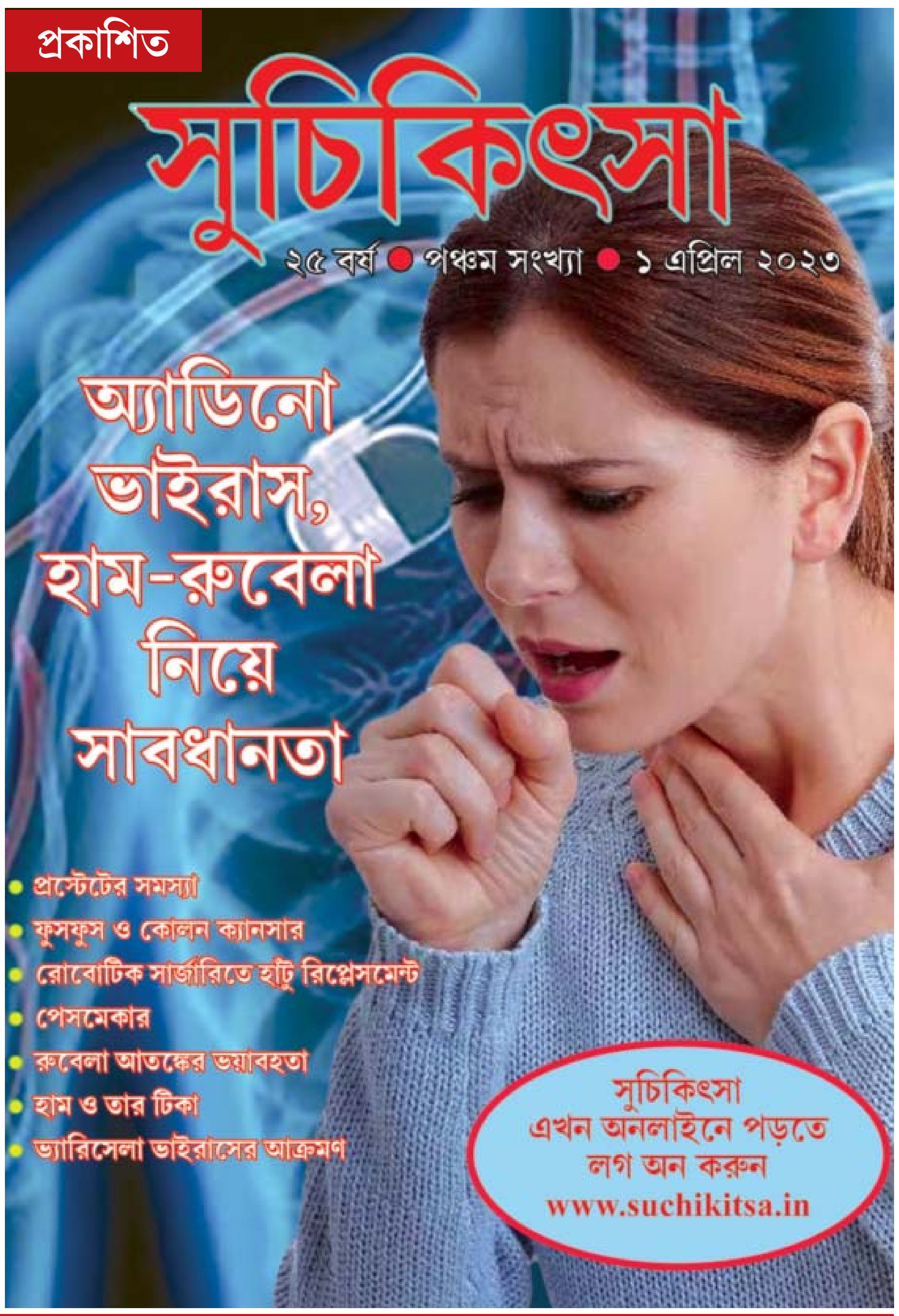

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501